পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)

Pourashava Development Plan (PDP)

আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়নগঞ্জ

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা

Pourashava Development Plan (PDP)

এপ্রিল, ২০২২

আড়াইহাজার পৌরসভা

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিবরন		পৃষ্ঠা নং
০১.	**ভূমিকা** Introduction		০১-০২
	১.১	প্রেক্ষাপট ঃ- Background	০১
	১.২	পিডিপি সম্পর্কিত ধারণা ঃ- Overview of PDP	০২
	১.৩	পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য সমূহঃ- (PDP Preparation and Objectives of Procesing)	০২
০২.	**পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া** Process of PDP Preparation		৩-৪
	২.১	পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ঃ- Steps for Processing PDP Preparation	৩
	২.২	পিডিপির ব্যপ্তি ঃ- Scope of PDP	৪
০৩.	**আড়াইহাজার পৌরসভার বিবরণ** Context of Araihazar Pourashava		০৫-১৫
	৩.১	আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান ঃ- Location of Araihazar Pourashava	০৫
	৩.২	ভূমির ব্যবহারঃ- Land Use	০৬
		৩.২.১উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব ঃ- (Emerging issues and concerns)	০৭
	৩.৩	আড়াইহাজার পৌরসভার আবহাওয়া ঃ- Climate of Araihazar Pourashava	০৯
		৩.৩.১উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব ঃ- Emerging issues and concerns	১০
	৩.৪	আড়াইহাজার পৌরসভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার বিবরণ ঃ- Description of different Institutions & Installation of Araihazar Pourashava	১১
		৩.৪.১উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্ব ঃ- Emerging issues and concerns	১০
	৩.৫	আর্থ-সামাজিক চিত্র ঃ- Scio-Economic Profile	১১
		দারিদ্র্য চিত্র (Poverty) ঃ-	১১
		আবাসন সংক্রান্ত চিত্র ঃ-	১২
		পেশা ভিত্তিক পরিবার চিত্র-২	১২
		৩.৫.১উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্বঃ Emerging issues and concerns	১৩
	৩.৬	আড়াইহাজার পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নঃ Population Trend and Urbanization of Araihazar Pourashava	১৪
		৩.৬.১উদ্ভুত বিষয় ও এর গুরুত্বঃ - Emerging issues and concerns	১৫
	৩.৭	অর্থনীতি ও ক্রমোন্নতি নির্ধারকঃ Economy and Growth Determinants	১৫

০৪.	অধ্যায়-০৪ঃ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও সক্ষমতা (Governance and Capacity of Pourashava)		১৬-৩৭
	৪.১	*পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী (Resposibilities and Activities of Pourashava)*	১৬
	৪.২	পৌরসভার কার্যালয় (Pourashava Office)	
	৪.৩	আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরন সহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management Including Documentation of Financial Transection)	১৯
	৪.৪	পৌরসভার জনবল (Manpower of Pourashava)	২০
	৪.৫	পৌরসেবার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষন (Analysis of Municipal existing services)	২২
		৪.৫.১ পানি সরবরাহ (Water Supply)	২২
		৪.৫.২ নর্দমা ব্যবস্থা (Drainage System)	২৪
		৪.৫.৩ পয়ঃ নিষ্কাশন (Sanitation)	২৬
		৪.৫.৪ সড়ক বাতির সুবিধা (Street Light Facilities)	২৭
		৪.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)	২৯
		৪.৫.৬ বিনোদন সুবিধা ও সামাজিক সুবিধা (Recreation and Social Facilities)	৩০
		৪.৫.৭ পৌরসভার মার্কেট সুবিধাদি ও কসাই খানা (MarketFacilities and Slaughter Houses of Paurashava)	৩১
		৪.৫.৮ রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা (Roads, Transportation and Communication Facilities)	৩২
		৪.৫.১০ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন (Plan and Strateg Formulation for Efficiency Development)	৩২
		৪.৫.১১ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (Primary Health Care and Medical Service)	৩৩
		৪.৫.১২ আবাসন (Residential Area)	
	৪.৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা (Description of Disaster Management)	৩৪
	৪.৭	জন নিরাপত্তা সম্পর্কে বর্ণনা (Description of Public Security)	৩৫
	৪.৮	পৌর কর পরিশোধ (Payment of Poura Taxes)	৩৬
	৪.৯	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (Birth and Death Register)	৩৭
০৫	**৫. ওয়ার্ড ভিশনিং-এ চিহ্নিত সমস্যা ও এর অগ্রাধিকার নির্ণয়** (Identification of Problems in Ward Visioning and Prioritization)		৩৮-৬৩
	৫.১	ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলন ঃ-	৩৮
		পৌরসভা ভিশন ঃ-	৪১
	৫.২	উন্নয়ন ক্ষেত্র সমুহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়:	৪০

	৫.৩	ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডিতে প্রাপ্ত সমস্যার অগ্রাধিকার তুলনা (Priority Comparison of Problems between Ward Visioning and FGDs)	৪৩
	৫.৪	পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন	৫৬
	৫.৫	উপ প্রকল্প চিহ্নিত করণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Sub Project Identification and Fasibility Study)	৬২
০৬.	**আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়ীত্বশীলতা** Financial Planning and Sustainability of Pourashava		**৬৪-৬৯**
	৬.১	পৌরসভা আয় ব্যয় বিশ্লেষন (Revenue and Expenditure Analysis)	৬৪
		৬.১.১ রাজস্ব আয় (Revenue Income) ৬.১.২ রাজস্ব ব্যয় (Revenue Expenditure)	৬৬
		৬.১.৩ আর্থিক প্রক্ষেপণ (Financial Projection) ২০২১ - ২০২৫	৬৮
৭	**আর্থিক/বিনিয়োগ পরিকল্পনা** Investment Plan আড়াইহাজার পৌরসভার বিনিয়োগ পরিকল্পনা		**৭১-৮১**
৮	**জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা** Adopting the Imapact of Climate Change জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আড়াইহাজার পৌরসভার করণীয়		**৮২-৯২**
	৮.১	জলবায়ু পরিবর্তন	৮১
	৮.২	বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তন	৮২
	৮.৩	জলবায়ু পরিবর্তন: প্রেক্ষিত আড়াইহাজার	৮৩
		৮.৩.১ ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বস ৮.৩.২ বন্যা অঞ্চল ৮.৩.৩ নদী-ভাঙন অঞ্চল ৮.৩.৪ খরা অঞ্চল ৮.৩.৫ আর্সেনিক ঝুঁকি ৮.৩.৬ সাইক্লোন ঝুঁকি	৮৪ ৮৫ ৮৭ ৮৮ ৯১
৯	**উপসংহার** Conclusion		**৯২-৯৩**
সংযোজনী সমুহ:			
সংযোজনী-০১	জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP)		৯৩-১০০
সংযোজনী-০২	দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা (PRAP)		১০১-১১০
সংযুক্ত-৩	টিএলসিসি (TLCC) সভার কার্যবিবরণী		সংযুক্ত-৩ (১-৫)

অধ্যায় ০১: ভূমিকা

(Introduction)

১.১ প্রেক্ষাপট (Background)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫০ (গ) এবং দ্বিতীয় তফশিলের ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারানুযায়ী পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, জমির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত জরিপ, পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা এবং ৬২ ধারায় পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং ৬৩ ও ৬৪ ধারায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বানিজ্যিক প্রকল্প পৌরসভা গ্রহণ করতে পারবে। পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত।

১.২ পিডিপি বিষয়ে সাধারণ আলোকপাত (Overview on PDP)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ (গ) এবং দ্বিতীয় তফশিলের ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারানুযায়ী পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, জমির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক এবং পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা হয় যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি নামে পরিচিত। পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা পৌর জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে চাহিদা অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রনীত এবং কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। পিডিপিতে সুশাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়নের নিমিত্তে পৌরবাসীর চাহিদা মোতাবেক জনস্বাস্থ্য (আবর্জনা অপসারন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পাবলিক টয়লেট নির্মান, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি), পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন, বাজার স্থাপন, কসাইখানা নির্মান, রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, বৃক্ষরোপন, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন এবং বিদ্যুতায়নসহ সমস্ত কাজের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হয়। নবিদেপভুক্ত প্রতিটি পৌরসভার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন "ভিশন" এবং স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে এই পিডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৩ পিডিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্য (Objectives of PDP preparation)

প্রতিটি পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে যার মাধ্যমে কাজের রুপরেখা নির্ধারিত হয়। প্রকল্পের প্রারম্ভেই এ উদ্দেশ্যগুলো ঠিক করা হয় এবং কতদিনের মধ্যে তা বাস্তবায়িত হবে সেটাও জানা যায়। নবিদেপ প্রকল্পে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) যে উদ্দেশ্য প্রণীত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- ❖ দীর্ঘ মেয়াদী, মধ্য থেকে স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপকল্প ও কৌশল সম্পর্কিত সম্মিলিত ধারণার ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন;
- ❖ নিয়মানুগ আর্থিক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার বিবেচনার জন্য সমন্বিত মানদন্ডসহ কার্যকরী বিনিয়োগ পরিকল্পনা, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ❖ পৌরসভা তাদের নিজেদের দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা তৈরী, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❖ অবকাঠামো ও সেবাসমূহ উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করার মাধ্যমে স্থায়ীত্বপূর্ণ উন্নয়ন ধারা প্রবর্তন;

১.৪ পিডিপির মূল উপাদানসমুহ (Main Components of PDP)

পিডিপি হচ্ছে পৌরসভার একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা। পৌরসভার উন্নয়ন রূপকল্প, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, নগর অবকাঠামো ও পরিসেবা, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা, আর্থিক পরিকল্পনা, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয়সহ বিস্তৃত পরিসরের উন্নয়ন বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে এ পরিকল্পনা প্রণীত হয়। জেন্ডার কৌশল ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলও পিডিপি'র আওতাভূক্ত।

১.৫ পিডিপির প্রয়োজনীয়তা (Importance of PDP)

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনাএকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় যার মাধ্যমে পৌরসভার ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিশ্চিত হয়। এ পরিকল্পনা জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে এবং তাদের মতামতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের যে গুরুত্ব তা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন করা;
- ❖ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা;
- ❖ কারবারে সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা;
- ❖ ভবিষ্যৎ দর্শন করা;
- ❖ ব্যয়হ্রাসকরণ করা;
- ❖ দক্ষতা অর্জন করা;
- ❖ PDP এর মাধ্যমে জনগণের সমস্যা সমাধান করা এবং
- ❖ সঠিক কার্যধারা অনুসরণ করা।

একটি উত্তম পরিকল্পনা হতে উপরোক্ত সুবিধাগুলো লাভ করা যায় যা জনগনের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে তোলে।একটি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার কোন বিকল্প নেই। জনগনের চাহিদার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা।

অধ্যায় ০২: পিডিপি প্রস্তুত প্রক্রিয়া

(PDP Preparation Process)

২.১ পিডিপি প্রণয়নের ধাপ এবং প্রক্রিয়া

(Steps and Process of Processing PDP Preparation)

পিডিপি হচ্ছে পুরো শহরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা পৌর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চাহিদা চিহ্নিত করতঃ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রণীত এবং যা কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দ্বারা সমর্থিত। হাজীগঞ্জ পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন দর্শন এবং স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ, সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, অগ্রাধিকার নিরূপণে একই ধরণের মাপকাঠির ব্যবহার, পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতার মাইলফলক স্থাপন এবং নিজেরাই নিজেদের প্রকল্পের প্ল্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, উন্নত অবকাঠামো ও সেবা প্রদান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ইত্যাদি পিডিপি প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণের মূল অভিপ্রায় বা মুখ্য উদ্দেশ্য।

পিডিপি প্রণয়ের ধাপসমূহ (Steps of PDP Preparation)

মূল ধাপসমূহ		প্রক্রিয়াসমূহ
ধাপ-১ঃ	প্রস্তুতিমূলক পর্বঃ বিভিন্ন গ্রুপ ও কমিটিসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা	➢ টিএলসিসি (TLCC) গঠন ও কার্যকরীকরণ ➢ ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্যকরকরণ ➢ নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকরীকরণ ➢ 'প্রারম্ভিক কর্মশালার' আয়োজন করা
ধাপ-২ঃ	বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষনঃ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভূমির বর্তমান ব্যবহার, জনগণের জন্য সেবা প্রাপ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য এবং পরিচালনসহ বিদ্যমান অবস্থা বিশ্লেষন	➢ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা ➢ পরিবার জরিপ ➢ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, দারিদ্র মানচিত্র অংকন, মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ
ধাপ-৩ঃ	সামগ্রিক এবং ওয়ার্ডভিত্তিক রুপকল্প, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিসহ পৌরসভার উন্নয়ন দর্শন প্রণয়ন	➢ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা ইহার খসড়া থাকলে তা পর্যালোচনা করা ➢ ওয়ার্ড ভিশনিং ➢ পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং - বাস্তব অবস্থা নিরূপন প্রতিবেদন উপস্থাপন - পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা - অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন

ধাপ-৪ঃ	পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন	➢ পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বা ইহার খসড়া থাকলে তা পর্যালোচনা করা ➢ সার্বিক উন্নয়ন কৌশল ➢ সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ ➢ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই
ধাপ-৫ঃ	আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত	➢ রাজস্ব আয় এবং ব্যয় বিশ্লেষণ ➢ মোট দেনা নির্ধারণ ➢ আর্থিক ভিত্তি উন্নয়নে করণীয় ➢ সেক্টর ভিত্তিক তালিকা (Long List) তৈরী ➢ তালিকাভুক্ত (Long List) উপ প্রকল্প হতে Project Readiness services towards Integrated Urban Development Project (IUDP) প্রকল্প ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রম তৈরী ➢ সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন ও সেক্টরভিত্তিক পরিকল্পনা ➢ আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন
ধাপ-৬ঃ	পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা	➢ দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা ➢ পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার (যেমনঃ জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পদ্ধতি)
ধাপ-০৭ঃ	খসড়া পিডিপি দলিলের বৈধতাদান ও অনুমোদন	➢ সাধারন জনগণ ও ভূক্তভোগিদের পরামর্শ ➢ পিডিপি চুড়ান্তকরণ
ধাপ-০৮ঃ	পিডিপি বাস্তবায়ন	➢ পিডিপি বাস্তবায়ন ➢ পরিবীক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন ও নির্দিষ্ট সময় পরপর পর্যালোচনা

২.২ পিডিপি রির্পোটের ব্যপ্তি

(Scope of the PDP Report)

পিডিপি রির্পোটের মধ্যে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে তা নিম্নরূপ ঃ

- ভূমিকা।
- প্রকল্প পরিচিতি ও ব্যাপ্তি।
- পিডিপির প্রস্তুত প্রক্রিয়া।
- মদন পৌরসভার বিবরণ।
- সেবা প্রাপ্তির সুবিধা।
- পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা।
- পৌরসভার ভিশন তৈরি ও উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়।
- ভিশন অর্জন/বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।
- আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়ীত্বশীলতা।
- বিনিয়োগ পরিকল্পনা।

উল্লেখ্য, পিডিপি রির্পোটে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ সহ বাস্তব অবস্থা নিরুপনের লক্ষ্যে বেইজ লাইন সার্ভে/ বিবিএস সার্ভে, পরিবার জরিপের ফলাফল বিশ্লেষন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এবং ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভা ভিশনিং অনুষ্ঠানে স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণসহ অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় ০৩: আড়াইহাজার পৌরসভার বিবরণ

Context of Araihazar Pourashava

৩.১ আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান ঃ- Location of Araihazar Pourashava

আড়াইহাজার পৌরসভা একটি নবগঠিত পৌরসভা। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্বির লক্ষে আড়াইহাজার বাসির দীর্ঘদাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু, (এ পি) মহোদয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় ২৮/০৩/২০১২ ইং সালে আড়াইহাজার ইউনিয়ন বিলুপ্ত করে দিয়ে গঠন করেন আড়াইহাজার পৌরসভা। পৌরসভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

অবস্থান: Coordinates 23°47.5′N 90°39′E

পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা: ০৯টি,

আয়তন: ৮.৯২ বর্গ কিলোমিটার

ভোটার সংখ্যা: ১৭১৭০জন, পুরুষ ভোটার: ৮৬৫৭ জন ও মহিলা ভোটার: ৮৫১৩জন,

পৌরসভার জনসংখ্যা ঘনত্ব: ৩৪,০২২ জন,

হাট-বাজারের সংখ্যা: ৩টি,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা: বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ১টি, বেসরকারি কলেজ ১টি, মাদ্রাসার ১টি, হাইস্কুল ২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬টি, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি,

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মসজিদের সংখ্যা ৩৪টি, মন্দিরের সংখ্যা ৭টি,

শিল্প কারখানা সংখ্যা: ৭০টি,

সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা (স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য) ১টি, বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের সংখ্যা (স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য)৫টি,

মোট নলকূপের সংখ্যা ৪১০টি, সচল নলকূপের সংখ্যা ৪০৭টি, অচল নলকূপের সংখ্যা ৩টি, মোট অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২২৬টি, সচল অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২২৪টি, মোট রিং ওয়েল নলকূপের সংখ্যা ১০টি, মোট অগভীর তার নলকূপের সংখ্যা ৫টি, মোট গভীর নলকূপের সংখ্যা ৭৭টি, সচল গভীর নলকূপের সংখ্যা ৭৭টি, মোট গভীর তারা নলকূপের সংখ্যা ৯২টি, সচল গভীর তারা নলকূপের সংখ্যা ৯২টি,

গণশৌচাগারে সংখ্যা ২টি (ব্যবহার অযোগ্য),

ব্যাংকের সংখ্যা ৫টি, বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩টি, ব্যাংকের সংখ্যা (অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) ৫টি, বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩টি,

৩.২ নামকরণের ইতিহাস

বহু দিনের আগের ঘটনা। তখন দিল্লির বাদশাহ ছিল মহামতি সম্রাট আকবর। কী হিন্দু কী মুসলমান সেই সময়ে ভারতের ধন সম্পদের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। এমনকি রাজ্য পরিচালনার দিক থেকে ও তিনি খুব পারদর্শিক ছিলেন। সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলমান সবাইকে খুব ভালবাসতেন। যে কারণে তিনি হয়তো চেয়েছিলেন দ্বিজাতির একিত্রকরন। অর্থ্যাৎ "দিন-ই এলাহীচ্নামক এক নতুন ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হয়েছিলন। রাজ্য শাসন ক্ষমতার দিক দিয়ে তৎকালীন ভারতের রাজপুতানারা ছিলেন খুব প্রভাবশালী ও প্রতাবশালী। এমনকি শক্তি সাহসে ও ওরা ছিলো পরিপূর্ণ। এই রাজপুতানারা কখনো কারো কাছে হার মানতেন না বা পরাজিত হতে চাইতেন না। এমনকি কারো কাছে বৎসতা স্বীকার ও করতেন না। মহাজ্ঞানী মহামতী সম্রাট আকবর একদিন ভাবতে লাগলেন কী করে কেমন করে সেই প্রভাবশালী ও প্রতাবশালী রাজপুতানাদের তার অধীনে আনা যায়। কারণ সম্রাট আকবর খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সবার আগে মহারাজা মানসিংহকে তার অধীনে আনার। সেই লক্ষ্যে মনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য সততা ও সুকৌশলে মহামতী আকবর মহারাজা মানসিংহের আপন ফুফুকে বিয়ে করার ইচ্ছায় মানসিংহকে সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি করার প্রস্তাব দিলেন। যাকে বলে একটিলে দুই পাখি শিকারের মতো। সম্রাট আকবর তার বৃদ্ধিতে সার্থক হলেন। তখন থেকেই রাজা মানসিংহ সম্রাটের প্রধান সেনাপতি তো হলেনই অপরদিকে তার আপন আত্মীয় ও হয়ে গেলেন। তার এই বুদ্ধিদীপ্ততার গুণে পর্যায়ক্রমে একদিন সমগ্র রাজপুতানা সম্রাট আকবরের অধীনে এসে গেলো।

এবার সম্রাটের দৃষ্টি নিবন্ধিত হলো বাংলাদেশের উপর। তখন বাংলাদেশ বার ভূইয়া ও ঈসাখাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজ করছিলো। একদিকে সম্রাট আকবর বার ভূইয়াকে পরাস্থ করে সমগ্র বাংলাদেশ দিল্লীর সিংহাসনের অধীনে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি একদিন সেনাপতি মানসিংহকে সৈন্য সামন্ত সাথে নিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে ছিলেন। তখন যশোরের প্রতাপতিত্ব, বাওয়ালের ফজল গাজী, ফরিদপুরের কন্দ্রপ রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়, সোনারগাঁয়ের ঈশাখাঁ অর্থ্যাৎ বিশেষ করে তাদের উপর ছিল বাংলার শাসন ক্ষমতা। সেনাপতি মানসিংহ বাংলাদেশে এসেই সর্ব প্রথম বাংলার বার ভূইয়াদের পরাস্থ করে সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে সোনারগাঁয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এদিকে ক্ষমতাধর, শক্তিধর ঈসাখাঁ সেই সংবাদ পেয়ে সেনাপতি মানসিংহকে বাধাঁ প্রদান করার উদ্দেশ্য সৈন্য নিয়ে শীতলক্ষা নদী পাড় হয়ে ইউসুফগঞ্জ নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলে সেখানেই ঈসাখাঁর সৈন্য মানসিংহকে বাধা প্রদান করলেন। প্রথমে উভয়ের মধ্যে আলপ-পিরচয় হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। কেউ কারো কাছে বিনা যুদ্ধে বৎসতা স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। তাই উভয়ের স্বগৌরবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হঠাৎ মানসিংহের হাত থেকে শানিত তরবারি মাটিতে পরে গেল। বীরবল ঈসাখাঁ পরাজিত মানসিংহের বুকে তরবারি তাক করে ঘোষণা দিয়ে বললেন মানসিংহ এখন আপনি আমার কাছে পরাজিত। তাতে তিনি প্রতি উত্তর না করে নীরব রইলেন। তবুও ঈসাখাঁ যুদ্ধ সমাপ্ত করলেন না। তিনি তার সাহস ও বীরত্ব দেখানোর জন্য পরাজিত মানসিংহের হাতে আবার একটি তরবারি তুলে দিয়ে বললেন, আপনার সাথে আমার আরেকবার শক্তি পরীক্ষা হবে এবং আপনি আমাকে আগে আক্রম করবেন। সেনাপতি মানসিংহ ঈসাখাঁর এমন শক্তি ক্ষমতা, উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, না না, আর আপনার সাথে যুদ্ধ করবে না। আমি স্বানন্দো আপনার কাছে পরাজয় মেনে নিলাম এবং আপনার সাথে আমার আর যুদ্ধ নয়, হবে বন্ধুত্ব। ঈসাখাঁর সাথে মানসিংহ সন্ধি করে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন। এ সময় মানসিংহ ঈসাখাঁকে আবার বললেন , বন্ধু আপনাকে আমার সাথে দিল্লীর সম্রাটের দরবারে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আপনি নিজের মুখ দিয়ে মহামান্য সম্রাট আকবরকে বলবেন যে আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। তখন ঈসাখাঁ মানসিংহকে বললেন, ঠিক আছে তাই হবে বন্ধু। কিন্তু আগে আমার একটি কথা রাখতে হবে। দিল্লী রওয়ানা হওয়ার আগে আমার বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে

বেড়াতে যেতে হবে। মানসিংহ ঈসাখাঁর নিমন্ত্রন গ্রহণ করে সোনারগাঁ অভিমুকে রওয়ানা হলেন। তারপর দিল্লীর গিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির হয়ে সেনাপতি মানসিংহ ঈসাখাঁর পরিচয় তুলে ধরে তার শক্তি সাহস আর উদারতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে ঘটনাটা খুলে বললেন। ঈসাখাঁর সাথে সম্রাটের আলাপ-পরিচয়ের পর রাজ মেহমানখানায় বিশ্রাম করতে তাদের পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট আকবর মানসিংহকে বললেন, এখন ঈসাখাঁকে তুমি কি করতে চাও তাই করতে পার। এই মহা আদেশ পেয়ে মানসিংহ ঈসাখাঁকে বললেন, বন্ধু আপনি আজ থেকে স্বাধীন ছিলেন স্বাধীনই থাকবেন। আপনাকে দিল্লীর সম্রাটের দরবারে কোন প্রকার কর দিতে হবে না। শুধু আপনার পক্ষ থেকে আড়াইহাজার সৈন্যর রসদ প্রদান করতে হবে। তারপর ঈসাখাঁ দিল্লীর সম্রাটের দরবার থেক বিদায় নিয়ে সোনারগাঁয়ের নিজ রাজধানীতে ফিরে আসলেন। ঈসাখাঁর বাংলাদেশে ফিরে আসার সময় মানসিংহ তার সাথে কিছু রাজকর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বাংলাদেশে রেখে যাওয়া সর্বমোট আড়াইহাজার সৈন্যের ভরণ পোষণের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, আপনি শুধু এই আড়াইহাজার সৈন্যের রসদ দিয়ে দিবেন। দিল্লীর সম্রাট আকবরের নির্দেশ মোতাবেক ঈসাখাঁ সেই আড়াইহাজার সৈন্যের রসদ দিতেন এবং থাকার জন্য তাদেরকে আড়াইহাজারে স্থান করে দেয়া হয়েছিলো বলে সেদিন থেকেই জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছিল আড়াইহাজার।

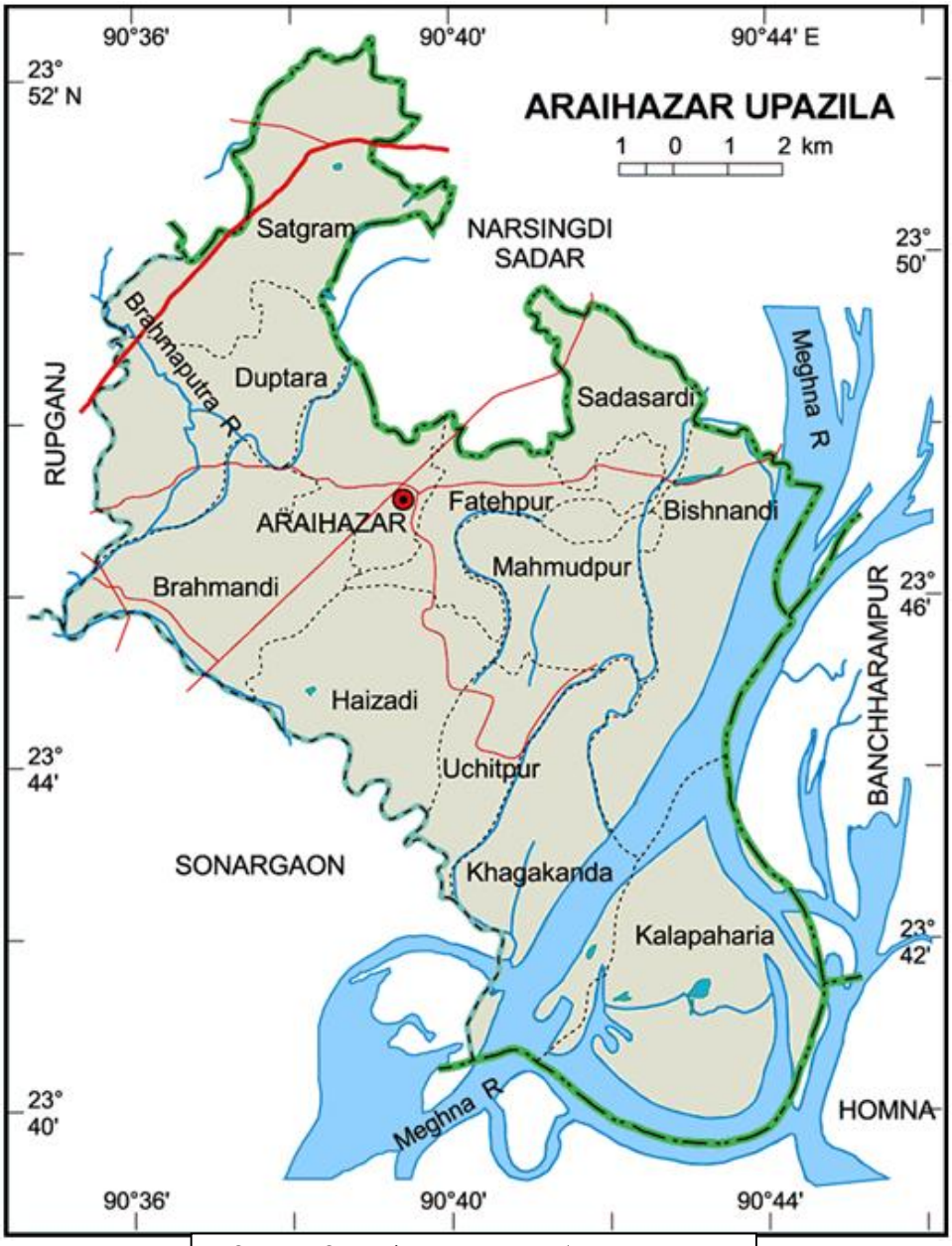

চিত্রঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

আড়াইহাজার উপজেলার আড়াইহাজার ইউনিয়নকেই পরবর্তীতে পৌরসভায় পরিণত করা হয়, যা ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

আড়াইহাজার পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামের নাম নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১ নং ওয়ার্ড=চামুরকান্দী/কামরানীরচর হাটখোলা/মাঝের চর।

২ নং ওয়ার্ড=মৌজাকান্দা/কামরানীর চর।

৩ নং ওয়ার্ড=দাসপাড়া/ কামরানীর চর মধ্য।

৪ নং ওয়ার্ড=ঝাউগড়া দক্ষিন/লাখপুরা/দিঘলদী ঢালীবাড়ী।

৫ নং ওয়ার্ড=কৃষ্ণপুরা/ নাগের চর/ ঝাউগড়া উত্তর।

৬ নং ওয়ার্ড=মুকুন্দী/গাজীপুরা/ পান্না বাড়ৈ পাড়া।

৭ নং ওয়ার্ড=আবদুল্লাহপুর/ নোয়াপাড়া।

৮ নং ওয়ার্ড=ফৈটাদী/নাগড়া পাড়া/শিবপুর/লাসরদী গোয়ালপাড়া/দেবীপুরা/আড়াইহাজার দক্ষিন।

৯ নং ওয়ার্ড= আড়াইহাজার উত্তর/ বাঘানগর/ছোট বাড়ৈপাড়া।

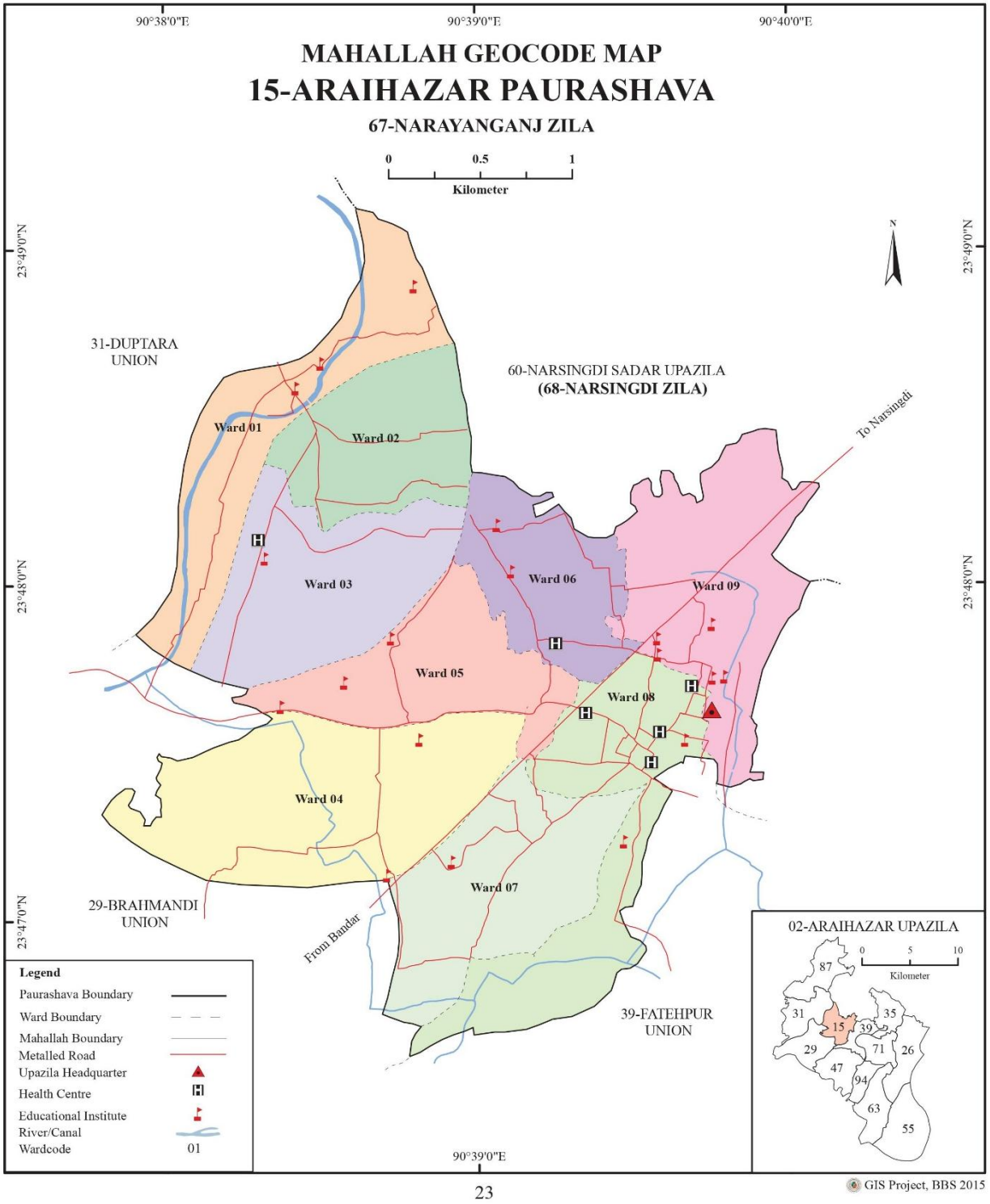

চিত্রঃ আড়াইহাজার পৌরসভার ওয়ার্ডসহ ম্যাপ

৩.৩ আড়াইহাজার পৌরসভার ডেমোগ্রাফি

৩.৩.১ আড়াইহাজার পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্য:

ক্রমিক নম্বর	ওয়ার্ড নং	সাম্প্রতিক বছর ২০২১-২২	
		পুরুষ	মহিলা
১	০১	১২০৬	১২৩৮
২	০২	১৩০০	১২৫৫
৩	০৩	৬৭২	৭১৩
৪	০৪	২০১৪	১৯৯৬
৫	০৫	১৫৮৯	১৪৬৫
৬	০৬	১৪৩৭	১৪৫২
৭	০৭	১৩৬০	১৩৭১
৮	০৮	২৩৩১	২২১২
৯	০৯	৯৮৯	৯৯৩
১০	মোট	১২,৮৯৮	১২,৬৯৫
১৫	**সর্বমোট**	**২৫৫৯৩**	

৩.৩.২ আড়াইহাজার পৌরসভার হোল্ডিংয়ের তথ্য:

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণী	সাম্প্রতিক বছর (বছর :২০২১/২২)
১	সরকার (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, অন্যান্য)	২৩
২	ব্যক্তিগত (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, অন্যান্য)	৯১৮৪
৩	মিশ্র হোল্ডিং	৭৩
৪	মোট	১২৮০

৩.৪ আরবান প্রোফাইল

৩.৪.১. ভূমি সংক্রান্ত

(ক) পৌরসভার এলাকা : ৭.৯২ বর্গ কিমি ১৯৫৬.২৪ একর (১ বর্গ কিমি = ২৪৭ একর)

(খ) পৌরসভা বিদ্যমান ভূমি কভারেজ : ১৯৫৬.২৪ একর

(গ) পৌরসভা মালিকানাধীন জমি : ০.৫১ একর

ভূমির ব্যবহার	জমি র পরিমানএকর	শতকরা হার
আবাসিক	৪৮৯.০৬	২৫%
বাণিজ্যিক	৩৯১.২৫	২০%
শিল্প	৯৭.৮৭	৫%
কৃষি	৬৬৫.১২	৩৪%
অফিস	১৯.৫৬	১%
বস্তি	১৯.৫৬	১%
খালি/অব্যবহৃত জমি	২৭৩.৮৭	১৪%
মোট	**১৯৫৬.২৯**	**১০০%**

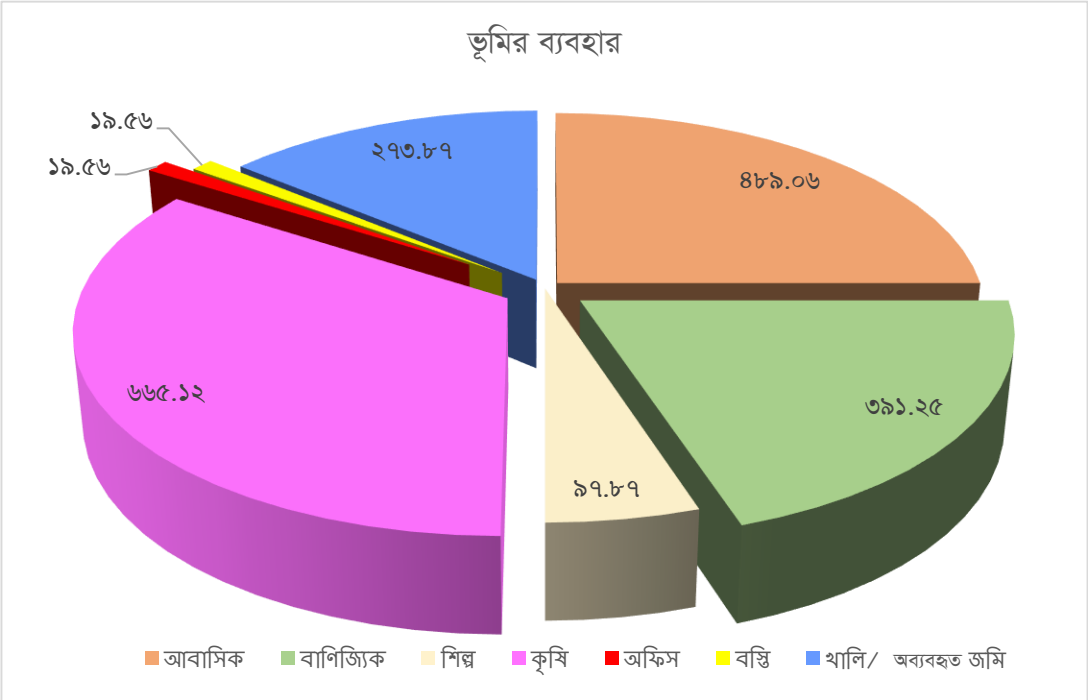

চিত্রঃ আড়াইহাজার পৌরসভার ভূমির ব্যবহারের ধরণ

৩.৪.২. জমির বর্তমান মূল্য:

(ক) আবাসিক : টাকা/ ১৭,০৬,৭০০/-

(খ) বাণিজ্যিক : টাকা/ ১৪,৫৭,৫০০/-

(গ) অন্যান্য : টাকা/ ৮,০২,৯০০/-

৩.৪.৩ পৌরসভার প্রধান কর্মসংস্থান প্রোফাইল (মোট কর্মরত জনসংখ্যার শতাংশ)

(ক) কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান : ৩৪%

(খ) পশুসম্পদ : ১০%

(গ) মাছ ধরা/মৎস্য : ৫%

(ফ) বাণিজ্য (ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি) : ২০%

(ঙ) উত্পাদন : ২%

(চ) শিল্প শ্রম : ২০%

(ছ) মজুরি শ্রম : ৫%

(জ) ছোট/ক্ষুদ্র পেশা : ৩%

(র) অন্যান্য : ২%

(ল) মোট : ১০০% (কর্মক্ষম জনসংখ্যার)

(ট) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত মহিলাদের শতাংশ (মহিলাদের মোট জনসংখ্যার তুলনায়) : ৫৩%

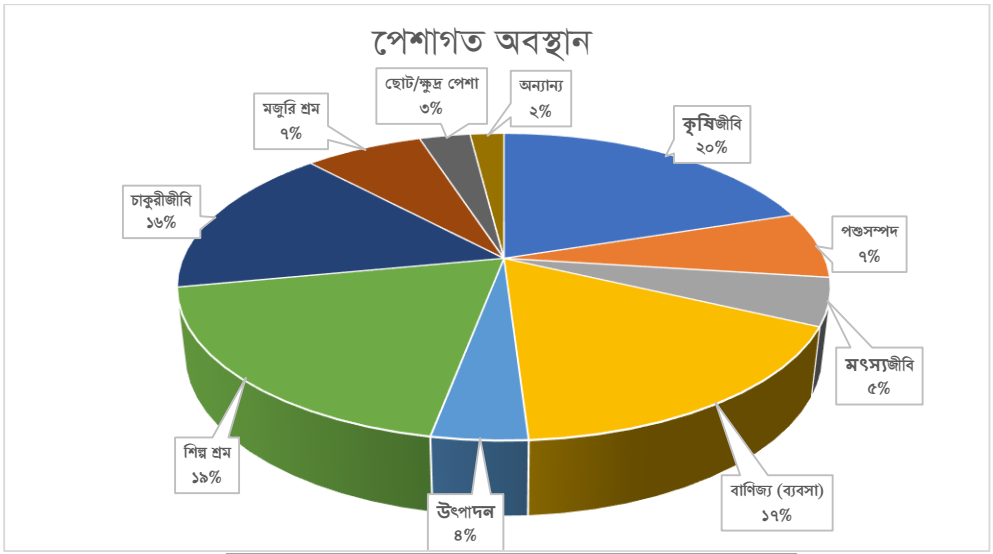

চিত্রঃ আড়াইহাজার পৌরসভাবাসীর

৩.৪.৪. পৌরসভায় অব স্থিত বানিজ্যিক স্থাপনা:

অ. খুচরা দোকান	:১৫০০
ই. পাইকারি দোকান :	: ৬০০
ঈ. গৃহ ও কুটির শিল্প(টাকা. ৪০,০০০ বিনিয়োগ)	:৫০
উ. এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ) (৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা)	:৫০
(ধ) বড় শিল্প (টাকার উপরে ৫,০০,০০০)	:৩০০
(ন) ট্রেড লাইসেন্সের মোট সংখ্যা	:২৫০০
(প) ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া উদ্যোগের সংখ্যা	: তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন।

৩.৪.৫. পরিবহন সুবিধার প্রাপ্যতা:

বাস টার্মিনালের সংখ্যা	: নাই
ট্রাক টার্মিনালের সংখ্যা	: নাই
ট্রেন স্টেশন	: নাই
জেটির সংখ্যা	: নাই
এয়ারপোর্ট	: নাই

৩.৪.৬. যোগাযোগ:

ক) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	: আছে
খ) টেলিগ্রাফ অফিস	: আছে
গ) ডাকঘর	: আছে
ঘ) সেল ফোন সংযোগ কোম্পানী	: আছে (৪টি)
ঙ) ইন্টারনেট সংযোগ	: আছে

৩.৪.৭. বিদ্যুৎ:

ক) আওতাভুক্ত পরিবারের শতাংশ	: ৯৫%
খ) কভার করা পাবলিক অফিস	: ১০০%
গ) কভার করা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	: ৯৫%
ঘ) কভার করা শিল্প প্রতিষ্ঠান	: ৯৫%

৩.৪.৮. স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা:

(ক) সরকারি হাসপাতাল : ০১

(খ) বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা : ০৮

(গ) সরকারী ক্লিনিক : ২

(ফ) প্রাইভেট ক্লিনিক : ৮

(ঙ) ডায়াবেটিস কেন্দ্রের সংখ্যা : ০১টি

(ভ) মাতৃত্ব কেন্দ্রের : নাই

৩.৪.৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা : ০৮

খ) পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা

(প্রি-স্কুল অন্তর্ভুক্ত) : নাই

মেয়েদের ঝরে পড়ার হার : প্র/নয়

গ) মাদ্রাসা : ০১

ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ০৫

ঙ) কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা : ০২

৩.৪.১০. ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ক) ব্যাঙ্কের সংখ্যা : ১৪

খ) অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ৫

৩.৪.১১. আবাসন

ক) কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের শতাংশ : ৩৭%

খ) আধা-পাকা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের শতাংশ :২৩%

গ) পাকা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের শতাংশ :% ৩৩

ঘ) ্যঅন্যান :%৭

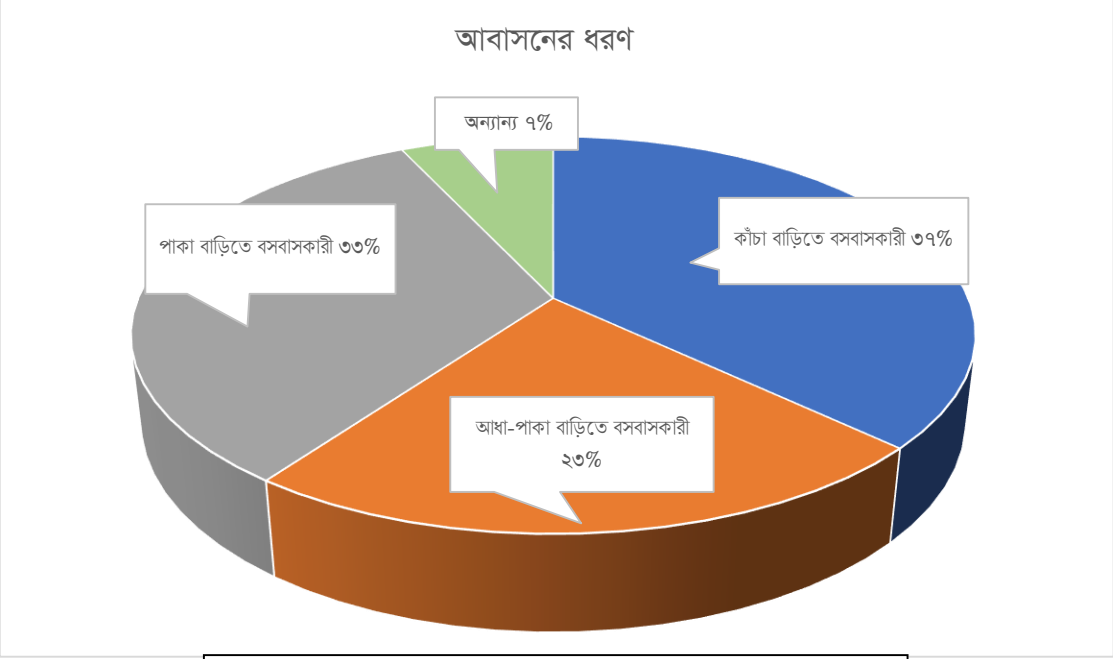

চিত্রঃ আড়াইহাজার পৌরসভায় বসবাসকারী জনগনের আবাসনের ধরণ

অধ্যায়-০৪ঃ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও সক্ষমতা

(Governance and Capacity of Pourashava)

৪.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী (Resposibilities and Activities of Pourashava)

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এ আইনেএর ধারা-৫০ এ পৌরসভার নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে।উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(ক) পৌরসভার দায়িত্ব ঃ

- স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এ আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা
- পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ; এবং
- নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(খ) পৌরসভার মুখ্য কার্যাবলী ঃ

- আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ ;
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ;
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ ;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী ;
- পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যবস্থা করা ;
- নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;
- বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা ;

● শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

(গ) সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী

❖ **ধারা-৫১ ঃ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী ঃ**

এ আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

❖ **ধারা-৫২ ঃ পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ**

পৌরসভা প্রত্যেক বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা প্রকাশ করবে।

❖ **ধারা-৫৩ ঃ নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ**

এ আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যা "নাগরিক সনদ (Citizen Charter)" বলে অভিহিত হবে।

❖ **ধারা-৫৪ ঃ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন ঃ**

প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকলসেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করার ব্যবস্থা করবে।

❖ **ধারা-৫৫ ঃ পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ**

পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বছর মেয়াদনির্ধারণ করে বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা, যথা ঃ

- সংস্থাপন ও অর্থ;
- কর নিরূপণ ও আদায়;
- হিসাব ও নিরীক্ষা;
- নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
- আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
- যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;

- মহিলা ও শিশু;
- মৎস্য ও পশু সম্পদ;
- তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
- বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

উল্লেখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য,পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে।

❖ **ধারা-৫৬ ঃ স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ**

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হলে তার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

❖ **ধারা-৫৭ ঃ সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি ঃ**

কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা এর স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করতে পারবে।

❖ **ধারা-৫৯ ঃ পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ**

পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

❖ **ধারা-৬১ ঃ নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরৰণ ঃ**

(ক) পৌরসভার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;

(খ) মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;

(গ) পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করবে সেরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

৪.২ পৌরসভার কার্যালয় (Pourashava Office)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নং এস আর ও ৯ আইন- পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২০০১ সালের ২৮ মার্চ তারিখের এস, আর, ও নং-৭২ আইন ২০০১, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শহর এলাকা বলে ঘোষিত ময়মনসিংহ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন আড়াইহাজার তফসিল ভুক্ত এলাকাকে 'গ' শ্রেনীর পৌরসভা হিসাবে ঘোষনা করেন।

৪.৩ আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্বকরন সহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management Including Documentation of Financial Transection)

বিধি-বিধান

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩ ও ৯৪ বিধান অনুযায়ী পৌরসভা তহবিল গঠিত ও পরিচালিত হয়। পৌরসভার ট্যাক্সেশন রুল (কর বিধান) ১৯৬০ এবং মডেল ট্যাক্স সিডিউল, ২০০৩ পৌরসভা রাজস্ব নির্ধারনের নমুনা। পৌরসভার সাধারণ বিভাগের আওতায় হিসাব শাখা, এ্যাসেসমেন্ট শাখা ও কর আদায় শাখার সমন্বয়ে আর্থিক বিষয়ক রেকর্ডপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। অন্যান্য পৌরসভার মত আড়াইহাজার পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসন পৌর মেয়রের নেতৃত্বে পৌর-পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

কর নির্ধারণ ও পুণঃনির্ধারণ

২০২৫ সনে আড়াইহাজার পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল, ২০০৩ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূনঃনির্ধারন করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে পৌরকর পুণঃনির্ধারন করা হবে। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন কর নির্ধারন করা হয়।

হিসাব বই (Books of Accounts) ঃ আড়াইহাজার পৌরসভা নিম্নে বর্ণিত হিসাব বই বা Books of Accounts সংরক্ষণ করে যা সারণী ৩.১ এ বর্ণিত করা হল-

সারণী ৪.১ ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার Books of Accounts

হিসাব বই রেজিস্টার /ডকুমেন্ট	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি
সাধারণ ক্যাশ বই	এ্যাকাউন্টেন্ট
ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বই	এ্যাকাউন্টেন্ট
চেক ইস্যু রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
দৈনিক গ্রহণ/আদায় রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
মাসিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
ত্রৈমাসিক /সাম্মাষিক/বার্ষিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
কর আদায় রেজিস্টার	কর আদায়কারী
ট্রেড লাইসেন্স রেজিস্টার	লাইসেন্স পরিদর্শক

দাবী রেজিস্টার	কর নির্ধারক
কর নির্ধারণ রেজিস্টার	কর নির্ধারক
স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

উৎস: আড়াইহাজার পৌরসভা

বাজেট ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণ

পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য, WC ও TLCC সদস্যদের অংশগ্রহনে উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আড়াইহাজার পৌরসভার সাধারন ও প্রকৌশল শাখাল জন্য পৃথকভাবে আয় ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেটেই ঐ পৌরসভার সত্যিকারের উন্নয়ন ও আয়-ব্যয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাজেট তৈরি করে পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মে মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে এবং অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সাধারণত জুন মাসের মধ্যে পৌরসভা তাদের বাজেটের অনুমোদন পেয়ে থাকে।

অডিট

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর ৯৪(৭) বিধান অনুযায়ী অত্র পৌরসভায় গঠিত নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছর হিসাব নিরিক্ষা করে প্রতি বছর পৌর পরিষদের সাধারন সভায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত আইনের ৯৪(২) ধারা মোতাবেক প্রতি বছর সরকারি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আড়াইহাজার পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। পৌরসভাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে হয়।

রিপোর্ট পেশ

বাজেট ছাড়া আড়াইহাজার পৌরসভাকে বছরে একবার আয় ব্যয়ের হিসাব তৈরি করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়।

৪.৪ পৌরসভার জনবল (Manpower of Pourashava)

পৌরসভার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সরবরাহ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এ জন্য সরকার দেশের ৩২৬টি পৌরসভার জন্য শ্রেণী ভিত্তিক জনবল কাঠামোনির্ধারণ করে দিয়েছে। সে হিসেবে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অনুমোদিত পদ ও তার বিপরীতে বর্তমানে পূরণকৃত পদ, শুন্য পদের সংখ্যা, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীর সংখ্যা, মহিলাদের দ্বারা পুরণকৃত সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হল ঃ

সারণী ৪.২ ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার জনবলের চিত্র

ক্রঃ নং	বিভাগ/শাখা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্যপদ	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারী	মহিলাদের দ্বারা পুরনকৃত পদসংখ্যা	মন্তব্য
	মেয়র	১	১	-			
	প্রধান নির্বাহী কমকর্তা	১	-	১			
০১	প্রশাসন বিভাগ						
	সচিব	০১	০১	-			
	সাধারণ শাখা	১৫	০৫	১০			
	হিসাব শাখা	০৫	০২	০৩			
	এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারণ) শাখা	০৫	০১	০৪			
	কর আদায় শাখা	১২	০১	১১			
	পৌর বাজার শাখা	০৪	-	০৪			
	শিক্ষা/সংস্কৃতি/ পাঠাগার শাখা	-	-	-			
উপমোট		**৪২**	১০	৩২			
০২	প্রকৌশল বিভাগ						
	নির্বাহী প্রকৌশলী	-	-	-			
	সহকারী প্রকৌশলী	০১	১	-			
	বিদ্যুৎ, পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা	৪২	৫	৩৭			
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা	১৩	-	১৩			
উপমোট		**৫৭**	৬	৫১			
০৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ						
	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	০১	-	০১			
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা	২৩	১	২২		০১	
	পরিচ্ছন্নতা শাখা	৪	-	৪	৮		
উপমোট		**২৮**	১	২৭			
	অন্যান্য	৭	-	৭			
	সর্বমোট	**১৩৪**	১৮	**১১৬**	৮	২	

উৎস: আড়াইহাজার পৌরসভা প্রোফাইল

উপর্যুক্ত ছকে দৃশ্যমান পৌরসভার জনবলের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৩৪টি সেখানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ১৮ জন। এর মধ্যে প্রশাসন বিভাগের ৪২টি পদের বিপরীতে ১০ জন, প্রকৌশল বিভাগে ৫৭ টি পদের বিপরীতে ৬ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ২৮ টি পদের বিপরীতে ১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী আছে এবং পরিচ্ছন্নতা শাখায় ৮ জন কর্মচারী চুক্তিভিত্তিক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে পৌর এলাকার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে। ৮.৯২ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট আড়াইহাজার পৌরসভার প্রয়োজনীয় জনবলের তুলনায় বিদ্যমান জনবল এতই অপ্রতুল যে পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবুও এই স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়েই সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে ফুলপুর পৌরসভা পৌরবাসীকে সেবা প্রদান করে আসছে।

পৌরসভার যন্ত্রপাতি

পৌরসভার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সরবরাহ কাজের জন্য দক্ষ জনবলের পাশা পাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। কিন্তু জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাঠামো থাকলেও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি বা কাঠামো নেই। তবে আড়াইহাজার পৌরসভয় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বিদ্যমান তার সারণী নিম্নে দেয়া হল-

সারণী ৪.৩: আড়াইহাজার পৌরসভায় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি	সংখ্যা
০১	কম্পিউটার	৩টি
০২	প্রিন্টার	২টি
০৩	স্ক্যানার	১টি
০৪	ফ্যাক্স মেশিন	১টি
০৫	ফটোকপিার মেশিন	১টি
০৬	রোড রোলার	১টি
০৭	গার্বেজ ট্রাক	১টি
০৮	মোটর সাইকেল	২টি

উৎস: আড়াইহাজার পৌরসভা প্রোফাইল

৪.৫ পৌরসেবার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষন (Analysis of Municipal existing services)

স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে আড়াইহাজার পৌরসভায় বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন সভা আয়োজন করা হয়েছে। এই আলোচনায় পৌরসভার সেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয় আলোচনা হয়েছে যা নিম্নে বর্ননা করা হল-

৪.৫.১ পানি সরবরাহ (Water Supply)

আড়াইহাজার পৌরসভা এলাকার সেবা প্রদান সংক্রান্ত যে কাজ করে থাকে তার মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অন্যতম কাজ। পৌরসভা হলেও পৌরবাসী তেমন কোন নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, বিশেষ করে পানি সরবরাহের ব্যাপারে। পৌরসভার মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যাবস্থা না থাকায় হস্তচালিত নলকূপের পানির উপর পৌরবাসী নির্ভরশীল তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।বর্তমানে বিত্তবান পরিবার গভীর নলকুপের মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করে চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পৌর এলাকার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও অর্থের অভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন করা সম্ভব হয় নাই।

FGD থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আড়াইহাজার পৌর এলাকার পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হল।

বর্তমান অবস্থা

- পৌর এলাকার কোন স্থানে বিশুদ্ধ পানির জন্য নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই;

- পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব;
- বাজেটে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না;
- শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় হস্তচালিত নলকূপে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না;
- যে সকল নলকূপে পানি থাকে সেগুলোর মালিকগণ পানি দিতে চায়না এবং
- নলকূপের পানিতে আয়রনের বিদ্যমান;

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন,ওয়ার্ড ভিশনিং ,পৌরসভাভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর এলাকার পানি সরবরাহ ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে

- নলবাহিত পানির ব্যবস্থা করা অথবা এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন করা ও পুকুরের সংস্কার/উন্নতি করা;
- পৌরসভা কর্তৃক নলবাহিত পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নলবাহিত পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও এলাকা ভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে নলবাহিত পানি সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।

৪.৫.২ নর্দমা ব্যবস্থা (Drainage System)

আড়াইহাজার পৌর এলাকায় চাহিদার তুলনায় ড্রেনের পরিমান অনেক কম। রাস্তার পাশে অনেক ডোবা ও খাল থাকায় প্রাকৃতিকভাবেই পানি সেখানে চলে যায়। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার পাশে পর্যাপ্ত ড্রেন না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই বেশিরভাগ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং, পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার নর্দমা ব্যাবস্থার বর্তমান অবস্থার চিত্র-

- পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের জন্য বাস্তভিত্তক কোন পরিকল্পনা নেই ;
- বিদ্যমান ড্রেনগুলির আউটফল না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়;
- পৌরসভার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং সংস্কার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়ে ওঠে না;
- নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার না করায় এবং ড্রেনের ভিতর বাড়ি-ঘরের ময়লা আবর্জনা ফেলায় ড্রেন ভর্তি হয়ে পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্থ হয় ;
- খালে এবং ড্রেনে বসত বাড়ী সহ হোটেল রেস্তোরা, বাজার ও ছোট খাট শিল্প কারখানা বর্জ্য ফেলার কারণে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে;
- ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক এবং খাল সংস্কার না থাকার কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিক না হওয়ায় মশা-মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে;

- পৌর এলাকার নিঁচু জমি গুলিতে জনবসতি গড়ে উঠার ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং
- রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মানের জায়গার সংকট আছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর এলাকার নর্দমা ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে -

- আড়াইহাজার পৌরসভার মহাপরিকল্পনা অনুসারে করে নতুন ড্রেন নির্মান করা প্রয়োজন।
- রুটিন মাফিক বর্তমান পাকা নর্দমা গুলি পরিষ্কার করা এবং পৌরসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতে হবে;
- খালগুলি সংস্কার ও আউটফল হিসাবে পরিকল্পিতভাবে ড্রেনের সংযোগ খালের সহিত প্রদান করা এবং
- জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে প্রধান প্রধান সড়কের পাশের ড্রেন গুলির উপর ফুটপাত নির্মাণ করা প্রয়োজন;

৪.৫.৩ পয়ঃ নিষ্কাশন (Sanitation)

বেইজ লাইন সার্ভে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আড়াইহাজার পৌরসভার বেশীরভাগ মানুষ চাক দেয়া ল্যাটট্রিন ব্যবহার করে। বর্তমানে ১০০% স্যানিটেশন কভারেজ বিরাজ করলেও সাস্থ্যসম্মত অবস্থার অভাব রয়েছে। স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিদ্যমান অবস্থার আলোকে উল্লেখিত চাহিদা নিম্নরূপ ঃ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাবস্থার বর্তমান অবস্থার চিত্র-

- পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের ও তদারকির অভাব;
- এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতা;
- মাত্র ২ টি পাবলিক টয়লেট থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ব্যবহার অনুপোযোগী ;
- জন সমাগম হয় এরূপ স্থানে পাবলিক টয়লেট নেই;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব;
- সেপ্টিক ট্যাংকের ময়লা অপসারনের যন্ত্রপাতি এবং ল্যাট্রিনের ময়লা (পঙ্কিল) অপসারণের নির্দিষ্ট জায়গা নেই;
- অনেক দরিদ্র পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নেই;
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখার জনবলের অভাব;
- বর্ষা মৌসুমে ল্যাট্রিনের/সোকওয়েলের ময়লা বের হয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটায়;
- রিং-স্লাবযুক্ত ল্যাট্রিনের অবস্থা ভাল নয়; এবং
- হত-দরিদ্র বস্তিবাসীর ল্যাট্রিন নির্মাণের সামর্থ্য নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর এলাকার পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে ঃ

- প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেট;
- সরকারি/পাবলিক পুরুষ ও মহিলা টয়লেট নির্মাণ;
- স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা টয়লেট সুবিধা;
- স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নকর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন;
- স্যুয়ারেজ লাইন স্থাপন;
- মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে টয়লেট সুবিধা;
- পৌরসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা আবশ্যক;
- পাবলিক টয়লেটে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার;
- ল্যাট্রিনের ময়লা (পঙ্কিল) অপসারণের জায়গার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- ময়লা সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য সাকশন মোশিন সহ যানবাহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ;
- স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- দরিদ্র পরিবারের জন্য অংশিদারিত্বে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; এবং
- স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ সহ পৌর পরিষদকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

৪.৫.৪ সড়ক বাতির সুবিধা (Street Light Facilities)

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুতের সমস্যা বড় সমস্যা। উৎপাদন খরচ বেশী হওয়া সত্বেও সরকার কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেও মানুষের চাহিদা পূরন করতে পারছে না। ফলে লোড সেডিং এর পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় আড়াইহাজার পৌরসভায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা নেই। রাস্তায় চুরি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রম এবং পৌরবাসীর রাতে চলাচলের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সড়ক বাতির প্রয়োজন। বর্তমানে পৌর এলাকায় মোট ৭৯৫ টি সড়ক বাতি আছে । সড়ক বাতি সুবিধার শতকরা হার প্রায় ৩৫% যা কিছু কিছু এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এবং আরইবি বোর্ডে নিজস্ব পোলে স্থাপন করা হয়েছে এবং পৌরসভায় সড়ক বাতির জন্য আলাদা ফেজ দিয়ে থাকে ।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার সড়ক বাতিরবর্তমান অবস্থার চিত্র-

- ❖ সড়ক বাতি পর্যাপ্ত না থাকায় রাতে চলাচল করা অসুবিধা হয়;
- ❖ কর্মজীবী মাঝে মধ্যে ইভটিজিং এর শিকার হন;
- ❖ এলাকার নিরাপত্তা, চুরি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রমের প্রবণতা বাড়ে;
- ❖ পৌরসভার আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় সড়ক বাতির পরিমান কম;
- ❖ সড়ক বাতি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই;
- ❖ পৌরসভার বিদ্যুৎ শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর এলাকার সড়ক-বাতি ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে-

- ❖ সকল রাস্তায় সড়ক-বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- ❖ নতুন রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য উপ-অংগ হিসেবে সড়ক বাতি অন্তর্ভুক্ত করে উপ-প্রকল্প (Sub-project) তৈরি করা আবশ্যক;
- ❖ সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- ❖ সড়ক বাতি পূনঃস্থাপন ও লাইন মেরামতের জন্য বীম লিফ্টার সরবরাহ করা আবশ্যক;
- ❖ সড়ক বাতির জন্য আলাদা মিটার এবং সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য পৌরসভার নিজস্ব পোল ও লাইনের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন;
- ❖ পৌরসভার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থাকলে লোড সেডিং এর দূর্ভোগ হতে জনগণ রেহাই পাবে;
- ❖ সোলার লাইট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে।

৪.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী আড়াইহাজার পৌরসভায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবর্জনা বর্জ্য সংগ্রহও ডাস্টবিনের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। তবে বাজার এলাকার বর্জ্য পরিবহণের জন্য পৌরসভার ১টি গার্ভেজ ভ্যান ও ১ টি রিক্সা-ভ্যান আছে। ময়লা আবর্জনা সাধারনত রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে, বাড়ীর পাশে গর্ত করে এবং অবশিষ্ট অংশ পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন খালে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থার চিত্র-

- পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/কনজারভেন্সি সেবা প্রদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নেই;
- সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অপ্রতুল;
- আবর্জনা পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই;এবং
- ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা পর্যাপ্ত পরিমানে নেই।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় যেবিষয় ওঠে এসেছে তা হচ্ছে-

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিনের অভাব;
- নিয়মিত ডাস্টবিন পরিষ্কার না করা;
- প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব;
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের অভাব;
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- আবাসিক এলাকায় বাড়ী বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকা;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন অবহিত না থাকা;
- হোটেল রেস্তোরা, দোকান, কাঁচা বাজারের আবর্জনা এবং বসত বাড়ীর আবর্জনা রাস্তার পাশে এবং খালে ফেলার ফলে পরিবেশ দূষণ হয় যাহা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং,ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে।

- ✓ আগামী ২০২৫ সালকে সামনে রেখে আড়াইহাজার পৌরসভাকে পরিবেশ বান্ধব নগরী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ ও টেন্সিং গ্রাউন্ড নির্মাণ করে গৃহস্থালি বর্জ্য ও পঙ্কিল রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জৈব সারে রূপান্তরের মাধ্যমে পৌরসভাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা আবশ্যক;
- ✓ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং পৌর পরিষদের সার্বক্ষণিক তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ✓ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাস্টবিন নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- ✓ বাড়ী বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং এজন্য জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহী করে তোলার লক্ষে জনসতেনতা মূলক সমাবেশ করতে হবে ; এবং
- ✓ শিল্প বর্জ্য ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা।

৪.৫.৬ বিনোদন সুবিধা ও সামাজিক সুবিধা (Recreation and Social Facilities)

দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিনোদন খুবই অপরিহার্য। পৌর এলাকায় বিনোদনের কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় শিশু-কিশোররা তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হওয়াসহ বিভিন্ন কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে। এরকম অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য আড়াইহাজার পৌর এলাকায় একটি শিশু পার্ক নির্মাণ করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি। এটি নির্মাণ করা হলে একদিকে যেমন শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিভিন্ন কলা কৌশল উপভোগ করতে পারবে অন্যদিকে বেকারদের কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি হবে এবং পৌরসভা তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ও জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরনের স্বার্থে আড়াইহাজার পৌরসভায় অত্যাধুনিক সকল সূযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি শিশু পার্ক নির্মান পৌরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার বিনোদন সুবিধা ও সামাজিক সুবিধার বর্তমান অবস্থার চিত্র-

- ○ আড়াইহাজার পৌরবাসীর জন্য কোন বিনোদনের ব্যাবস্থা নাই;
- ○ শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বিধায় তাঁরা অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে ও মাদকাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে চুরি ও ডাকাতির প্রভাব দেখা যায়;
- ○ পৌরসভায় বিনোদন সংক্রান্ত পৃথক কোন শাখা না থাকায় বিনোদন সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম নাই;
- ○ আধুনিক মান সম্পন্ন স্টেডিয়াম, শিশু পার্ক ও চিড়িয়াখানা নাই।

শিশু পার্ক নির্মিত হলে নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যাবে-

- দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক
- বিকাশের বৃদ্ধি পাবে;
- শিশু-কিশোররা তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে;
- শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিভিন্ন কলা কৌশল উপভোগ করতে পারবে অন্যদিকে বেকারদের
- কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি হবে;
- পৌরসভা তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে ।
- ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর এলাকার বিনোদন সুবিধা ও সামাজিক সুবিধা উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে-
- পৌর পরিষদের নেতৃত্বে একটি পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পৌর এলাকার বিনোদন ব্যবস্থা সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা তদারকি এবং পরিষদের সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন;
- জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পৌরসভার উদ্যোগে খাস জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার, জিমনিসিয়াম ও অডিটোরিয়াম নির্মানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- পৌরসভার উদ্যোগে শিশুসহ সকল বয়সের লোকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে গোদারীয় রাস্তার দুইধার দিয়ে ওয়াকওয়ে নির্মান করা প্রয়োজন।

৪.৫.৭ পৌরসভার মার্কেট সুবিধাদি ও কসাই খানা (MarketFacilities and Slaughter Houses of Paurashava)

পৌরসভার নিজস্ব মালিকানাধীন কোন মার্কেট বা কসাইখানা নেই । তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ০৮ টি অধিক সুপার মার্কেট রয়েছে যা পৌর সদর এলাকায় অবস্থিত । পৌর এলাকায় ছোট-বড় ৫টি হাট-বাজার রয়েছে । এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাটবার ছাড়াও প্রতিদিন খুচরা কাঁচাবাজার ও মাছের বাজার বসে। পৌরবাসী এখান থেকেই তাদের দৈনন্দিন বাজার করে থাকেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিক্রেতাগণ রাস্তার উপর মাছ ও তরকারী বিক্রয় করেন ফলে জনগণ ভোগান্তিতে পড়েন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানার বর্তমান অবস্থার চিত্র-

- পৌর এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী মার্কেট ও কসাইখানার অভাব;
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় নিরাপত্তার অভাব;
- বিদ্যমান মার্কেট ও বাজার এলাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা ও আগুন নির্বাপনের কোন সরঞ্জমাদির ব্যবস্থা নেই;
- পৌরসভার আওতায় আরো ২টি সুপার মার্কেট নির্মান করা হলে পৌরসভার আয় বৃদ্ধি হবে কিন্তু পৌরসভার নিজস্ব কোন অতিরিক্ত জমি না থাকায় জমি অধিগ্রহন করা প্রয়োজন ।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনায় যে বিষয় ওঠে এসেছে তা হচ্ছে-

- পৌর এলাকায় আধুনিক কোন উল্লেখযোগ্য সপিং মল নেই;
- মার্কেট এলাকায় গাড়ি রাখার স্থান নেই;
- এখনও পুরাতন টিনের ঘর বিদ্যমান যা দৃষ্টিকটু;
- ময়লা ফেলার মোবাইল ডাস্টবিন নেই;
- পাবলিক টয়লেট পর্যাপ্ত নেই;
- অগ্নি প্রতিরোধক কোন ব্যবস্থা নেই এবং
- প্রয়োজনের তুলনায় মার্কেটের সংখ্যা কম।

আড়াইহাজার পৌরসভাকে ২০২৫ সালের মধ্যে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত,পরিবেশ বান্ধব এবং স্বাবলম্বী পৌরসভা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়বর্ধক কিছু কর্মকান্ড গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পৌরসভায় ২টি সুপার মার্কেট, পরিকল্পিত কাঁচা বাজার এবং স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা নির্মাণের মাধ্যমে পৌরবাসীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। পৌরসভার ওয়ার্ড ভিশনিং গুলিতে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, ওয়ার্ড ভিশনিং,পৌরসভা ভিশনিং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটি আড়াইহাজার পৌর মার্কেটিং সুবিধাদি ও কসাই খানার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছে।

- বহুতল ভবন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মার্কেট নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- মার্কেটে অগ্নি প্রতিরোধের উপকরনের ব্যবস্থা এবং জনগণকে অগ্নি প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার;
- ব্যক্তি মালিকদের আধুনিক মার্কেট নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন
- ডেভেলোপারের মাধ্যমে অত্যাধুনিক মার্কেট নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- মার্কেটে নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা প্রহরী থাকা আবশ্যক;
- মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- নারীদের জন্য আলাদা দোকান ও নামাজের স্থান থাকা দরকার;

৪.৫.৮ রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা (Roads, Transportation and Communication Facilities)

যানবাহন ও মানুষের নিরাপদ চলাচলের প্রধান উপকরন হলো রাস্তা। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভাল ও বিস্তৃত সে দেশ তত উন্নত। উন্নয়নের প্রথম শর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। আড়াইহাজার পৌরসভার অধিকাংশ রাস্তা পার্শ্ববর্তী বাড়ী-ঘর হতে নিচু হওয়ায় বাড়ী-ঘরের পানি রাস্তার উপর এসে পড়ে ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক রাস্তার পার্শ্বে খাল ও ডোবা থাকায় রাস্তার পানি উক্ত খালে প্রবাহিত হওয়ার সময় রাস্তার সোল্ডার ও রাস্তা ভীষন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বেজলাইন সার্ভের তথ্যে দেখা যায় পৌরসভার মোট ৬৮.৯৬ কি. মি. সড়কের মধ্যে ৩১.৩৪ কি. মি. কাঁচা এবং ১৮.২৩ কি. মি. পাকা এবং ১৯.৩৮ কি.মি সেমি পাকা। শতকরা হিসাবে বিবেচনা

করলে দেখা যায় মোট রাস্তার ৩১.৩৪% কাচাঁ, ১৮.২৩% পাকা এবং ১৯.৩৮% সেমি পাকা রাস্তা রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

গ্রাফ ৬.১ঃ আড়াইহাজার পৌর এলাকার রাস্তার সার্বিক চিত্র

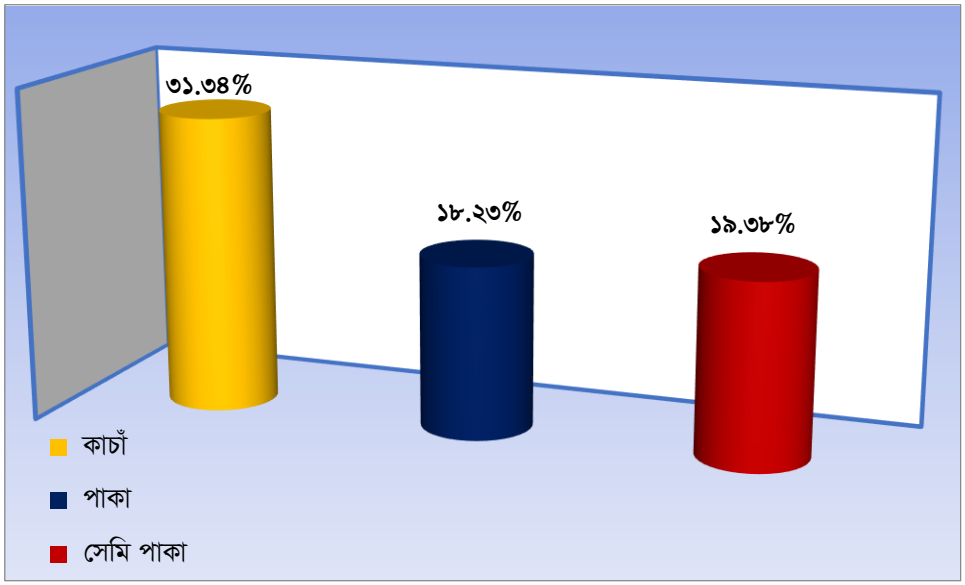

উৎসঃ বেজলাইন সার্ভে, আড়াইহাজার পৌরসভা

নয়টি ওয়ার্ডের ও দুইটি বিশেষ FGD এর সভায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার নিম্নলিখিত সমস্যা গুলো উঠে এসেছে-

- চাহিদার তুলনায় রাস্তার পরিমাণ কম;
- পরিবহণ ও যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে;
- প্রয়োজনীয় জনবল অভাব বিদ্যমান;
- পৌর এলাকায় কোন বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নেই;
- পৌরসভার কোন গণ-পরিবহন সুবিধা নেই;
- পাশ্ববর্তী বাড়ী ঘরের তুলনায় অনেক রাস্তা নিচু;
- রাস্তার পানি নিস্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেন নেই;
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষন করা হয় না; এবং
- মাটির রাস্তা বর্ষা মৌসুমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি(WC) ও নগর সমন্বয় কমিটির(TLCC) আলোচনায় আড়াইহাজার পৌর এলাকার রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থারনিম্নলিখিত সমস্যা গুলো উঠে এসেছে-

- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে শহরের অধিকাংশ রাস্তা অত্যন্ত অপ্রশস্থ;
- কাঁচা রাস্তা গুলি বর্ষাকালে কর্দমাক্ত হওয়ায় যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধা হয়;
- রাস্তা খারাপ থাকার কারণে গুরুতর অসুস্থ রোগিদের চিকিৎসার প্রয়োজনে দ্রুত যাতায়ত করতে অসুবিধা হয়;

- মহল্লার অত্যন্তরে রাস্তাগুলি অপ্রশস্থ;
- ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বেশ কিছু রাস্তা থাকায় অনেক সময় মালিক রাস্তা বন্ধ করে দেয়;
- ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় মাঝে মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে;
- বাস ও ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় যত্র-তত্র সি এন জি আটো রিক্সা, টেম্পু,মাইক্রোবাস ইত্যাদি পরিবহন যত্র তত্র পাকিং করার কারনে যানজট লেগে যায়; এবং
- অবৈধ ভাবে রাস্তার জায়গা দখল করা।

ওয়ার্ড ভিশনিং, পৌরসভা ভিশনিং,নগর সমন্বয় কমিটিরও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভায়কমিটির সদস্য গন আড়াইহাজার পৌর এলাকার এলাকার রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতির জন্য নিম্ন লিখিত পরামর্শ প্রদান করেছেন-

- অধিকাংশ রাস্তা উচু করা প্রয়োজন ;
- বিদ্যমানকাঁচা রাস্তাগুলি পাকাকরণ ও অপ্রশস্ত রাস্তা গুলি প্রশস্ত করা প্রয়োজন;
- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- মহল্লার আভ্যন্তরিন রাস্তা গুলির জন্য মহল্লবাসীর অংশগ্রহণে আলাদা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এজন্য মহল্লাবাসীর জমি দান করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ;
- পরিকল্পিত যাতায়াত, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পরিকল্পিত রোড নেট-ওয়ার্ক তৈরি, বাস/ট্রাক টার্মিনাল ও ষ্ট্যান্ড নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে;
- অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ করা;
- ইমারত নির্মান বিধি অনুযায়ী রাস্তা হতে নিরাপদ দুরত্বে অবকাঠামো নির্মান করা;
- প্রয়োজনে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তা নির্মাণ; এবং
- টেলিফোন ও পানির লাইন স্থাপনের সময় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ না করা।

৪.৫.১০ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন (Plan and Strategy Formulation for Efficiency Development)

যে কোন পৌরসভার উন্নয়নকল্পে তার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি আনয়ন করা জরুরী। এ জন্য তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকৌশল হাতে নেয়া যেতে পারে। দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে পৌরসভা তাদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিজেরাই বাস্তবায়ন করতে পারে। আড়াইহাজার পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা ও কৌশল ৪.৭.১ এ বর্ননা করা হয়েছে।

৪.৫.১১ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা (Primary Health Care and Medical Service)

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল/ক্লিনিক/মাতৃসদন কেন্দ্র নেই এবং অসুস্থ রোগীকে জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৌরসভার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেই। পৌরবাসী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক হতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করে থাকে।

সারণী ৪.৪ ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার বর্তমান চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র

চিকিৎসা কেন্দ্রের ধরন	বিদ্যমান সংখ্যা
সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০১
বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০৮
ডায়াবেটিস কেন্দ্রের সংখ্যা	১
পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	-
অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র	-

উৎসঃ আড়াইহাজার পৌরসভা প্রোফাইল

মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

- পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মকর্তাসহ অন্যান্য জনবল এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের অভাব;
- ইপিআইসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না;
- পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেই ;
- চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না;

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- পৌর জনগণের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অভাব এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই;
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- পৌরসভায় টিকাদান কেন্দ্র আছে কিন্তু সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল ধরনের ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় না;
- বর্তমানে পৌরসভায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা না থাকায় দরিদ্র রোগীদের আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে;
- কোন কোন এলকা থেকে চিকিৎসা কেন্দ্র অনেক দূরে ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ;

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- জরুরী ভিত্তিতে পৌরসভায় একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পোস্টিং এর ব্যবস্থা করা;
- পৌরসভায় সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল ধরনের ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ সহ প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা;
- পৌরবাসীর স্বাস্থ্য বিষয়ে পৌর পরিষদকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;

➢ পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্যপরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সমাবেশ ও র‍্যালীর আয়োজন করা ও ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন;

➢ কমিউনিটি ক্লিনিক, মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র, ডেন্টাল এবং ডায়াবেটিস হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন;

➢ স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন;

➢ আড়াইহাজার ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কে উপজেলা ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করা প্রয়োজন।

৪.৫.১২ আবাসন (Residential Area)

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর একটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আবাসন চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। এ চাহিদার যোগান দিতে প্রতি বছর তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন বাড়ি কিংবা পুরাতন বাড়ি সম্প্রসারণ (হরিজোন্টাল এবং ভার্টিকাল উভয় দিকে) হচ্ছে। এই বর্ধিত চাপ গিয়ে পড়ছে রাস্তা, ড্রেনসহ আরও অন্যন্য নাগরিক সুবিধাগুলির উপর। ফলে পৌর নাগরিকগন নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রকল্পের যৌক্তিকতা ঃ আবাসনের জন্য নানাবিধ সমস্যার পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসুবিধা সীমিত জমি। জমি সীমিত হওয়ার কারনে আবাসিক এলাকা তার আবসন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ফলে লোকজন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিদ্যমান আবাসন সমস্যা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-অপরিকল্পিত আবাসন, বিদ্যমান আবাসিক এলাকায় শিল্প-বানিজ্য স্থাপন, আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থায়নের অভাব এবং সরকারী - বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যেগের অভাব। সেক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি আবাসন সমস্যা সমাধানে অনেকখানি ভূমিকা রাখবে।

আড়াইহাজার পৌরসভায় বড় ধরণের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই, তবে ক্ষুদ্র , মাঝারী আকারের কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একই সমান্তরালে বাড়িঘর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। কাজেই এখনই এ সব নির্মাণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটিতে যে আলোচনা ওঠে এসেছে তা হল-

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস, পতিত, অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ৫/৬ টি বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। আড়াইহাজার পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মান করলে নিম্মোক্ত সুবিধাদি পাওয়া যাবে ঃ

- কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মান হবেনা ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;
- দূর্ভিক্ষের হাত হতে দেশ রক্ষা পাবে;
- কৃষি জমিতে প্রতি বছর ৩/৪ টি ফসল ফলানো সম্ভব হবে;

- দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করবে;
- কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের ফলে একে অন্যের কাছ থেকে সার্বিক সহযোগীতা পাবে; এবং
- সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে;
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে;
- প্রস্তাবিত ভবনে আধুনিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন;
- লিফ্ট, জেনারেটর, গ্যস, পানি, অগ্নি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ভবনের নিকটে শিশুদের খেলাধুলার মাঠ ও বিনোদন পার্ক রাখতে হবে;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সপিং মলের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- নির্দিষ্ট সময় পর ভবনের মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে;
- ভবন রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পৌরসভার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে; এবং
- জনগণকে ঝুকি ও অগ্নি প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৪.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা (Description of Disaster Management)

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারনে বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৫২,১৯৫৪,১৯৫৬,১৯৬২,১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে বড় ধরনের দুর্যোগ হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪,১৯৭৮,১৯৮৪,১৯৮৭,১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে এ দেশে বড় ধরনের দুর্যোগ হয়। এ সব দুর্যোগে প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা। আমাদের জানা মতে ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী জলোচ্ছাসে প্রায় ৫লক্ষ লোক মৃত্যে বরন করে ,১৯৯১সালে এপ্রিল মাসে বন্যা ও দুর্যোগের ফলে ১লক্ষ লোক মৃত্যেবরন করে। ১৯৮৮ বন্যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যা পরবর্তী সময়ে রোগ ব্যাধি, দুর্যোগ দুঘটনায় মানুষ অভাবনীয় ভাবে ক্ষতি হয়। ফলে বাংলাদেশের প্রায় সকল পৌরসভা নানাবিধ সমস্যাকে সামনে রেখে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সবুজায়ন কর্মসূচী নেওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আড়াইহাজার পৌরসভায় তাৎক্ষনিক যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রাথমিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য সরকারী নির্দেশনার আলোকে০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি পৌরএলাকায় দূর্যোগ মোকাবেলা কালে বা দূর্যোগ এর পরে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহনকারী ব্যক্তিদের বিশুদ্ধখাবার পানি সহ জরুরী আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে ।

সমস্যাঃ

- ❖ দূর্যোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে;
- ❖ উষ্ণতার ক্রমেই বেড়ে চলেছে ফলে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে;

- ❖ নদীগুলো ভরাট হওয়ার ফলে পানি নিস্কশন হচ্ছে না এবং পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে;
- ❖ পরিকল্পিতভাবে ড্রেন নির্মান না করা;
- ❖ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ না করা; এবং
- ❖ দূর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য পৌরসভা, সরকারী, বেসকারী কোন আশ্রয় কেন্দ্র নাই।

এফজিডি,ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌর ভিশনিং এ আড়াইহাজার পৌর এলাকার দুর্যোগ সম্পর্কিত সমস্যা ও তা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছে-

- ❖ দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য পৌরসভায় একটি সার্বক্ষনিক মনিটরিং কেন্দ্র স্থাপন;
- ❖ দূর্যোগকালে পৌরসভা পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন;
- ❖ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিতদের স্বাস্থ্য সেবাসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করন;
- ❖ দূর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য পৌরসভায় আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন;
- ❖ দূর্যোগের পরে আশ্রিতদের পূনর্বাসনের প্রয়োজন হলে এবং পুনর্বাসন ব্যয় যদি ব্যয়বহুল হয় তাহলে এই কমিটি জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করন ;
- ❖ পৌরসভা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা শিরোনামে একটি তহবিল গঠন। যে তহবিলের অর্থ শুধু দূর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহৃত হবে
- ❖ তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান (এ ক্ষেত্রে পৌরসভার আর্থিক অস্বচ্ছলতার করণে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি সহজলভ্য করণ;
- ❖ পৌরসভার বিনা অনুমতিতে পুকুর ভরাট করা সমিচীন নয়;
- ❖ খাল অবৈধ দখল মুক্ত করে জনসার্থে ব্যবহার উপযোগি করা পদক্ষেপ দিতে হবে;
- ❖ বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা;
- ❖ পরিকল্পিত ড্রেন নির্মান করা;
- ❖ শহর রক্ষা বাধ নির্মান করা;
- ❖ ড্রেনের পানি খালে বা নদীতে ফেলা; এবং
- ❖ পৌরসভার রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন করা।

৪.৭ জন নিরাপত্তা সম্পর্কে বর্ণনা (Description of Public Security)

আড়াইহাজার পৌরসভা নতুন এবং স্বল্প আয়ের একটি পৌরসভা। তাই পৌরসভা হতে জননিরাপত্তা মূলক তেমন কোন ব্যবস্থা এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয় নাই। পৌর এলাকায় চুরি,ডাকাতি ,ছিনতাই ,রাহাজানি ,অবৈধ কার্যকল্প যাতে সংগঠিত হতে না পারে সে জন্য পৌর পরিষদবর্গ অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার কাউন্সিলর সতর্কতামুলক ব্যবস্থা হিসেবে বিষয়টি তাৎক্ষনিক উপজেলা নির্বাহী অফিসার/থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন যাতে প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ ছাড়া পৌর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র থাকায় জরুরি অগ্নি নির্বাপনের ব্যাবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়া রাত্রি কালীন যাতে চুরি ডাকাতি সংগঠিত না হয় সে জন্য আড়াইহাজার থানা থেকে পুলিশী টহল ব্যবস্থা চালু আছে ।

সমস্যা ঃ

- ✓ জন নিরাপত্তার জন্য পৌরসভার নিজেস্ব কোন ব্যবস্থা নাই;
- ✓ পৌরসভায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা নাই; এবং
- ✓ গনসচেতনতার অভাব।

পরামর্শঃ

- ✓ পৌরসভা একটি দমকল ইউনিট চালুকরন ;
- ✓ পৌর কমিউনিটি পুলিশ নিয়োগ দিয়ে রাত্রিকালীন পুলিশী টহল ব্যবস্থা আরও জোরদার করা;
- ✓ প্রত্যেক ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এর নেতৃত্বে সচেতনতা মুলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ✓ জন নিরাপত্তার জন্য সর্তকতা মূলক বার্তা মসজিদ থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করা ; এবং
- ✓ পৌরসভা হতে পর্যাপ্ত সড়ক বাতির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা ।

৪.৮ পৌর কর পরিশোধ (Payment of Poura Taxes)

২০২০ সনে আড়াইহাজার পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৭-২০০৮ অনুযায়ী কর নির্ধারণ করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূনঃনির্ধারন করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে পৌরকর পুণঃনির্ধারন করা হবে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

- ✓ নিয়মিত পৌরকর আদায় না হওয়া;
- ✓ সঠিক ভাবে বার্ষিক মূল্যায়ন না করা;
- ✓ কর শাখায় জনবলের অভাব;
- ✓ হোল্ডিং এর বিপরীতে বিল দাখিল না করা; এবং
- ✓ সনাতন পদ্ধতিতে বিল দাখিল করা।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- ✓ কর শাখায় দক্ষ জনবল নিয়োগ করা;
- ✓ কম্পিউটার ভিত্তিক বিলিং সিস্টেম চালু করা;
- ✓ প্রতি পাঁচ বছর পর পর পূর্নকর নিধারন নিশ্চিত করা;
- ✓ কর শাখার জনবলকে প্রশিক্ষনে ব্যবস্থার করা;
- ✓ অন্তর্বর্তী কর নির্ধারন চালু রাখা; এবং
- ✓ পৌরসভার নিজ উদ্যোগে ট্যাক্স বিল বাড়ি বাড়ি পৌছে দেওয়া।

৪.৯ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (Birth and Death Register)

আড়াইহাজার পৌরসভা স্থাপিত হয় ২০২০সালে, পৌরসভার অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু হয় সরকারের নির্দেশনার আলোকে আড়াইহাজার পৌরসভায়অন লাইনে জম্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চালু হয়েছে। পৌরসভার মৃত্যু নিবন্ধন সনাতন পদ্বতিতে রেকর্ড করা হয়।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা ঃ

- ✓ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব;
- ✓ জনগনের সচেতনতার অভাব; এবং
- ✓ অফিস সরঞ্জামের অভাব।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- ✓ নিবন্ধন শাখায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ প্রদান করা;
- ✓ নিবন্ধন শাখায় জনবলকে প্রশিক্ষনের প্রয়োজন;
- ✓ জনগনকে প্রচারের মাধ্যমে সচেতন করা; এবং
- ✓ প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামের প্রদান করা।

৫. ওয়ার্ড ভিশনিং-এ চিহ্নিত সমস্যা ও এর অগ্রাধিকার নির্ণয়

(Identification of Problems in Ward Visioning and Prioritization)

আড়াইহাজার পৌরসভায় ৯ টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড ভিশনিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরিচালনা করা হয়। এই গ্রুপগুলো ওয়ার্ডের বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর জনগনের সমন্বয়ে তৈরী। ওয়ার্ডের জনগন তাদের জন-গুরুত্বপূর্ন সমস্যাগুলো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরামর্শকদের নিকট তুলে ধরেন। জনগন তাদের মতামতগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে তালিকাভুক্ত করেন। তিনটি গ্রুপ হচ্ছে -

- গ্রুপ- ১ঃ নগর অবকাঠামো ও সেবা
- গ্রুপ- ২ঃ আর্থ-সামাজিক এবং
- গ্রুপ- ৩ঃ পৌরসভা গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা

৫.১ গ্রুপ- ১ঃ নগর অবকাঠামো ও সেবা

এই গ্রুপে তারা নগর অবকাঠামো ও সেবা নিয়ে আলোচনা করেন যার মধ্যে অন্যতম হল রাস্তা/ফুটপাত, নর্দমা নির্মান/ মেরামত,পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়ঃনিস্কাশন, আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ,বিনোদন সুবিধা,ব্রীজ/কালভার্ট, মার্কেট/কসাইখানা,বিদ্যুৎ/ সড়ক বাতি ইত্যাদি। এই বিশ্লেষনে দেখানো হয়েছে যে, যার গড় সবচেয়ে কম তার অগ্রাধিকার সবচাইতে বেশী। সেক্ষেত্রে, সর্বনিম্ন গড় হচ্ছে নর্দমা নির্মান/ মেরামত করনে তার মানে এটার অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় রাস্তা ও ফুটপাতের নাম এসেছে। সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে অন্যান্য বিষয়সমূহ যার আওতায়,কবর স্থান/শ্বশ্মান ঘাট মেরামত নির্মান, ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এর অফিস নির্মান ও কমিনিউটি পুলিশের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সারণী ৫.১ঃ নগর অবকাঠামো ও সেবার অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	বর্তমান অবস্থা	করণীয় বিষয়সমূহের সংৰিপ্ত বিবরণ	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড়
			১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
১। রাস্তা ও ফুটপাথ	গড়/মধ্যমানের সেবা/সুবিধা বিদ্যমান	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নতুন রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যমান রাস্তার পাকাকরণ সহ সংস্কার করা।	২	১	৩	৩	৩	৩	৩	৩	১	২২	২.৪৪
২। নর্দমা নির্মান/ মেরামত	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	সকল রাস্তার পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মান খুবই জরুরী।	১	২	২	১	১	২	১	২	২	১৪	১.৫৬
৩। পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ/ পূনর্বাসন	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	প্রতিটি বাড়ীতে পৌরসভার উদ্দ্যোগে বিশুদ্ধ পানি সরবসাহ।	৩	৪	১	২	২	১	২	৪	৫	২৪	২.৬৭

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	বর্তমান অবস্থা	করণীয় বিষয়সমূহের সংৰিপ্ত বিবরণ	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড়
			১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
৪। পয়ঃনিস্কাশন	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	পৌরসভার উদ্দ্যোগে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা ও পর্যাপ্ত গণশৌচাগারের প্রয়োজন।	৪	৩	৪	৪	৬	৪	৪	৫	৬	৪০	৪.৪৪
৫। আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডাস্টবিন নির্মান প্রয়োজন।	৭	৫	৫	৫	৫	৪	৬	৬	৩	৪৬	৫.১১
৬। বিনোদন সুবিধা	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	শিশুদের মনোবিকাশের জন্য শিশু পার্ক/খেলার মাঠ প্রয়োজন।	৬	৬	৭	৭	৮	৯	৫	৭	৭	৬২	৬.৮৯
৭। ব্রীজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	প্রয়োজনীয় জায়গায় ব্যীজ ও কালভার্ট প্রয়োজন।	৮	৮	৯	৮	৯	৫	৯	৮	৮	৭২	৮.০০
৮। বিদ্যুৎ/ সড়ক বাতি	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	যে সকল বাড়ীতে বিদ্যুৎ নেই, জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ পৌছানো দরকার। প্রতিটি পাড়ায় বিদ্যুতের খুটিতে সোডিয়াম লাইটের প্রয়োজন।	৫	৭	৬	৬	৪	৬	৭	১	৪	৪৬	৫.১১
৯। অন্যান্য	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	প্রতিটি পাড়ায় কবর স্থান/শ্বশ্মান ঘাট মেরামত করন। প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর এর স্থায়ী কার্যালয় ও একটি স্থায়ী পৌর কার্যালয় প্রয়োজন। প্রতিটি মহলায় কমিনিউটি পুলিশিং ব্যবস্থা করা দরকার।	৯	৯	৮	৯	৭	৮	৭	৯	৯	৭৫	৮.৩৩

উৎসঃ ওয়ার্ড ভিশনিং সভা ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

৯টি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের তথ্য বিশ্লেষন করে গ্রুপ-০১ এর সম্মিলিত অগ্রাধিকারের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

গ্রাফ ৫.১ ঃ নগর অবকাঠামো ও সেবার অগ্রাধিকার চিত্র

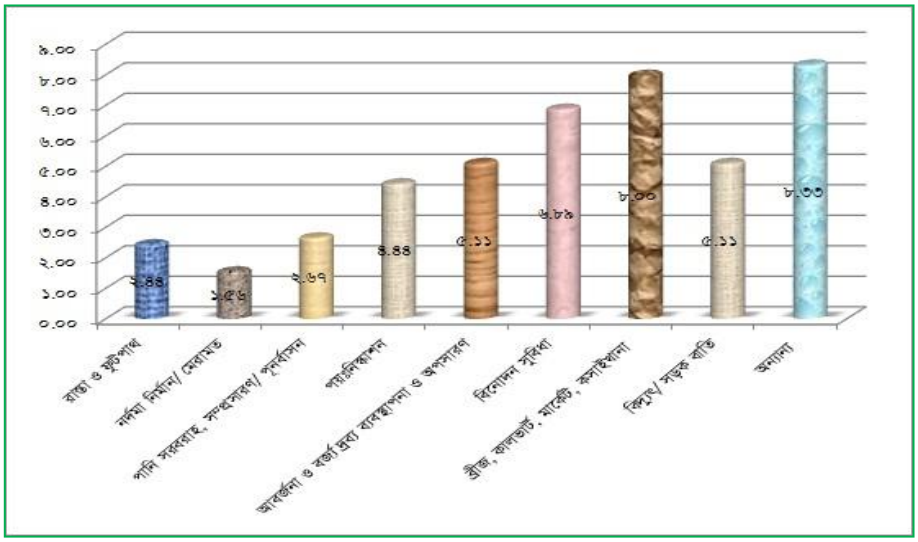

৫.২ গ্রুপ- ২ঃ আর্থ-সামাজিক

এই গ্রুপে তারা আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যার মধ্যে অন্যতম হল আবাসন সুবিধা, পোভার্টি/দারিদ্র, নিরাপত্তা/দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দৈনন্দিন জীবিকা, বিনোদন ব্যবস্থা,শিক্ষা সেবা স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা ইত্যাদি। এই বিশ্লেষনে দেখানো হয়েছে যে, যার গড় সবচেয়ে কম তার অগ্রাধিকার সবচাইতে বেশী। সেক্ষেত্রে, সর্বনিম্ন গড় হচ্ছে আবাসন সুবিধা তার মানে এটার অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ। বেশীরভাগ লোকই মনে করেন যে, আবাসন নির্মানের ক্ষেত্রে পৌরসভার অনুমতি প্রয়োজন এবং অবশ্যই এটা হতে হবে পরিকল্পনা মাফিক। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় পোভার্টি/দারিদ্র এসেছে। সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে শিক্ষা বিষয়ক সেবা যার মানে হচ্ছে এই পৌরসভায় শিক্ষান হার ভাল এবং বেশীরভাগ ছেলেমেয়েই এখন স্কুলে যায়।

সারণী ৫.৩ঃ আর্থ-সামাজিক গ্রুপের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	বর্তমান অবস্থা	করণীয় বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড়
			১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
১। আবাসন সুবিধা	গড়/মধ্যমানের সেবা/সুবিধা বিদ্যমান	ভূমিহীনদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পৌর বিধিমালা অনুযায়ী বাড়ী নির্মান করা প্রয়োজন ।	১	৩	১	২	৩	২	৩	২	২	১৯	২.০৮
২। পোভার্টি/দারিদ্র	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	দারিদ্র দূরীকরনের জন্য বেকার নারী পুরুষের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বয়স্ক, বিধাব ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা সংখ্যা বাড়ানো দরকার।	২	২	২	১	১	৩	৪	১	৩	১৯	২.১১
৩। নিরাপত্তা/ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	দুর্যোগ পূর্বাভাস, সড়কবাতির বেবস্থা, পৌর কমিনিটিং পুলিশিং, ময়েদের নিরাপত্তার জন্য ইফটিজিং বন্ধ সহ নানা কার্যক্রম নেয়ার মাধ্যমে নিরাপত্তা/দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা প্রয়োজন।	৫	৭	৪	৪	৪	৪	২	৫	৫	৪০	৪.৪৪
৪। দৈনন্দিন জীবিকা	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	দৈনন্দিন জীবিকার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবার ভিত্তিতে বেকার যুব যুবতীদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণরে ব্যবস্থা করা। স্থানীয়ভাবে কলকারখানা স্থাপন করে দৈনন্দিন আয় বাড়াতে হবে।	৪	১	৩	৩	২	১	৭	৩	৪	২৮	৩.১১
৫। বিনোদন ব্যবস্থা	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	কোমলমতি শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য শিশু পার্কের প্রয়োজন। বয়স ভেদে বিনোদনের জন্য পাঠাগারের ব্যবস্থা করা।	৩	৪	৫	৬	৫	৬	৫	৪	৬	৪৪	৪.৮৯

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	বর্তমান অবস্থা	করণীয় বিষয়সমূহের সংৰিপ্ত বিবরণ	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড়
			১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
৬। শিক্ষা সেবা স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	গড়/মধ্যমানের সেবা/সুবিধা বিদ্যমান	প্রতিবন্ধি ও হতদরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষা ভাতা ব্যবস্থা করা। মেধা ভিত্তি শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা। গর্ভবতী মায়েদের জন্য এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা।	৬	৫	৭	৭	৬	৭	৬	৭	৭	৫৮	৬.৪৪
৭। অন্যান্য	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা নিরশনের জন্য ড্রেনের মব্যবস্থা করা। ১০০% স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌর কর্তৃক স্যানিটারী পায়খানা বিতরন করা।	৭	৬	৬	৫	৭	৫	১	৬	১	৪৪	৪.৮৯

উৎসঃ ওয়ার্ড ভিশনিং সভা ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

নয়টি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের তথ্য বিশ্লেষন করে গ্রুপ-০২ এর সম্মিলিত অগ্রাধিকারের চিত্র গ্রাফের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

গ্রাফ ৫.২ঃ আর্থ-সামাজিক গ্রুপের অগ্রাধিকার চিত্র

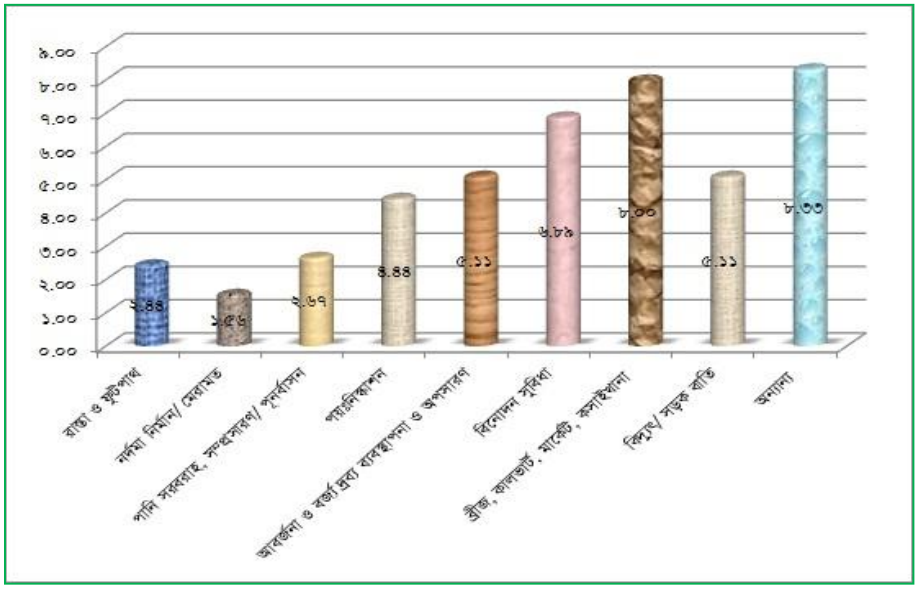

গ্রুপ- ৩ঃ পৌরসভা গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা

এই গ্রুপে তারা পৌরসভা গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যার মধ্যে অন্যতম হল আপত্তি নিস্পত্তি,আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা,জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,নতুন সেবা গ্রহনের অবাধ সুযোগ,পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংঙ্খলা ও অন্যান্য । এই বিশ্লেষনে দেখানো হয়েছে যে, যার গড় সবচেয়ে কম তার অগ্রাধিকার সবচাইতে বেশী। সেক্ষেত্রে, সর্বনিম্ন গড় হচ্ছে আইন প্রয়োগে

সমতা ও সাম্যতা তার মানে এটার অগ্রাধিকার সর্বোচ্চ। বেশীরভাগ লোকই মনে করেন যে, আইন সবার জন্য সমান হতে হবে এবং সকল কিছুতে আইনের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় আপত্তি নিস্পত্তির বিষয় এসেছে। সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সেবা যার মানে হচ্ছে এই পৌরসভায় এর অবস্থা ভাল।

সারণী ৫.৪ঃপৌরসভা গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থার অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন

সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	বর্তমান অবস্থা	করণীয় বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ওয়ার্ড ভিত্তিক অগ্রাধিকার (ওয়ার্ড)									মোট	গড়
			১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং	৬নং	৭নং	৮নং	৯নং		
১। আপত্তি নিস্পত্তি	গড়/মধ্যমানের সেবা/সুবিধা বিদ্যমান	বিচারের মান আরোও উন্নত হওয়া দরকার। অভিযোগ স্থানীয় ভাবে সমাধান করা দরকার।	৩	১	৪	২	৪	৪	২	৪	৬	৩০	৩.৩৩
২। আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	গড়/মধ্যমানের সেবা/সুবিধা বিদ্যমান	ধনী গরিব সকলের জন্য আইন সমান ভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।	৪	৩	২	১	১	৩	১	৩	১	১৯	২.১১
৩। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	গড়/মধ্যমানের সেবা/সুবিধা বিদ্যমান	জন্ম-মৃত্যুর সেবা আরো উন্নত করা প্রয়োজন।	১	২	৫	৬	৫	৫	৪	৬	৫	৩৯	৪.৩৩
৪। নতুন সেবা গ্রহনের অবাধ সুযোগ (যেমন- নতুন পানির লাইন সংযোগ গ্রহন ইত্যাদি)	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	বাড়ী বাড়ী বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেওয়া অতীব জরুরী। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	৬	৬	১	৫	৬	১	৩	২	৪	৩৪	৩.৭৮
৫। পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংঙ্খলা	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	পৌরসভার সেবার মান বাড়ানোর জন্য দক্ষ জনবলের দরকার। প্রশাসনিক শৃংখলা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	২	৪	৬	৪	২	২	৫	৫	২	৩২	৩.৫৬
৬। অন্যান্য	সুবিধা নাই/খুবই খারাপ	হতদরিদ্রদের মাঝে বিনা মূল্যে ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টার সহ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, ও একটি স্থায়ী পৌর কার্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের সকল মসজিদ, কবর স্থান ও শ্বশ্মান ঘাট সংস্কার করা প্রয়োজন।	৫	৫	৩	৩	৩	৬	৬	১	৩	৩৫	৩.৮৯

উৎসঃ ওয়ার্ড ভিশনিং সভা ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

নয়টি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের তথ্য বিশ্লেষন করে গ্রুপ-০৩ এর সম্মিলিত অগ্রাধিকারের চিত্র গ্রাফের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

গ্রাফ ৫.৩ঃ পৌরসভা গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থার অগ্রাধিকার চিত্র

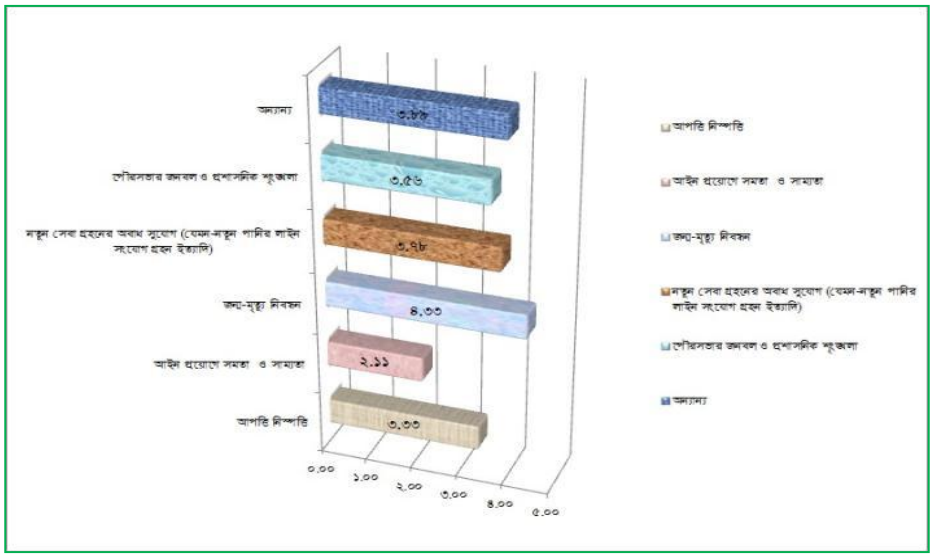

৫.৩ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডিতে প্রাপ্ত সমস্যার অগ্রাধিকার তুলনা (Priority Comparison of Problems between Ward Visioning and FGDs)

এফজিডিতে বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমস্যার অগ্রাধিকার নিরুপণ করা হয়। অন্যদিকে, ওয়ার্ড ভিশনং-এ বর্তমান সমস্যার আলোকে তার সমাধানের উপায় নিরুপণ করা হয়। দুটি সভার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যবিধি সম্পূর্ন আলাদা। এটি দুটি ভিন্ন তারিখে আয়োজন করা হয়। নয়টি ওয়ার্ডেই আলাদা করে এ সভার আয়োজন করা হয় এবং কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধায়নে এ সভা পরিচালনা করা হয়। ওয়ার্ডের দুটি ভিন্ন অবস্থানে এ সভা দুটির আলোচনা করা হয় এবং জনগনের মতামত নিয়ে অগ্রাধিকার প্রণয়ন রা হয়। নিম্নের সারণীতে ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডিতে প্রাপ্ত সমস্যার অগ্রাধিকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল-

সারণী ৫.৫ঃ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডিতে অবকাঠামো ও সেবার অগ্রাধিকার তালিকার তুলনা বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামো ও সেবা		
	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিশনং এ সম্মিলিত অগ্রাধিকার	এফজিডিতে এ সম্মিলিত অগ্রাধিকার
০১	রাস্তা ও ফুটপাথ, কালভার্ট, সেতু	২য়	১ম
০২	ড্রেন নির্মান, মেরামত এবং আবর্জনা অপসারন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১ম	২য়
০৩	পানি সরবরাহ সম্প্রসারন ও মেরামত	৩য়	৩য়
০৪	পয়ঃনিস্কাশন	৪র্থ	৪র্থ
০৫	আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ	৫ম	৬ষ্ঠ

০৬	বৈদ্যুতিক খুটি ও সড়কবাতি স্থাপন, বিনোদন ব্যবস্থা ও সৌন্দর্য্য বর্ধন	৬ষ্ঠ	৭ম
০৭	বিনোদন সুবিধা	৭ম	৫ম
০৮	ব্রীজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা	৮ম	৯ম
০৯	অন্যান্য (কমিউনিটি ক্লিনিক, উচ্চবিদ্যালয়, বহুতল বিশিষ্ট কাঁচাবাজার, কসাইখানা, প্রাইমারী স্কুল ও ঘাটলা নির্মান)	৯ম	৮ম

উৎসঃ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডি সভা ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

সারণী ৫.৬ঃ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডিতে আর্থ-সামাজিক সেবা তালিকার তুলনা বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	আর্থ-সামাজিক		
	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিশনং এ সম্মিলিত অগ্রাধিকার	এফজিডিতে এ সম্মিলিত অগ্রাধিকার
০১	আবাসন সুবিধা	১ম	৫ম
০২	পোভার্টি/দারিদ্র	২য়	১ম
০৩	নিরাপত্তা/দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪র্থ	৪র্থ
০৪	দৈনন্দিন জীবিকা	৩য়	৩য়
০৫	বিনোদন ব্যবস্থা	৫ম	৬ষ্ঠ
০৬	শিক্ষা সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	৬ষ্ঠ	২য়

উৎসঃ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডি সভা ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

সারনী ৫.৭ঃ পৌরসভা গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থাতালিকার তুলনা বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা		
	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	ওয়ার্ড ভিশনং এ সম্মিলিত অগ্রাধিকার	এফজিডিতে এ সম্মিলিত অগ্রাধিকার
০১	আপত্তি নিস্পত্তি	২য়	১ম
০২	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	১ম	২য়
০৩	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	৫ম	৪র্থ
০৪	নতুন সেবা গ্রহনের অবাধ সুযোগ (যেমন-নতুন পানির লাইন সংযোগ গ্রহন ইত্যাদি)	৪র্থ	৩য়
০৫	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংঙ্খলা	৩য়	৫ম

উৎসঃ ওয়ার্ড ভিশন ও এফজিডি সভা ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

চিত্রঃ ওয়ার্ড ভিশনিং

চিত্রঃ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

চিত্রঃ ওয়ার্ড কমিটি (WC) এর সভা

৫.৩.১ পৌরসভা পর্যায়ে ভিশনিং (Pourashava Level Visioning)

সকল ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রনীত 'ভিশনিং' সমন্বয় করে বর্ধিত আকারে পৌরসভা পর্যায়ের ভিশনং আয়োজন করা হয়। শহরের বিদ্যমান অবস্থার নিরূপন এবং অন্যান্য প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মাধ্যমে পৌরসভা ভিশনিং আয়োজন করার করা হয়। পৌরসভা ভিশনিং প্রণয়নের জন্য পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ **(SWOT)** পর্যালোচনা করা হয়েছে যাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর লোক তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। পৌরসভার ভিশনিং অনুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সেক্টর ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। আড়াইহাজার পৌরসভায় গত ১৯ ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং তারিখে পৌরসভা ভিশনিং আয়োজন করা হয় যা সুনির্দিষ্ট কার্যবিধি অনুসরণ করে করা হয়েছে।

৫.৩.১.১ পৌর ভিশনিং অনুশীলনে অনুসৃত কার্য পদ্ধতি (Modus Operandi in Pouro-Visioning)

পৌরসভা ভিশনিং আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যবিধি রয়েছে যা অনুসরনের মাধ্যমে আড়াইহাজার পৌরসভায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল কার্যপদ্ধতি হল ওয়ার্ড ভিশনিং এর প্রস্তাবনাগুলোকে একত্রে করে তার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে একজন দলনেতা নির্বাচনের তিনটি আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পৌর ভিশনিং পরিচালনা করা হয়। গ্রুপগুলো সমস্ত তথ্য যাচাই বাছাই করে গ্রুপ অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে। প্রতিটি গ্রুপ সেক্টর ভিত্তিক বিবৃতি তৈরী করে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। পরিশেষে, তিনটি সেক্টর ভিত্তিক বিবৃতি একত্রে করে এ থেকে পৌর ভিশনিং বিবৃতি তৈরী করা হয় এবং স্বয়ং পৌরসভার মেয়র তা জনগনের সামনে পাঠ করে শোনান।

আড়াইহাজার পৌরসভার পৌর ভিশনিং এ তিনটি গ্রুপ আলাদা ভাবে বিভক্ত হয়ে যে অগ্রাধিকার নির্নয় করেন তা নিম্নের সারনীতে দেওয়া হল-

সারণী ৫.৮ঃ পৌর ভিশনিং এ প্রাপ্ত অবকাঠামো ও সেবার অগ্রাধিকার তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো ও সেবা	অগ্রাধিকার
০১	রাস্তা ও ফুটপাথ, কালভার্ট, সেতু	১ম
০২	ড্রেন নির্মান, মেরামত এবং আবর্জনা অপসারন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২য়
০৩	পানি সরবরাহ সম্প্রসারন ও মেরামত	৩য়
০৪	পয়ঃনিস্কাশন	৪র্থ
০৫	আবর্জনা ও বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা ও অপসারণ	৮ম
০৬	বৈদ্যুতিক খুটি ও সড়কবাতি স্থাপন, বিনোদন ব্যবস্থা ও সৌন্দর্য্য বর্ধন	৫ম
০৭	বিনোদন সুবিধা	৭ম
০৮	ব্রীজ, কালভার্ট, মার্কেট, কসাইখানা	৯ম
০৯	অন্যান্য (ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিক, উচ্চবিদ্যালয়, বহুতল বিশিষ্ট কাঁচাবাজার, কসাইখানা, প্রাইমারী স্কুল ও ঘাটলা নির্মান)	৬ষ্ঠ

উৎসঃ পৌর ভিশনিং ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

সারনী ৫.৯ ঃ পৌর ভিশনিং এ প্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক এর অগ্রাধিকার তালিকা

ক্রমিক নং	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	অগ্রাধিকার
০১	আবাসন সুবিধা	২য়
০২	পোভার্টি/দারিদ্র	১ম
০৩	নিরাপত্তা/দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪র্থ
০৪	দৈনন্দিন জীবিকা	৬ষ্ঠ
০৫	বিনোদন ব্যবস্থা	৫ম
০৬	শিক্ষা সেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	৩য়

উৎসঃ পৌর ভিশনিং ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

সারণী ৫.১০ ঃ পৌর ভিশনিং এ প্রাপ্ত গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থারঅগ্রাধিকার তালিকা

ক্রমিক নং	গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা	অগ্রাধিকার
০১	পৌরসেবার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	১ম
০২	মহাপরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থা পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন	৫ম
০৩	আপত্তি নিস্পত্তি	৩য়
০৪	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৪র্থ
০৫	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	৭ম
০৭	নতুন সেবা গ্রহনের অবাধ সুযোগ (যেমন-নতুন পানির লাইন সংযোগ গ্রহন ইত্যাদি)	২য়
০৮	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক শৃংঙ্খলা	৬ষ্ঠ

উৎসঃ পৌর ভিশনিং ২০২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

৫.৩.২.২ বাস্তব অবস্থা নিরূপন প্রতিবেদন উপস্থাপন (Presentation of Real Situation Assessment Report)

ফুলপুর পৌরসভার বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাস্তা ও ড্রেন এখানকার মূল সমস্যা যা জনগনের বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তি সৃষ্টি করে। কিছু ওয়ার্ডের রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী এবং অল্প বৃষ্টিতেই এগুলো ভেঙ্গে যায়। বর্তমান রাস্তাগুলো খুবই সরু এবং জনগন বাড়ীঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে পৌর অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। এর ফলে কেউ রাস্তা জমি ছাড়তে চায় না যা অদূর ভবিষ্যতে মারাত্নক সমস্যা তৈরী করতে পারে। এখানকার প্রতিটি ওয়ার্ডেই জলাবদ্ধতার সমস্যা বিরাজমান। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে পানি জমে থাকার কারনে রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। জনগনের সাথে মতামত বিশ্লেষণ করে এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে এবং তারা এ থেকে পরিত্রানের জন্য পৌরসভার অগ্রনী ভূমিকা আশা করেন। এছাড়াও পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, সাস্থ্য সেবা ইত্যাদি বিষয়েও তারা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

চিত্রঃ পৌরসভা ভিশনিং: পিডিপির অগ্রাধিকার নির্ণয়

চিত্রঃ পৌরসভা ভিশনিং: পিডিপির অগ্রাধিকার নির্ণয়

চিত্রঃ TLCC এর সভা: পিডিপি অনুমোদন

৫.৩.২.৩ পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা (Analysis of Pourashava Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT))

পৌরসভার বিদ্যমান সেবার মান এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা সম্পর্কে নাগরিক ও ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহন পৌরসভা ভিশনিং এর অন্যতম উদ্দেশ্য। অত্র পৌরসভাকে একটি আদর্শ পৌরসভাতে উন্নীত করার জন্য ষ্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহন অর্থাৎ পৌরসভার জন্য তাদের 'ভিশন' প্রণয়ন এবং উক্ত 'ভিশন' অর্জনের জন্য উন্নয়ন চাহিদার অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরন সহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ের লক্ষ্যে আড়াইহাজার পৌরসভায় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং তারিখে পৌরসভা 'ভিশন' অনুশীলন অনুষ্ঠান করা হয়।

পিডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত পৌরসভা ভিশন অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরনে পৌর মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্ম অধিবেশনে অংশগ্রহনকারী ষ্টেকহোল্ডারগন ৩টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনের কার্যাদি সম্পন্ন করে। ধারাবাহিক পদ্ধতিতে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিবরন, এফজিডি, ওয়ার্ড ভিশনের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষনের/পর্যালোচনার পর প্রতিটি দল পৌরসভার সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষন করে। ৩টি দলের (SWOT) বিশ্লেষন সমন্বিত চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণী ৪.১৫ঃ পৌরসভার সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবংঝুঁকি নির্নয়

সামর্থ্য	দুর্বলতা
➢ নির্বাচিত পৌর পরিষদ বিদ্যমান। ➢ দক্ষ পৌর পরিষদ বিদ্যমান। ➢ হাটবাজার ও অন্যান্য ইজারার মাধ্যমে আয়ের উৎস বিদ্যমান। ➢ পৌরসভার উল্লেখযোগ্য পরিমান ভূমি আছে। ➢ দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। ➢ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মাস্টর প্লান আছে।	➢ নিজস্ব পৌর ভবন নেই। ➢ পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবলের অভাব। ➢ পৌরসভার আইন প্রয়োগের দূর্বলতা। ➢ পৌরকর আদায়ের হার খুবই কম। ➢ তদারকি ও নিরাপত্তার জন্য জনবল নেই। ➢ জন সচেতনতার অভাব। ➢ ঘরবাড়ি ও শিল্প-কারখানার স্থাপনের জন্য পরিকল্পনার অভাব। ➢ চাহিদার তুলনায় অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থের অভাব। ➢ সাস্থ্য ও স্যানিটেশনের অভাব। ➢ ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভাল নেই। ➢ কমিউনিটি সেন্টার, শিশুপার্ক, পাঠগার ও লেক নাই। ➢ পুরো শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই।

সুযোগ সমূহ	ঝুঁকি/হুমকি
➢ বাস/ট্রাক টার্মিনাল, মার্কেট ও স্থায়ী পশুর হাটের ব্যবস্থা করে পৌর আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। ➢ নতুন নতুন মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ➢ সাস্থ্য সেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, মেডিকেল সেন্টার নির্মান করা যেতে পারে। ➢ কমিউনিটি আবাসন ব্যবস্থা করা যায়। ➢ ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার করা যেতে পারে। ➢ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপন করা যায়। ➢ স্টেডিয়াম ও পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নির্মান করা যেতে পারে। ➢ নদী ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যেতে পারে।	➢ পৌর পুলিশ ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। ➢ ভারী যানবাহন চলাচলের কারনে সড়কগুলি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ➢ পৌরসভার ভিতরের খাল ও ডোবা ভরাট হয়ে যাওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ➢ ভৌগোলিক কারনে পানিতে আয়রন রয়েছে যা মারাত্নক সাস্থ্য ঝুঁকির কারন। ➢ অপরিকল্পিত নগরায়নূ। ➢ স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা। ➢ অতি দরিদ্রদের নিজস্ব ভূমির অভাব। ➢ মাদক দ্রব্য সেবনের মাত্রা বৃদ্ধি।

প্রতিটি দল কার্যকর ভাবে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষনের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়। এসব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের বিস্তারিত বিবরন আড়াইহাজার পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষন প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

৫.৩.২.৪ গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি, চিহ্নিত সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন (Group-Wise Vision Statement, Prioritization of Identified Problems and Implementation)

আড়াইহাজার পৌরসভার পৌর ভিশনিং তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে জনগনের মতামত বিশ্লেষন করা হয় এবং প্রতিটি গ্রুপের ভিশন বিবৃতি তৈরী করা হয়। এ কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন দলনেতা নির্বাচন করা হয় এবং গ্রুপের সদস্যদের সমন্বয়ে ভিশন বিবৃতি প্রস্তুত করা হয়। এর পূর্বে প্রতিটি গ্রুপের অগ্রাধিকার তালিকা নিরুপণ করা হয়। গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি প্রস্তুত করার জন্য দলনেতা সবার সাথে পরামর্শ করেন এবং সকল দিক বিবেচনায় রেখে একটি সুন্দর ভিশন বিবৃতি প্রস্তুত করে সকলের সামনে পাঠ করে শোনান। নিম্নে তিনটি গ্রুপের ভিশন বিবৃতি তুলে ধরা হল-

গ্রুপ-০১ ভিশন বিবৃতি ঃ ভৌত অবকাঠামো ও নাগরিক সেবা সুবিধা

পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিতকল্পে জনগনের সুবিধা অনুযায়ী রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, পর্যাপ্ত ড্রেনের ব্যবস্থা, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা এবং সড়ক বাতির ব্যবস্থা করে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে আড়াইহাজার পৌরসভাকে একটি আধুনিক ও টেকসই নগরী হিসেবে দেখতে চাই।

গ্রুপ-০২ ভিশন বিবৃতি ঃ আর্থ-সামাজিক

শিক্ষা-সেবা ও সাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরন, দারিদ্র দূরীকরন, আবাসন সুবিধার উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে নিরাপত্তা ও দূর্যোগ ব্যবস্থার জন্য জোরদার ব্যবস্থা, বাস টার্মিনাল, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি গঠন করে দৈনন্দিনজীবিকার ব্যবস্থা করে এবং সর্বোপরি সুস্থ্য বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা একটি সুগঠিত সুন্দর ও আদর্শ পৌরসভা হিসেবে আড়াইহাজারকে গড়ে তুলতে চাই।

গ্রুপ-০৩ ভিশন বিবৃতি ঃ গভার্নেন্স/ পরিচালন ব্যবস্থা

পৌর পরিষদ এবং জনগনকে সাথে নিয়ে আড়াইহাজার পৌরসভাকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধশালী পৌরসভা হিসাবে গড়তে চাই, যেখানে পৌরসভার কার্যক্রমে জনগনের অবাধে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে, আইনের সমতা থাকবে, নিরাপত্তার অংশ হিসেবে কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা থাকবে ও সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা বিরাজ করবে।

চিত্র ৪.২ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার গ্রুপ ভিশন বিবৃতি

পৌরসভা ভিশনিং এ চিহ্নিত সমস্যার যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হল-

ভৌত অবকাঠামো		আর্থ-সামাজিক		পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা	
সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ
১ম	রাস্তা ও ফুটপাথ	১ম	দারিদ্র্য	১ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
২য়	নর্দমা নির্মান/মেরামত	৩য়	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	৫ম	মহা পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন।
৮ম	আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪র্থ	দৈনন্দিন জীবিকা	২য়	পানি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ
৩য়	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	৮ম	জীবনযাত্রার মান	৩য়	বিরোধ নিস্পত্তি
৪র্থ	সড়কবাতি	৬ষ্ঠ	স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৭ম	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
৫ম	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার	৫ম	বিনোদন	৪র্থ	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা
৬ষ্ঠ	বিনোদন সুবিধা	৭ম	নিরাপত্তা	৬ষ্ঠ	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা।
৭ম	গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	২য়	আবাসন	৩য়	বিরোধ নিস্পত্তি
		৯ম	শিক্ষা সেবা		

৫.৩.২.৫ অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নঃ

পৌরসভা ভিশনিং যে অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয় করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হল-

ভৌত অবকাঠামো	আর্থ-সামাজিক	পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থা
রাস্তা ও ফুটপাথ	আবাসন	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
নর্দমা নির্মান/মেরামত	দারিদ্র্য	পানি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	দৈনন্দিন জীবিকা	বিরোধ নিস্পত্তি
সড়কবাতি	বিনোদন	মহা পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন।
ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার	স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
বিনোদন সুবিধা	নিরাপত্তা	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা।
আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	বিনোদন	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	জীবনযাত্রার মান	
	শিক্ষা সেবা	

৫.৩.২.৬ পৌরসভা ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের (সাব-প্রজেক্ট) সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয় (Prioritization of Sub-Projects Along with Preparing Implementation Strategies to Achieve Pourashava Vision)

পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রনয়নের পর তা অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরন এবং তা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত ষ্টেকহোল্ডারগনকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনাতে সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত উন্নয়ন ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার ও তা বাস্তবায়ন কৌশল নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল।

❖ **ভৌত অবকাঠামো ও সেবাঃ**

ভৌত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের অগ্রাধিকার জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনে পরিচালনা করা হয়েছে এবং এতে মোট নয়টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি ভৌত অবকাঠামো যেন পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে ওঠে এবং জনগন যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতন ভূমিকা পালন করে। নিম্নের সারনীতে পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.৯ঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের অগ্রাধিকার

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	রাস্তা ও ফুটপাথ	জনগনের সুবিধা অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে এবং ধারন ক্ষমতা নির্ধারনের মাধ্যমে রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রনয়ন করে রাস্তার শ্রেনী বিন্যাস করতঃ তার আলোকে রাস্তা ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মান করা ।
২য়	নর্দমা নির্মান/মেরামত	ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান তৈরী করতঃ পাকা, গভীর, প্রশস্ত ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী করা, আউটফল হিসেবে বিবেচিত খরীয়া নদী ও বিল সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।
৮ম	আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পৌর এলকায় নির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্ধারণ। পর্যাপ্ত পাকা ডাস্টবিন ও বাজার কেন্দ্রীক এলাকায় মোবাইল ডাস্টবিন স্থাপন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত ও স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে ময়লা, বর্জ্য সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে জৈব সার প্রস্তুতকরণ করা ।
৩য়	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	আড়াইহাজার পৌরসভার পানিতে আয়রন বেশী থাকায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির সরবহার বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন প্রোডাকশন টিউবয়েল স্থাপন করা এবং পানির লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
৪র্থ	সড়কবাতি	নগর আলোকিত করনের লক্ষ্যে নতুন রাস্তা নির্মান কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য উপ-অংগ হিসেবে সড়কবাতি অন্তর্ভুক্ত করে সাব-প্রজেক্ট এর মাধ্যমে প্রতিটি মহল্লায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তার জন্য লিংক রোডের পাশে সড়কবাতি স্থাপন করা ।
৫ম	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার	আড়াইহাজার পৌরসভার সকল কার্যক্রম তৃনমূল পর্যায়ের সুফলভোগী জনগন, সিবিও সদস্য এবং WC এর সদস্যবৃন্দের মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রতি মাসে ৩/৪ বার মিটিং করতে হয়। নিজস্ব অফিস না থাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির পর এই মিটিংগুলি সম্পন্ন করতে হয়। ফলে নিয়মিত মিটিং পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে এবং অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। এছাড়াও পৌর সেবা (যেমন পরিচয় পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র, জরিপ কাজ, বিচার-শালিস ইত্যাদি) মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের জন্য প্রয়োজন নিজস্ব অফিস। যে অফিস হতে জনগনকে সহজে ও স্বল্প সময়ে পৌরসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন সভা ও বিচার-শালিস করা সম্ভব হবে। কাজেই প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস নির্মাণ করা প্রয়োজন ।

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
৬ষ্ঠ	বিনোদন সুবিধা	বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিনোদন খুবই অপরিহার্য। তাই সকল শ্রেনীন নারী-পুরুষসহ শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ও জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরনের স্বার্থে আড়াইহাজার পৌরসভায় একটি শিশু পার্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন ।
৭ম	গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	প্ল্যান মাফিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুচ্ছগ্রামের ব্যবস্থাকরণ। দরিদ্র জনগণের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ।

❖ আর্থ সামাজিক উন্নয়নঃ

এই গ্রুপে মোট নয়টি বিষয় রয়েছে যা মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। প্রতিটি বিষয়ই মানুয় তাদের মতামত প্রদান করেছেন এবং অগ্রাধিকার নিরুপণ করেছেন। একই সাথে প্রতিটি উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবায়ন কৌশল প্রদান করেছেন যা খুবই জরুরী। নিম্নের সারনীতে এ পৌরসভার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১০ঃ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	দারিদ্র্য	দারিদ্র নিরসনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্প, কলকারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৩য়	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	স্বাস্থ্যের মান বাড়ানোর জন্য পৌর এলাকার হাসপাতাল ও ক্লিনিকের প্রতি কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়ানোসহ এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরনের ব্যবস্থাকরন ।
৪র্থ	দৈনন্দিন জীবিকা	যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করে অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীদেরকে স্বনির্ভর করা।

৮ম	জীবনযাত্রার মান	পৌর জনগনের জীবনযাত্রার মান বেশ নিম্ন। প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে কর্মসংস্থান ও উপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকরণ।
৬ষ্ঠ	স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন	বৃক্ষরোপন ও বিনোদন কেন্দ্রের মাধ্যমে আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। ক্ষুদ্র ঋণ দানের মাধ্যমে ব্যবসা উৎসাহিতকরণ। শিল্প-কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
৫ম	বিনোদন	সুসজ্জিত বিনোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার, শিশু পার্ক নির্মাণ।
৭ম	নিরাপত্তা	আইন শৃংখলার অভূতপূর্ব উন্নতি ছাড়া কোন জাতীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন তথা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। তাই পৌরসভার পৃষ্টপোষকতা ও অর্থায়নে পৌর এলাকার আইন শৃংখলার উন্নতির জন্য ওয়ার্ড কমিউনিটি পুলিশিং, বাজার কমিউনিটি পুলিশিং, পৌর কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা এবং তাদের বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এই সব কমিটি সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে অবহিত করণসহ কোন কোন ক্ষেত্রে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করে পৌর এলাকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত করা হবে।
২য়	আবাসন	বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস, পতিত, অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ১৫/১৬টি বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। আড়াইহাজার পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মান করা হবে।
৯ম	শিক্ষা সেবা	এলাকা ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। নির্মিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

❖ গভার্ন্যান্স/পরিচালন পদ্ধতিঃ

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং এর মাধ্যমেই কাঙ্খিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একটি দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা পৌরসভাকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে মোট ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের আলাদা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারনীতে পৌরসভার গভার্ন্যান্স/পরিচালন পদ্ধতি অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১১ঃ গভার্ন্যান্স/পরিচালন পদ্ধতি অগ্রাধিকার

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ৰেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়ন করতে হবে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান। পৌর নাগরিকের সরবরাহ ও সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
৫ম	মহা পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন।	পৌরসভার মহাপরিকল্পনায় পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরূপনের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের তথ্য যথা- বেইজ লাইন সার্ভে, পরিবার জরিপ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO), ওয়ার্ড কমিটি (WC) সদস্যদের মতামত নিয়ে ওয়ার্ড ভিশনিং, এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মতামত ও গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশনিং প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা বিবেচনায় পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হবে।
২য়	পানি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	আড়াইহাজার পৌর এলাকার নলকূপে আয়রন বেশী থাকায় এবং সরবরাহ লাইনের ব্যবস্থা না থাকায় গভীর নলকূপের প্রয়োজন। এ সমস্যা সমাখানে পৌরসভার মোড়ে মোড়ে এবং মহল্লায় মহল্লায় গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা।
৩য়	বিরোধ নিস্পত্তি	এলাকা ভিত্তিক বিরোধ নিস্পত্তিকরণের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের অফিস নির্মান। অভিযোগ নিরসনের লক্ষে এলাকা ভিত্তিক বিরোধ নিস্পত্তি বোর্ড গঠন। পৌরসভায় অভিযোগ দায়েরের কৌশল জনসাধারণকে অবগত করানো। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করা এবং পৌরসভায় আগত নারীদের বিভিন্ন সেবা দেয়ার জন্য নারী কর্নার স্থাপন করতে হবে ।
৭ম	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের জনবলকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগরিক সনদ প্রদান কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করতে হবে ।
৪র্থ	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	পৌরসভায় অভিযোগ দায়েরের কৌশল জনসাধারণকে অবগত করানো। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা আনা হবে।
৬ষ্ঠ	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা।	বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৫.৪ পৌরসভার উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন (Formulation of Pourashava Development Strategy)

পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী যার ভিত্তেতে একটি দীর্ঘস্থায়ী টেকসই পরিকল্পনা প্রণীত হবে। প্রতিটি পরিকল্পনাতেই কিছু কৌশল থাকে যার মাধ্যমে সঠিক সময়ে ও সঠিক উপায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এসব কৌশল নির্ধারণে জনগনের মতামত ও চিন্তা চেতনার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যেন এগুলো বাস্তবায়নে পরিবেশের উপর কোন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।

৫.৪.১ সার্বিক উন্নয়ন কৌশল (Overall Development Strategy)

কোর গ্রুপের নেতৃত্বে একটি সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল এবং সেক্টর ভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারিত হবে। ওয়ার্কিং গ্রুপ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের বিষয়েও ভূমিকা পালন করবেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরন করে পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ডবাসীর মতামত, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও সর্বোপরি পৌরবাসীর মতামতের ভিত্তিতে পৌরবাসী পৌরসভা ভিশন প্রনয়ন করেছে যাহা নিম্নরুপঃ

পৌরসভাভিশন বিবৃতিঃ

"আড়াইহাজার পৌরসভাকে সকল প্রকার মৌলিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সুন্দর ও পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে যার অনেকটাই এই পিডিপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আড়াইহাজার পৌরসভা একটি আধুনিক ও ডিজিটাল নগরীতে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।"

উক্ত ভিশন অর্জনের জন্য পৌরবাসী সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌরসভার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে যা নিম্নরুপঃ

- ✓ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর অতি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান।
- ✓ নারী ও দরিদ্র বান্ধব উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।
- ✓ নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূল ধারায় আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও আয় বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী পুরুষের সমতা উন্নয়নের কার্যাবলী গ্রহন।
- ✓ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা, জবাবদিহিতা, জন-অংশগ্রহন জোড়দারের মাধ্যমে পৌরঅফিসিয়াল দক্ষতা বৃদ্ধি, পৌর কাঠামোতে উন্নয়ন ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মাধ্যমে যথোপযুক্ত পৌরসেবার ব্যবস্থা করা।

5.4.2 সেক্টর ভিত্তিক পর্যালোচনা ও কৌশল নির্ধারণ (Sector Review and Strategy)

সেক্টর ভিত্তিকপর্যালোচনা, বিভিন্ন পর্যায়ের পর্যালোচনার ফলাফল এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সেক্টর ভিত্তিককৌশল প্রণয়ন করবেন। স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত প্রয়োজন সমূহ সম্পদের প্রাপতা, আর্থিক ও কারিগরি সম্ভব্যতার উপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিককৌশল প্রণীত হবে। কৌশলে পরিবেশগত, নারী সম্পর্কিত, পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দারিদ্র সম্পর্কিত সেক্টর ভিত্তিকআবশ্যকতা, দারিদ্র চিত্র, কারিগরি সামর্থ্য পর্যালোচনা এবং সেক্টর উন্নযন কৌশল অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

আড়াইহাজার পৌরসভার পৌর ভিশনিং এ জনগন তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তাদের প্রয়োজনের ভিত্তেতে অগ্রাধিকার নিরুপণ করেছেন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করেছেন। এ বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণ করে আড়াইহাজার পৌরসভায় একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হবে। প্রতিটি উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহের আলাদা বাস্তবায়ন কৌশল রাখা হয়েছে যাতে পরিকল্পনায় কোন ধরনের বিঘ্ন সৃস্টি না হয়।

❖ ভৌত অবকাঠামো ও সেবাঃ

ভৌত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের অগ্রাধিকার জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনে পরিচালনা করা হয়েছে এবং এতে মোট নয়টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি ভৌত অবকাঠামো যেন পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে ওঠে এবং জনগন যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতন ভূমিকা পালন করে। নিম্নের সারনীতে পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১১ঃ ভৌত অবকাঠামো ও সেবাসমূহের অগ্রাধিকার

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	রাস্তা ও ফুটপাথ	জনগনের সুবিধা অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে এবং ধারন ক্ষমতা নির্ধারনের মাধ্যমে রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রনয়ন করে রাস্তার শ্রেনী বিন্যাস করতঃ তার আলোকে রাস্তা ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মান করা।
২য়	নর্দমা নির্মান/মেরামত	ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান তৈরী করতঃ পাকা, গভীর, প্রশস্ত ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী করা, আউটফল হিসেবে বিবেচিত খরিয়া নদী ও বিল সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।
৮ম	আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পৌর এলকায় নির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্ধারণ। পর্যাপ্ত পাকা ডাস্টবিন ও বাজার কেন্দ্রীক এলাকায় মোবাইল ডাস্টবিন স্থাপন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত ও স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে ময়লা, বর্জ্য সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে জৈব সার প্রস্তুতকরণ করা
৩য়	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	আড়াইহাজার পৌরসভার পানিতে আয়রন বেশী থাকায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির সরবহার বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন প্রোডাকশন টিউবয়েল স্থাপন করা এবং পানির লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
৪র্থ	সড়কবাতি	নগর আলোকিত করনের লক্ষ্যে নতুন রাস্তা নির্মান কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য উপ-অংগ হিসেবে সড়কবাতি অন্তর্ভুক্ত করে সাব-প্রজেক্ট এর মাধ্যমে প্রতিটি মহল্লায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তার জন্য লিংক রোডের পাশে সড়কবাতি স্থাপন করা ।
৫ম	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার	আড়াইহাজার পৌরসভার সকল কার্যক্রম তৃনমূল পর্যায়ের সুফলভোগী জনগন, সিবিও সদস্য এবং WC এর সদস্যবৃন্দের মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রতি মাসে ৩/৪ বার মিটিং করতে হয়। নিজস্ব অফিস না থাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির পর এই মিটিংগুলি সম্পন্ন করতে হয়। ফলে নিয়মিত মিটিং পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে এবং অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। এছাড়াও পৌর সেবা (যেমন পরিচয় পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র, জরিপ কাজ, বিচার-শালিস ইত্যাদি) মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের জন্য প্রয়োজন নিজস্ব অফিস। যে অফিস হতে জনগনকে সহজে ও স্বল্প সময়ে পৌরসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
		সভা ও বিচার-শালিস করা সম্ভব হবে। কাজেই প্রতিটি ওয়ার্ডে **ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস** নির্মাণ করা প্রয়োজন ।
৬ষ্ঠ	বিনোদন সুবিধা	বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিনোদন খুবই অপরিহার্য। তাই সকল শ্রেনীন নারী-পুরুষসহ শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ ও জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরনের স্বার্থে আড়াইহাজার পৌরসভায় একটি শিশু পার্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন ।
৭ম	গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	প্ল্যান মাফিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুচ্ছগ্রামের ব্যবস্থাকরণ। দরিদ্র জনগণের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ।

❖ আর্থ সামাজিক উন্নয়নঃ

এই গ্রুপে মোট নয়টি বিষয় রয়েছে যা মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। প্রতিটি বিষয়ই মানুয় তাদের মতামত প্রদান করেছেন এবং অগ্রাধিকার নিরুপণ করেছেন। একই সাথে প্রতিটি উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবায়ন কৌশল প্রদান করেছেন যা খুবই জরুরী। নিম্নের সারনীতে পৌরসভার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১২ঃ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	দারিদ্র্য	দারিদ্র নিরসনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্প, কলকারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৩য়	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	স্বাস্থ্যের মান বাড়ানোর জন্য পৌর এলাকার হাসপাতাল ও ক্লিনিকের প্রতি কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়ানোসহ এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরনের ব্যবস্থাকরন ।
৪র্থ	দৈনন্দিন জীবিকা	যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করে অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীদেরকে স্বনির্ভর করা।
৮ম	জীবনযাত্রার মান	পৌর জনগনের জীবনযাত্রার মান বেশ নিম্ন। প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে কর্মসংস্থান ও উপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকরণ।

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
৫ম	বিনোদন	সুসজ্জিত বিনোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার, শিশু পার্ক নির্মাণ।
৭ম	নিরাপত্তা	আইন শৃংখলার অভূতপূর্ব উন্নতি ছাড়া কোন জাতীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন তথা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। তাই পৌরসভার পৃষ্টপোষকতা ও অর্থায়নে পৌর এলাকার আইন শৃংখলার উন্নতির জন্য ওয়ার্ড কমিউনিটি পুলিশিং, বাজার কমিউনিটি পুলিশিং, পৌর কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা এবং তাদের বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এই সব কমিটি সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে অবহিত করণসহ কোন কোন ক্ষেত্রে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করে পৌর এলাকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত করা হবে।
২য়	আবাসন	বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস, পতিত, অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ১৫/১৬টি বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। আড়াইহাজার পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মান করা হবে।
৯ম	শিক্ষা সেবা	এলাকা ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। নির্মিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

❖ **গভার্ন্যান্স/পরিচালন পদ্ধতিঃ**

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং এর মাধ্যমেই কাঙ্খিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একটি দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা পৌরসভাকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে মোট ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের আলাদা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নের সারনীতে এ পৌরসভার গভার্ন্যান্স/পরিচালন পদ্ধতি অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫.১৩ঃ গভার্ন্যান্স/পরিচালন পদ্ধতি অগ্রাধিকার

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়ন করতে হবে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান। পৌর নাগরিকের সরবরাহ ও সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
৫ম	মহা পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন।	পৌরসভার মহাপরিকল্পনায় পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরূপনের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের তথ্য যথা- বেইজ লাইন সার্ভে, পরিবার জরিপ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO), ওয়ার্ড কমিটি (WC) সদস্যদের মতামত নিয়ে ওয়ার্ড ভিশনিং, এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মতামত ও গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশনিং প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা বিবেচনায় পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হবে।
২য়	পানি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	আড়াইহাজার পৌর এলাকার নলকূপে আয়রন বেশী থাকায় এবং সরবরাহ লাইনের ব্যবস্থা না থাকায় গভীর নলকূপের প্রয়োজন। এ সমস্যা সমাখানে পৌরসভার মোড়ে মোড়ে এবং মহল্লায় মহল্লায় গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা।
৩য়	বিরোধ নিস্পত্তি	এলাকা ভিত্তিক বিরোধ নিস্পত্তিকরণের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের অফিস নির্মান। অভিযোগ নিরসনের লক্ষে এলাকা ভিত্তিক বিরোধ নিস্পত্তি বোর্ড গঠন। পৌরসভায় অভিযোগ দায়েরের কৌশল জনসাধারণকে অবগত করানো। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করা এবং পৌরসভায় আগত নারীদের বিভিন্ন সেবা দেয়ার জন্য নারী কর্নার স্থাপন করতে হবে ।
৭ম	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের জনবলকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগরিক সনদ প্রদান কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করতে হবে ।
৪র্থ	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	পৌরসভায় অভিযোগ দায়েরের কৌশল জনসাধারণকে অবগত করানো। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা আনা হবে।
৬ষ্ঠ	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা।	বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৫.৫ উপ প্রকল্প চিহ্নিত করণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Sub Project Identification and Fasibility Study)

ওয়ার্কিং গ্রুপ সেক্টর সমূহের অগ্রাধিকার এবং সেক্টর অনুযায়ী প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। পৌরসভার কোর গ্রুপের পরামর্শক্রমে এটা চুড়ান্ত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, চিহ্নিত এসব প্রকল্পসমূহ শুধুমাত্র নবিদেপ'ই অর্থায়ন করবে না বরং এসব প্রকল্পে সরকার,

পৌরসভার নিজস্ব তহবিল এবং অন্যান্য বৈদেশিক তহবিল থেকে অর্থায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু সবগুলো অবশ্যই পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বহিরাগত পরামর্শক/ কনসালটেন্ট সহযোগীতা করেছে এবং এলজিইডি'র মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প ধারণায় পটভূমি, প্রকল্পের যৌক্তিকতা, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, সেবা প্রদানের জন্য লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা, প্রকল্প কার্যক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো, সম্ভাব্য মোট বিনিয়োগ চাহিদা, আর্থিক উৎস, পৌরসভার অনুদান, নির্ধারিত সময়সীমা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনাসহ আর্থিক পর্যালোচনা ইত্যাদি অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে।

ক) উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ (Sub Project Identification)

এটি একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় কারন যে কোন প্রকল্প বাছাইয়ের সাথে সাথে তার উপ-প্রকল্প নির্বাচন করা জরুরী এবং এর ভিত্তিতেই পৌরসভাগুলো তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। যে কোন উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণে এর প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা,দক্ষতা, প্রভাব,স্থায়ীত্ব, সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। নিম্নোক্ত সারণীতে পৌরসভার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ করা হয়েছে-

সারণী ৫.১৪ঃ পৌরসভার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ

ক্র:নং	সাব-সেক্টর	অঙ্গ
১	যাতায়াত	ব্রীজ ও কালভার্টসহ পৌরসভা সড়ক
		বাস ও ট্রাক স্টেশন
		পার্কিং এলাকা
২.	বন্যা নিয়ন্ত্রন ও ড্রেনেজ	ড্রেইন
৩.	পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন	পানি সরবরাহ লাইন
		নলকুপ
৪.	বর্জ্য দ্রব্য ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৫.	নগর সুবিধাদি	পৌর বিপনী বিতান
		কসাইখানা
		সড়ক বাতি
		বিনোদন পার্ক নির্মান
		গণ ও কমিউনিটি ভিত্তিক শৌচাগার
৬	দরিদ্র জনগোষ্ঠির মৌলিক সেবাসমুহ	ফুটপাথ,ড্রেন,স্যানিটেশন ও নলকূপসহ বস্তির উন্নয়ন।

খ) সম্ভাব্যতা যাচাই (Fasibility Study)ঃ

উপ-প্রকল্প চিহ্নিত এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করার সময় জনগনের চাহিদা, কারিগরী ও পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই এই পর্যায়ে সরাসরি করা হয় নাই। যাহা প্রতি ধাপে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই করা হবে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে তা হচ্ছে ইহা যেন পরিবেশের উপর বিরুপ কোন প্রভাব না ফেলে। প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা বা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করতে হবে এমন উপ-প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক বরাদ্দের জন্য নির্বাচন করা উচিত হবে না কারণ এর

জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রযোজন। পৌরসভার কোন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে এটি পৌরসভার রাজস্ব আয় বর্ধক কিনা।

৬ আর্থিক পরিকল্পনা ও স্থায়ীত্বশীলতা

Financial Planning and Sustainability of Pourashava

আড়াইহাজার পৌরসভায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা হয়েছে যার আলোকেই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এই পরিকল্পনায় পৌরসভার সমস্ত আয়ের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেক্টর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এখানে শুধু নবিদেপই নয় বরং সকল আয় থেকেই এই উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালিত হবে। নিম্নে আর্থিক ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ননা করা হল।

৬.১ রাজস্ব আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (Revenue Income and Expenditure Anlysis)

৬.১.১ রাজস্ব আয়

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইনের ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ের ৯৮ ধারার বর্ণনা অনুসরণে পৌরসভা সরকারের পূর্বানোমোদন ক্রমে উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারবে। তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের ওপর ফিস।
- বিজ্ঞাপনের ওপর কর।
- পশুর ওপর কর।
- সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের ওপর কর।
- মোটর গাড়ি ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর।
- বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট।
- ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট।
- জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট।
- পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট।
- সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন করের ওপর উপ-কর।
- স্কুল ফিস।
- পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ কৃত কোন জনসেবামূলক কার্য হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির ওপর ফিস।
- মেলা, কৃষি প্রদর্শণী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের ওপর ফিস।
- পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস।
- পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার ওপর ফিস।
- পশু জবাইয়ের জন্য ফিস।

- জলমহাল/ফেরীঘাট হতে ফিস।
- পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের ওপর ফিস।
- এই আইনের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর।
- পৌরসভার অধীনস্থ হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ।
- সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপণীয় অন্য কোন কর।

নিম্নে আড়াইহাজার পৌরসভার রাজস্ব আয়ের একটি সারণী প্রদান করা হল যার মাধ্যমে আমরা একটি স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারি-

সারণী ৬.১ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার রাজস্ব আয়

আয়			
ক্রঃ নং	**আয়ের খাত**	**সংশোধিত আয় ২০১৯-২০২০**	**প্রস্তাবিত আয় ২০২০-২০১**
১।	রাজস্ব আয় হিসাব (ট্যাক্সেস)	**১১৬৬৬৭৫৬**	৩৩৪৭০০০০
২।	রাজস্ব আয় হিসাব (রেইটস)	৪৭৬২৬০	৮৫০০০০
৩।	রাজস্ব আয় হিসাব (ফিস)	৩৪১৮৮০	৫৫০০০০
৪।	রাজস্ব আয় হিসাব (অন্যান্য)	৭৩৬৬৮৪৭	**১৭০৩৫০০০**
	সর্ব মোট	**২৫২৭০৫৬৩**	**৫৬৪২৮৫৫১**

উৎসঃ বাজেট ২০২০-২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

নিম্নে আড়াইহাজার পৌরসভার রাজস্ব ব্যয়ের একটি সারণী প্রদান করা হল যার মাধ্যমে আমরা ব্যয়ের খাতসমূহ সর্ম্পকে জানতে পারি-

সারণী ৬.২ ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার রাজস্ব ব্যয়

ব্যয়			
ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	সংশোধিত ব্যয় ২০১৯-২০২০	প্রস্তাবিত ব্যয় ২০২০-২০২১
১।	সাধারণ সংস্থাপন ঃ	৭২৭৭৫১	২৫০০০০০
২।	শিক্ষা ব্যয় ঃ	৮০১৭৫	২১০০০০
৩।	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী	১৯০৬৮৯৯	৩৫৫০০০০
৪।	কর আদায় খরচ	৪২৩৫৩১	৯৫০০০০
৫।	রাজস্ব ব্যয় হিসাব (অন্যান্য)	৫৭৩৬৫৭০	৯৫৫০০০০
	সর্ব মোট	২২৭৪৬৯৮৫	৪৯৫৭০০০০

উৎসঃ বাজেট ২০২০-২১, আড়াইহাজার পৌরসভা

রাজস্ব আদায় দক্ষতা

আড়াইহাজার পৌরসভার আর্থিক শক্তি বিচার করা হবে এর রাজস্ব আয়ের উৎসের ব্যাপ্তি ও পরিমাণের ওপর । আদায় দক্ষতা নির্দেশ করে একটি পৌরসভা নিজস্ব তহবিল হতে কিরূপ পরিমাণ অর্থায়ন করার সামার্থ রাখে । অন্যদিকে আদায় দক্ষতা সংশিষ্ট পৌরসভার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সহায়ক। আড়াইহাজার পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের দক্ষতার হার বাজেটের সাপেক্ষে বিগত তিন বছরে ২৩% থেকে ৫৬% এর মধ্যে ছিল, যা মোটামোটি সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় প্রকৃত আদায় দক্ষতা বছর ভিত্তিতে হ্রাস/বৃদ্ধি নির্দেশ করলেও প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সব বছরেই হ্রাস-বৃদ্ধি পেয়েছে; যা আড়াইহাজার পৌরসভার ক্রমবর্ধমান আর্থিক সামার্থ্য বৃদ্ধির পরিচায়ক। নিম্নে সারণীতে মোট রাজস্ব বাজেট এবং আদায় উপস্থাপন করা হল।

সারণী ৬.৩ ঃ মোট রাজস্ব বাজেট এবং আদায়

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২০২১
মোট রাজস্ব বাজেট	৬২৮৪০০০০	৫৩৬০৫০০০	**৫৬৪২৮৫৫১**
মোট রাজস্ব আদায়	২৫৭৪৪৯২১	২১৭৪৬৯৮৫	২৬১৪১৬৯০
মোট আদায় দক্ষতা	৪০.৯৭%	৪০.৫৬%	৪৬.৩২%
বাজেট বৃদ্ধির হার	০	(-)১২.৬১%	৬.৯২%
আদায় বৃদ্ধির হার	০	(-)০.৮৬%	১২.৪৭%

উৎসঃ বাজেট ২০২১-২২, আড়াইহাজার পৌরসভা

আড়াইহাজার পৌরসভার আয়ের উৎসের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আড়াইহাজার পৌরসভার মোট রাজস্ব আয়ের ৩৫% থেকে ৪৭% আয় হয় হোল্ডিং ট্যাক্স খাত থেকে। এই ট্যাক্স ধার্য করা হয় হোল্ডিং ভিত্তিক বাড়ী/ভবনের নির্মাণ খরচের ওপর ভিত্তি করে অথবা এর মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে পৌরসভার ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী। ট্যাক্স রুলস অনুযায়ী কোন পৌরসভা সর্বোচ্চ নিম্নোক্ত হারে বাড়ী/ ভবনের ওপর কর, রেইট, ফিস ধার্য করতে পারে। যা হোল্ডিং ট্যাক্স নামে অভিহিতঃ

- বাড়ী/ভবনের ওপর কর ঃ ৭%
- কন্‌জারভেন্সি রেইট ঃ ৭%
- সড়ক বাতির রেইট ঃ ৩%
- পানির ওপর লেভীকৃত চার্জ ঃ ১০ %

মোট ঃ ২৭%

আড়াইহাজার পৌরসভা সাধারণ বাসা-বাড়ীর ক্ষেত্রে ৭% হারে কর ধার্য করে এবং শিল্প কল-কারখানার ক্ষেত্রে ৭% থেকে ১০% হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করে। আড়াইহাজার পৌরসভা আবাসিক এলাকায় সেবা সরবরাহ সাপেক্ষে কন্‌জারভেন্সি উপর ৭% ও সড়ক বাতির ওপর ৩% রেইট ধার্য করা হয়। ফুলপুর পৌরসভায় পানি সরবরাহের ব্যাবস্থা না থাকায় পানি সরবরাহের জন্য ১০% কর ধার্য করার সুযোগ নেই। সে হিসাবে পৌরসভা ১৭% হারে পৌরকর ধার্য্য করে বিল প্রদান করে কর আদায়ের ব্যাবস্থা করে থাকে।

সারণী ৬.৪ ঃ আড়াইহাজার পৌরসভায় হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আয়

বিবরণ		২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
দাবী	বকেয়া	৫০০০০০০	২৩০৬৩০৪	৫০০০০০০
	চলতি	২২৪১০০০০	৩১১৬৩৬৯৬	১০০০০০০০
মোট দাবী		২৭৪১০০০০	৩৩৪৭০০০০	১৫০০০০০০
আদায়	বকেয়া	৫২৯৬৯০	৪১৪৩২৮	৩,৭০,৩১০
	চলতি	২৩৬৩০৪৪	২০৫৭২৩২	১৪১২২৩০
মোট আদায়		২৮৯২৭৩৩	২৪৭১৫৬০	১৭৮২৫৪০
আদায়ের হার	বকেয়া	৯.১৫%	৬.৬০%	৯.১৭%
	চলতি	১০.৫৪%	১০.৬২%	১১.৮৫%
	মোট আদায়ের হার	১০.৫৫%	৭.৩৮%	৯.৪১%

বিবরণ	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের আদায় বৃদ্ধি (%)	(-) ১৬.৩৫%	(-)১৮.৩৫%	১৪.৪৯%
মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (%)	৫.২৫%	৬.১০%	৮.০৯%
মোট রাজস্ব বাজেট এর তুলনায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাজেট (%)	১৬.৮১%	১৪.৫৮%	১২.৮৮%

উৎসঃ বাজেট ২০২১-২২, আড়াইহাজার পৌরসভা

অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয়

আড়াইহাজার পৌরসভার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ট্যাক্স এবং হাট-বাজার লিজএর মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। পৌরসভার গত তিন বছরের অন্যান্য উৎস হতে আদায় দক্ষতার হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আড়াইহাজার পৌরসভা এ উৎস থেকে ৬৩% হতে ৬৪% পর্যন্ত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া এ উৎস থেকে আয় আহরণের ধারাবাহিকতা উর্ধ্বমুখী এবং অন্যান্য রাজস্ব উৎসের আওতা বাড়িয়ে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। নিম্নে অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয় এর বিশ্লেষণ দেওয়া হলোঃ

সারণী ৬.৫ ঃ অন্যান্য রাজস্ব উৎস হতে আয়

আয় রাজস্ব হিসাব (ট্যাক্স, রেট, ফিস ইত্যাদি)	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর:	৬৫৮৪৩৭১	৬৬৬৪৫৬১	১০০০০০০০
খ) ইমারত নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ :	২৪৩৮০৪	৪৫৫৮৬৩	৫০০০০০
গ) পেশা ব্যবসা ও কলিং:	১৪৮৩৪০০	১৬৮২৪৫১	২৫০০০০০
ঙ) বিজ্ঞাপন:	০	০	১০০০০০
চ) ফিস এবং লাইসেন্স	৩৪৮২১	১২৩২০	৫০০০০০
ঞ) অন্যান্য আয় (গৃহ ও ভূমির উপর কর, হাট- বাজার লিজ, পৌর প্রপারটি, রোড রোলার, মিক্সার মেশিন ইত্যাদি থেকে আদায়ের পরিমাণ)	২৮৯২৭৩৪	২৪৭১৫৬০	৫০০০০০০
মোট আদায়	১১২৩৯১৩০	১১২৮৬৭৫৫	৯৬০০০০০
বাজেট	১১৬৩৯১৩০	১১৬৬৬৭৫৬	৩৩৪৭০০০০
বাজেট সাপেক্ষে অর্জনের হার (%)	৮৬.০৬%	৮৬.১৭%	৩২.৪৭%
বৃদ্ধির হার (%)	-	০.৪৫%	(−) ৮৬.২২%
মোট রাজস্ব আয়ের তুলনায় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে আয় (%)	৫২.৪২%	৫২.৮৩%	২৯.৪১%
মোট রাজস্ব আদায়ের তুলনায় অন্যান্য উৎস (হাট- বাজার লিজ, পৌর প্রপারটি, রোড রোলার, মিক্সার মেশিন ইত্যাদি) থেকে আদায়ের হার (%)	২৭.৪৫%	২২.৪৫%	২৪.৯৫%

উৎসঃ বাজেট ২০২১-২২, আড়াইহাজার পৌরসভা

৬.১.২ রাজস্ব ব্যয়

আড়াইহাজার পৌরসভার স্থায়ীত্বশীল আর্থিক অবস্থায় উন্নীত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আড়াইহাজার পৌরসভা তার সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়গুলিনিজস্ব তহবিল হতে মিটাতে সক্ষম। ২০১৯-২০ হতে ২০২০-২০২১অর্থ বছরের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পৌরসভার রাজস্ব খাতের ব্যয় এক বছর থেকে অন্য বছরের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। তবে সংস্থাপন বাবদ রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা হার অন্যান্য সেবা কর্মের জন্য রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় ক্রমাগত অধিক হারে কমেছে মর্মে দেখা যায়। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হল:

সারণী ৬.৬ঃ আড়াইহাজার পৌরসভার রাজস্ব ব্যয়

ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
ক) সাধারণ সংস্থাপন	৯২৩০৭৫	৭২৭৭৫১	২৫০০০০০
খ) শিক্ষা ব্যয়	৮৫৮০০	৮০১৭৫	২১০০০০
গ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যয়	১৬৬৭৯৬০	১৯০৬৮৯৯	৩৫৫০০০০
ঘ) কর আদায় খরচ	২৮০৭৭২	৪২৩৫৩১	৯৫০০০০
ঙ) বৃক্ষ রোপন ও রক্ষাণাবেক্ষন	২৩৪৭০	২৪৭৮০	৫০০০০
চ) সামাজিক ও ধর্মীয় অনুদান	-	-	৫০০০০
ছ) অডিট ব্যয়	-	-	৫০০০০
জ) মামলা খরচ	-	-	৫০০০০
ঝ) জাতীয় দিবস উৎযাপন	৯৮৭৫০	৯৭৮৭০	১৫০০০০
ঞ) খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	৩৫৫০০	৪৭২৪১০	২০০০০০
ট) কবরস্থান/শ্মশানঘাট মেরামত/সংস্কার	৮৪৫০০	৯৮৭০০	২০০০০০
ঠ) ব্যাংক চার্জ	৬,৭৮৭	১,৭৩৫	৭৭১
ড) আপ্যায়ন/আলোকসজ্জা	৪৫০০০	৪৭৯৭০	১০০০০০
ঢ) নির্বাচন ব্যয়/উন্নয়ন মেলা	৭৫৯৫০	৭৭৮৯০	১০০০০০
ণ) ভূমি/নিজস্ব খাতে উন্নয়ন	-		
ত) অন্যান্য (বাজেট খাত ব্যতীত অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ব্যয়)	৪৪,৫৫,৬৭৯	৩২,৯৫,৪০৭	২৯,৯০,৫০০
মোট	৩৩২৭৫৬৪	৩৯৫৯৭১১	৩২৮৭২৭৫
বাজেট	১১৬৩৯১৩০	১১৬৬৬৭৫৬	৩৩৪৭০০০০
বাজেট সাপেক্ষে রাজস্ব ব্যয়ের %	২৮.৫৯%	৩৩.৩১%	৯.৮২%
রাজস্ব ব্যয়ের সাপেক্ষে সাধারন সংস্থাপন ব্যয়ের (%)	৩৫.৬৪%	৪৮.৯৫%	১৮.৫৪%
পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তি বছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার (%)		১২.২৮%	(-) ২৭.৫৭%

উৎসঃ বাজেট ২০২১-২২, আড়াইহাজার পৌরসভা

৬.১.৩ আর্থিক প্রক্ষেপণ ২০২১ -২০২৫

❖ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কৌশল

পৌরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ভর করে এর আয়ের উৎস সম্প্রসারণ ও তা থেকে অর্থ সংগ্রহের সাফল্যের ওপর। যা আড়াইহাজার পৌরসভাকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যকঃ

- ৫ বছর অন্তর ইমারত ও ভূমির ওপর কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) পুন:নির্ধারণসহ সারা বছর অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্সের চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং তা সঠিক ভাবে তদারকী করা;
- হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা ;
- নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস্ ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি করা;
- অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

❖ পুন:কর ও অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারণ কার্যক্রম

পৌরসভা কর আইন ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল মডেল টেক্স সিডিউল,২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী সকল পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই সাধারণ কর নির্ধারণ বাস্তবায়ন করবে এবং অতঃপর ৫ বছর অন্তর অন্তর পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বা পৌরকর পূনঃ নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য আড়াইহাজার আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর হতে পুন:কর নির্ধারণ কার্যক্রম কার্যকর করা হবে।

❖ হোল্ডিং ট্যাক্স আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এই দুই অর্থ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স দাবি ও আদায় বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, আদায়ের হার যথাক্রমে ১০%,২১.৫৩% এবং ৩৪.৪২%ছিল। অর্থাৎ এই দুই বৎসরে আদায়ের পরিমাণের শতকরা হারের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান ছিল। এ থেকে ধারনা করা যায় যে, আড়াইহাজার পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আশা করা যায় যে, ২০২১-২০১৬ অর্থ বছরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা ৭০% এ উন্নীত হবে এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। হোল্ডিং ট্যাক্স এর হিসাবকে ভিত্তি করে প্রতি বছর ১০% বৃদ্ধি ধরে এখানে প্রক্ষেপন নির্নয় করা হয়েছে।

❖ নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করার মাধ্যমে কর/রেইটস ইত্যাদির আওতা বৃদ্ধি

আড়াইহাজার পৌরসভায় বিকাশমান অর্থনীতি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এখানে অনেক ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পৌরসভায় পেশা-ব্যবসা, ভূমি উন্নয়ন কর, বিজ্ঞাপনের ওপর কর আরোপ কার্যকর আছে। আড়াইহাজার পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে কর, রেইটস, ফিস ইত্যাদি আদায়ের গত দুই বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, বছর ভিত্তিক এ খাতের আয় যথাক্রমে ৮৮.০৬%, ৬৭.১৭% এবং ৭২.৪৭% এর মধ্যে আছে। লক্ষ্য অর্জনে ইউজিআপ অনুসরণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

- সরকার অনুমোদিত মডেল ট্যাক্স সিডিউলের সাথে সংগতি রেখে কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের (ফিস, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদি) হার হালনাগাদ করা;

- প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- প্রতি মাসে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;
- সচিব কর্তৃক উপরে বর্ণিত করণীয়সমূহ প্রতি মাসে পর্যালোচনা করা; এবং
- কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অগ্রগতি পৌর পরিষদের মাসিক সভায় এবং TLCC এরত্রৈমাসিক সভায় পর্যালোচনা করা।

❖ অন্যান্য ট্যাক্স, রেইটস ও ফিস আদায়/আহরণের দক্ষতা বৃদ্ধি

আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী নতুন নতুন করের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। এ আইনের মাধ্যমে পৌরসভা বিভিন্ন রেট, ট্যাক্স আরোপ করতে পারে। যেমন-বিনোদন, পশুপাখি, মটরবোট ছাড়া অন্যান্য যানবাহন, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কর যোগ্য ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৌরসভার ভাড়া, লিজ, নিলাম ইত্যাদি থেকেও আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব । এই সব ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৯০ ভাগের অধিক রাজস্ব আয় হয়ে থাকে।

ছক-৯ (১) :প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

নগর যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৩৭৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আই ডি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর					ওয়ার্ড নং	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
			২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫			UGIIP (Follow-up)	MGSP	LGRD মন্ত্রালয় কর্তৃক বরাদ্দ	রাজস্ব উদ্ধৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	অনান্য প্রকল্প
1	R-1	সাব রেজিষ্ট্রি অফিস হতে রাসারদী গোয়লপাড়া পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৬, ৬৫০.০০ মি.)		৬৪.৭৭				৮	৬৪.৭৭						
2	R-2	শিবপুর মোড় নাগরাপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত বিসি রাস্তা সংস্কার করণ (ওয়ার্ড-০৮,৮৫০মি.)		১৮৩.৯৭				৮	১৮৩.৯৭						
3	R-3	আড়াইহাজার বাজার মসজিদ হতে আব্দুল্লাহপুর খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও যংস্কার করণ (ওয়ার্ড নং-০৭, ১৪৯০.০০ মি.)		১৪০.৩০				৭	১৪০.৩০						
4	R-4	নাগরাপাড়া ব্রিজ হতে নাগরাপাড়া পৌরসভা শেষ সিমানা পর্যন্ত রাস্তা করণ(ওয়ার্ড নং-০৮, ৭৯০.০০ মি.)		৮০.৭৪				৮	৮০.৭৪						
5	R-5	সরকারী সফর আলী কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ১৩০.০০ মি.)		২১.২০				৮	২১.২০						
6	R-6	আড়াইহাজার বাজারের ভিতরের রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ২৭০.০০ মি.)		৫৬.৩২				৮	৫৬.৩২						
7	R-7	আড়াইহাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দক্ষিণে টিএন্ডটির পিছন হতে চৌধুরীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ২০০.০০ মি.)		৩৮.৬৪				৯	৩৮.৬৪						
8	R-8	মৌজাকান্দা বাজার হতেচামুরকান্দি সরকার বাড়ি ভায়া কামরীনরচর বৈলার বাড়ি। (ওয়ার্ড নং-০২,০৩), ২২৩৪.০০ মি.)		২০৭.৩৩				২, ৩	২০৭.৩৩						
9	R-9	ঝাউগড়া ঈদগাহ হতে মৌজাকান্দা বাজার(ওয়ার্ড নং-০৪,০২, ১১৮১.০০ মি.)		৮৫.২০				৪	৮৫.২০						
10	R-10	গাজীপুরা ফিশারিজ হতে উত্তর পাড়া ঈদগাহ রাস্তা সংস্কার(ওয়ার্ড নং-০৬, ৪০০.০০ মি.)		৮৮.৮৭				৬	৮৮.৮৭						
11	R-11	গাজীপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে গাজীপুরা মধ্যবাড়ি মসজিদ(ওয়ার্ড নং-০৬, ২৭৫.০০ মি.)		৫০.৫৬				৬	৫০.৫৬						
12	R-12	এনেরচর খোদাবক্স মাজার হতে সিরাজের বাড়ি(ওয়ার্ড নং-০১, ১৬৫০.০০ মি.)		১৩.৫০				১	১৩.৫০						
13	R-13	বাঘানগর খাল হতে চৌঘরিয়া পর্যন্ত (ওয়ার্ড নং-০৯, ৮৯৫.০০ মি.)		১৪১.৭৬				৯	১৪১.৭৬						
14	R-14	পায়রা চত্তর হতে বউ বাজার হয়ে আড়াইহাজার লিংক রোড পর্যন্ত। ৫৯০মি		৯৯.৫৮				৫	৯৯.৫৮						
15	R-15 & B1	শিবপুর ব্রিজ পুন: নির্মাণ সংযোগ সড়ক সহ			৫০০.৪৬			৮	৫০০.৪৬						
16	R-16	বাঘানগর সাদে সাহেবের বাড়ির পার্শ্বে ব্রিজ নির্মাণ			২৫০.১০			৯	২৫০.১০						
17	R-17	গাজীপুরা উত্তর পাড়া ঈদগাহ সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে নারায়ণের বাড়ীর সংলগ্ন মেইন রোড পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ দৈর্ঘ ৩০০ মিটার			৪৮.৯২			৬	৪৮.৯২						
18	R-18	গাজীপুরা পাকা রাস্তা হইতে কবরস্থানের পাকা রাস্তা পর্যন্ত ভায়া গাজীপুরা কুড়িবাড়ি মৌজাকান্দা পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও পাকা করণ। ৫৪০মিটার			৮৬.৪০			৬	৮৬.৪০						
19	R-19	মুকুন্দী আঃ রাজ্জাক মাষ্টারের বাড়ী হইতে পান্নাবাড়েপাড়া জান্নাতুল বাকী জামে মসজিদ সংলগ্ন পাকা রাস্তা পযন্ত মাটি ভরাট ও পাকা করণ। ৫০০ মিটার			৮০.১২			৬	৮০.১২						
20	R-20	মুকুন্দী মাসুদের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে রিপনের বাড়ী হয়ে জুলহাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কাচা ও পাকা ।৬০০মি			৯৬.৮৯			৬	৯৬.৮৯						
21	R-21	ইয়া বাড়ী পাকা রাস্তা হইতে পূর্বপাড়া ইব্রাহিম এর বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ ভায়া রোস্তমের বাড়ী পর্যন্ত। ৫০০মিটার।			৮৬.৩৯			৮	৮৬.৩৯						
22	R-22	হাজী হাসান এর মিলের পাকা রাস্তা হইতে বড়বাড়ীর হাজী আফজলের বাড়ী হইতে উত্তর বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থ ও নির্মাণ ও ড্রেন ।৪৪০মি			৭০.৪০			৮	৭০.৪০						
23	R-23	হাজী মোঃ হাসান মাষ্টারের বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে খাল পার হইয়া উত্তর পাড়ার মোঃ হাবিব মিয়ার রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও পাকা করণ ।১০০০মি			১৬০.৬৬			৬	১৬০.৬৬						
24	R-24	লাখুপুরা মেইন রোড হইতে বৈলারকান্দী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও ড্রেন নির্মাণ। ১২০০মি			২১০.৫৮			১	২১০.৫৮						

নগর যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৩৭৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আইডি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর					ওয়ার্ড নং	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
			২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫			GIIP (Follow-up)	MGSP	GRD মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	অনান্য প্রকল্প
25	R-25	দাসপাড়া স্কুল হইতে কামরানীরচর মাদ্রাসা হইয়া ঝাউগড়া পর্যন্ত মাটি ভরাট ও আর সিসি করণ। ১৫০০মি			২২৫.৩০			২	২২৫.৩০						
26	R-26	কামরানীরচর মেহিদিদের বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে সাহজুদ্দিনের বাড়ি হয়ে ছানা মেম্বারের হয়ে কবরস্থানের পাকা রাস্তা পর্যন্ত প্রশস্থ করণ, ড্রেন ও ফুটপাথ। ৪০০মি			১১০.৩৫			৩	১১০.৩৫						
27	R-27	মুকুন্দী গাজীপুরা মাছের খামার মসজিদ সংলগ্ন পাকা সড়ক হইতে উত্তরপাড়া পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটি মাটি ভরাট ও পাকা করণ ভায়া নুরুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা। ৫০০মিটার।			৮০.১০			৩	৮০.১০						
28	R-28	পুরাতন রেল লাইন হতে আমানের বাড়ি। ৩৬৫মি			৪০.৬৩			৬	৪০.৬৩						
29	R-29	নোয়াপাড়া মেইন রোড সবুরের বাড়ি। ২৩৭মি			৫৫.৬৩			৭	৫৫.৬৩						
30	R-30	আব্দুল্লাহপুর জযনালের বাড়ি হতে সবুরের বাড়ি।২১০মি			৪২.২২			৭	৪২.২২						
31	R-31	সুন্দর আলরি বাড়ি হতে জুলহাসের বাড়ি। ওয়ার্ড-২, ২৮০মি			২৮.৫৬			৭	২৮.৫৬						
32	R-32	বাঘানগর রেল লাইন হতে গার্লস হাইস্কুল।			৮৭.৭৬			৮	৮৭.৭৬						
33	R-33	কামরানীরচর চৌরাবাড়ী হইতে কাচারী বাগ পর্যন্ত আরসিসি। ১২০০মি			২৪০.৩২			৮	২৪০.৩২						
34	R-34	দাসপাড়া মোল্লা বাড়ি হতে অলেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা,ওয়ার্ড-০৩, ৫১০মি			১০২.৫৪			৯	১০২.৫৪						
		মোট	০.০০	১,১৯৫.২২	২,৬০৪.৩৩	০.০০	০.০০		৩৭৯৯.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ছক-৯ (২) :প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

ড্রেইনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাবসেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৫২০৪.৭৫ লক্ষ টাকা

ক্রমিকনম্বর	আইডি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর					ওয়ার্ড নং.	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
			২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫			UGIIP (Follow-up)	MGSP	LGRD মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	অনান্য প্রকল্প
1	D1	সাব রেজিস্ট্রি অফিস হতে রাসারদী গোয়লপাড়া পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৬, ৬৫০.০০ মি.)		৭৭.৩৬				৮	৭৭.৩৬						
2	D2	শিবপুর মোড় নাগরাপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত বিসি রাস্তা সংস্কার করণ (ওয়ার্ড-০৮,৮৫০মি.)		৩৩৭.৭				৮	৩৩৭.৭০						
3	D3	আড়াইহাজার বাজার মসজিদ হতে আব্দুল্লাহপুর খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও যংস্কার করণ (ওয়ার্ড নং-০৭, ১৪৯০.০০ মি.)		৩৫১.৭				৭	৩৫১.৭০						
4	D4	নাগরাপাড়া ব্রিজ হতে নাগরাপাড়া পৌরসভা শেষ সিমানা পর্যন্ত রাস্তা করণ(ওয়ার্ড নং-০৮, ৭৯০.০০ মি.)		৪৪০.৭৪				৮	৪৪০.৭৪						
5	D5	আড়াইহাজার বাজারের ভিতরের রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ২৭০.০০ মি.)		৫৮.২৯				৮	৫৮.২৯						
6	D6	আড়াইহাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দক্ষিণে টিএন্ডটির পিছন হতে চৌধুরীপাড়া পর্যন্ত (ওয়ার্ড নং-০৮, ২০০.০০ মি.)		৭১.২৩				৯	৭১.২৩						
7	D7	মৌজ্জাকান্দা বাজার হতেচামুরকান্দি সরকার বাড়ি ভায়া কামরীনরচর বৈলার বাড়ি। (ওয়ার্ড নং-০২,০৩), ২২৩৪.০০ মি.)		৪৮৭.৭৯				২	৪৮৭.৭৯						
8	D8	বাঘানগর খাল হতে চৌঘরিয়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৯, ৮৯৫.০০ মি.)		১৮৩.৮১				৯	১৮৩.৮১						
9	D9	মাঝেরচর খোদাবক্স মাজার হতে সিরাজের বাড়ি(ওয়ার্ড নং-০১, ১৬৫০.০০ মি.)		৭৫.৩৩				১	৭৫.৩৩						
10	D10	পায়রা চত্তর হতে বউ বাজার হয়ে আড়াইহাজার লিংক রোড পর্যন্ত। ৫৯০মি		৯৯.৫৮				৫	৯৯.৫৮						
11	D11	কৃষ্ণঞ্জপুরা হতে কামরাণিরচর নদী পর্যন্ত২২৫০মি			১৫০০			৫,৬,২,১	১,৫০০.০০						
12	D12	দিঘিরপাড় হতে হাবিবুর সাহেবে বাড়ি পর্যন্ত।৪০০মি			৯০.২৩			৬	৯০.২৩						
13	D13	ঝাউগড়া ঈদগাহ হতে মৌজ্জাকান্দা বাজার(ওয়ার্ড নং-০৪,০২, ১১৮১.০০ মি.)			২৬০.২৩			৪	২৬০.২৩						
14	D14	পুরাতন রেল লাইন হতে হাতেম সাহেবের বাড়ি হয়ে তিন রাস্তা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।৪৫০মি			১০৫.২৪			৭	১০৫.২৪						
15	D15	ফুলকুড়ি স্কুল হতে এটুজেড হাসপাতাল।৩০০মি			৮২.৩৩			৯	৮২.৩৩						
16	D16	ফকির বাড়ি হতে কামরাণিরচর বাজার হয়ে খাল পর্যন্ত। ১৫০০মি			৩২৭.৬৭			১	৩২৭.৬৭						
17	D17	কাউন্সিলর রীণার বড়ির পশ্চিম হতে নাগেরচর সড়কে ড্রেন।১১০০মি.				২৫০.৩৮		৫	২৫০.৩৮						
18	D18	পুরাতন রেল ষ্টেশন হতে গাজীপুরা স্কুল।১২০০মি			২৬২.১৪			৬	২৬২.১৪						
19	D19	সিনামা হল হতে পল্লি বিদ্যুত অফিস। ৬০০মি			১৪০.৩৮			৫	১৪০.৩৮						
20	D20	পশু হাসপাতালের পিছনে ড্রেন। ৪০০মি				৯৩.২১		৭	৯৩.২১						
21	D21	জনস্বাস্থ্য অফিস হতে ষ্টেডিয়াম হয়ে খাল পর্যন্ত।৭২০মি				১৬০.৮৫		৭	১৬০.৮৫						
22	D22	সোনামিয়ার বাড়ী হয়ে খন্দকারের পাকা রস্তা পর্যন্ত। ৬৮০মি				১৫৫.৪		২	১৫৫.৪০						
23	D23	হাজী হাসান এর মিলের পাকা রাস্তা হইতে বড়বাড়ীর হাজী আফজলের বাড়ী হইতে উত্তর বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থ ও নির্মাণ ও ড্রেন।৪৪০মি				৯৮.৩৫		৯	৯৮.৩৫						
24	D24	চৌরাবাড়ি হতে চিতাশাল খাল। ৪৫০মি				১০৫.৩২		১	১০৫.৩২						
25	D25	মৌজ্জাকান্দা মোড় হতে মাঝেরচরচর হয়ে কামরাণিরচর বাজার।১.২কিমি				২৪০.২২		১	২৪০.২২						
		মোট	০.০০	১৩৩২.৮০	২৭৬৮.২২	১১০৩.৭৩	০.০০		৫,২০৪.৭৫		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ছক-৯ (৩) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাবসেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৬২৫০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আইডি নং	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর						প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস				
			১ম পর্যায়ে		২য় পর্যায়ে		৩য় পর্যায়ে			UGIIP (Follow-up)	বিএমডিএফ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	LGRD মন্ত্রানলয় কর্তৃক বরাদ্দ/ অন্যান্য প্রকল্প হতে প্রাপ্তি
			২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭						
১	PTW1-6	গভীর উৎপাদক নলকূপ স্থাপন। ০৬ (ছয়) টি	১৫০						১৫০	১৫০				
২	TP-1	সারফেস ও আয়রন রিমোভাল প্লান্ট ডুয়েল সিস্টেম ১ টি					২১০০		২১০০	২১০০				
৩	WPL	আড়াইহাজার পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ পাইপ স্থাপন। ৪০কিমি			২০০০	২০০০			৪০০০	৪০০০				
		মোট	১৫০		২০০০	২০০০	২১০০	০	৬২৫০	৬২৫০	০	০	০	

টেবিল-৯ (৪) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সাবসেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ১১৫৫.২৫ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আইডি নং	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর						প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস				
			১ম পর্যায়ে		২য় পর্যায়ে		৩য় পর্যায়ে			UGIIP (Follow-up)	বিএমডিএফ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	LGRD মন্ত্রানলয় কর্তৃক বরাদ্দ/ অন্যান্য প্রকল্প হতে প্রাপ্তি
			২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭						
১	SWM	আড়াইহাজার পৌর ডাম্পিং এলাকা নির্মাণ এবং সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজম্যান্ট (১০০ .০০ শতাংশ জমি অধিগ্রহনের মাধ্যমে)। ৪০৪৮.৩২ বর্গ মি.			১০০০				১০০০	৮০০				
২	PT 1-9	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। ৯ টি				১৩৫			১৩৫	১০০				
৩	D 1-27	ডাষ্টবিন নির্মাণ । ২৭ টি			২০.২৫				২০.২৫	২০.২৫				
		মোট	০		১০২০.৩	১৩৫	০	০	১১৫৫.২৫	১১৫৫.২৫	০	০	০	০

ছক-৯ (৫) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

নগর সুবিধাদি সাবসেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আইডি নং	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর						প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস			
			১ম পর্যায়ে		২য় পর্যায়ে		৩য় পর্যায়ে			UGIIP (Follow-up)	বিএমডিএফ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	LGRD মন্ত্রালয় কর্তৃক বরাদ্দ/ অন্যান্য প্রকল্প হতে প্রাপ্তি
			২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭					
১	SL	আড়াইহাজার পৌরসভার প্রধান সড়ক। বাতি(এলইডি) ৩৩.কি.মি.		২৭০০					২৭০০				
২	GY 1-9	আড়াইহাজার পৌরসভার কবরস্থান সংস্কার ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ। ৯টি							১২০০				
৩	Creamation 1-3	আড়াইহাজার পৌরসভার শ্মাশাণ সংস্কার ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ। ৩টি							৩০০				
		মোট	০	২৭০০	১৫০০			০	৪২০০	০	০	০	০

ছক-৭ (৭) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৩১৩২.১৫ লক্ষ টাকা

ক্রমিকনম্বর	আইডি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর						প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস				
			১ম পর্যায়ে		২য় পর্যায়ে		৩য় পর্যায়ে			UGIIP (Follow-up)	বিএমডিএফ	রাজস্ব উদ্ধৃত	জলবায়ু পরিবর্তন	LGRD মন্ত্রালয় কর্তৃক বরাদ্দ/ অন্যান্য প্রকল্প হতে প্রাপ্তি
			২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭						
১	PRAP	**দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP)বাস্তবায়নসহ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠির জন্য মৌলিক সেবা প্রদান**	৪৯.২১	১৫০.১৬	১৫০.১৬	১৫০.১৬	১৫০.১৬	১৫০.১৬	৮০০	৮০০.০০				
২	SI-1	মাঝেরচর (ওয়ার্ড নং- ০১)		১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	৭১.৮৬	৭১.৮৬				
৩	SI-2	দাসপাড়া (ওয়ার্ড নং- ০৩)		১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	৭১.৮৬	৭১.৮৬				
৪	SI-3	কৃষ্ণপুরা (ওয়ার্ড নং- ০৫)		১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	৭১.৮৬	৭১.৮৬				
৫	SI-4	মুকুন্দি ও গাজীপুররা (ওয়ার্ড নং- ০৬)		১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	৭১.৮৬	৭১.৮৬				
৬	SI-5	শিবপুর (ওয়ার্ড নং- ৮)		১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	১৪.৩৭	৭১.৮৬	৭১.৮৬				
৭	PRAP	জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (GAP) বাস্তবায়ন	২৪.৫৩	১৭৪.০৮	১৭৪.০৮	১৭৪.০৮	১৭৪.০৮	১৭৪.০৮	৮৯৪.৯২	৫৭৪.৯২				
		মোট	৭৩.৭৩	৬১১.৭	৬১১.৭	৬১১.৭	৬১১.৭	৬১১.৭	৩,১৩২.২১	১,৮১২.২১	০	০	০	০

ছক-৯ (৭) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

নগর সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশ উন্নয়নঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ১০৪.৬ লক্ষ টাকা

ক্রমিকনম্বর	আইটি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর						প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস				
			১ম পর্যায়ে		২য় পর্যায়ে		৩য় পর্যায়ে			UGIIP	বিএমডিএফ	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	LGRD মন্ত্রালয় কর্তৃক বরাদ্দ/ অন্যান্য প্রকল্প
			২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২০২৭						
১	WW-1+ Tree	ব্রহ্মপুত্র নদের পার্শ্বে সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ১৫০০.০ মি.				১,৫০০.০০			১,৫০০.০০					
২	WW-2+Tree	দাসপাড়া খালসবুজ সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ১৩০০.০ .মি.				১৩০০			৭০০					
৩	WW-3+ Tree	মুকুন্দি বিল হতে আড়াইহাজার উত্তর কাল সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ২৩০০.০ .মি.				২৩০০			২৩০০					
৪	WW-4+Tree	**দৰিণপাড়া খাল** সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ৮০০.০ .মি.				৮০০			৮০০					
৫	WW-5+Tree	**কামরাণিরচর খাল** সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ৯০০.০ .মি.				**৯০০**			**৯০০**					
৬	WW-6 +Tree	**বিনাইচর-লাখপুরা খাল** সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ১৮০০মি				১৮০০			১৮০০					
৭		**জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিযোজন**				২৪৯.৬			২৪৯.৬					
		মোট				১০৪.৬			১০৪.৬					

ছক-৭ (৮) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও গভার্নেন্স রিফর্ম সেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৬২৬.২৯ লক্ষ টাকা

ক্রমিকনম্বর	আইডি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর					ওয়ার্ড নং	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
			২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫			UGIIP (Follow-up)	MGSP	LGRD মন্ত্রালয় কর্তৃক বরাদ্দ	রাজস্ব উদ্ধৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	অন্যান্য প্রকল্প
1	Gov-1	**প্রাতিষ্ঠানিক দৰতা ও গভার্নেন্স রিফর্ম**	**৪০.২০**	৮৮.৩০	১৩৯.৯৩	১৭৭.৪৩	১৮০.৪৩		৬২৬.২৯	৩৪৫.৯৮	১৭৭.৩১	১০০.০০		৩.০০	
মোট			৪০.২০	৮৮.৩০	১৩৯.৯৩	১৭৭.৪৩	১৮০.৪৩	০.০০	৬২৬.২৯	৩৪৫.৯৮	১৭৭.৩১	১০০.০০	০.০০	৩.০০	০.০০

ছক-৭ (৯) প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী

জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিযোজন সেক্টর ঃ বিনিয়োগ পরিকল্পনা মোট ৬২৬.২৯ লক্ষ টাকা

ক্রমিকনম্বর	আইডি নম্বর	কার্যক্রম / সাব-প্রজেক্ট	অর্থ বছর					ওয়ার্ড নং	প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান	অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস					
			২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫			UGIIP (Follow-up)	MGSP	LGRD মন্ত্রালয় কর্তৃক বরাদ্দ	রাজস্ব উদ্ধৃত্ত	জলবায়ু পরিবর্তন	অন্যান্য প্রকল্প
1	CR-1	**জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিযোজন**	**২৫.০০**	১৫০.৩২	১৫০.৩২	১৫০.৩২	১৫০.৩২		৬২৬.২৯	৪৮৮.৪৭				১৩৭.৮২	
মোট			২৫.০০	১৫০.৩২	১৫০.৩২	১৫০.৩২	১৫০.৩২		৬২৬.২৯	৪৮৮.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	**১৩৭.৮২**	০.০০

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা

Adopting/Coping with the impact of Climate change

৮.১ জলবায়ুর পরিবর্তন ও এর প্রভাব

(Climate change and its impact)

পৃথিবীর উষ্ণায়ন (Global Warming) এর কারণে সকল দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্ট ও ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব কমে যাওয়া। ইউরোপের দেশগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের পর থেকে কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও পশুখামারগুলো বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে গ্যাস পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে চলে এসেছে। এত দিন পৃথিবীর বনাঞ্চল ও সাগর এই গ্যাস আহরণ করে পৃথিবীকে মোটামুটি নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। এ কারণে আবহাওয়ামন্ডল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, পাকিস্তানে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে দীর্ঘ বন্যা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল।

এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করেছে, তা এর আগে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়ে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। প্রকৃতিতে তারই প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান, আবহাওয়ার পরিবর্তন তারই একটা নমুনা। এই স্তরে যদি মানুষ তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রকৃতি হয়তো আর রুদ্র রূপ ধারণ করবে না। ১৯৮০'র দশক থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রতি বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে গড়ে দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর উষ্ণতা এই গতিতে বাড়তে থাকলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে কুমেরুর বিস্তীর্ণ এলাকায় বরফ গলে যাবে। আমাদের কাছে হিমালয় অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "গঙ্গোত্রী হিমবাহসংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বরফ গলে হিমবাহের গায়ে গর্ত বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে যে, "গত শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও আবহাওয়া জগতে এই বৃদ্ধি অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।" এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সেন্টিমিটার এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সেন্টিমিটারে পৌঁছবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্থল ও জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিভিন্ন প্রতিবেশের ওপর যেমন– শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্কভূমির প্রতিবেশ, অভ্যন্তরীণ জলজ প্রতিবেশ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় প্রতিবেশ, কৃষি প্রতিবেশ, বন প্রতিবেশ, দ্বীপ প্রতিবেশ, পর্বত প্রতিবেশ, মেরু প্রতিবেশ প্রভৃতি এবং এর প্রভাব সর্বোপরি মানুষসহ সকল জীবের উপরে আসন্ন বলেই প্রতীয়মান।

৮.২ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
(Bangladesh Context)

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে। নদীপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং পানিতে লবণাক্ততা দেখা দেবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। আশংকা করা হচ্ছে এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫-১৭ ভাগ এলাকা সাগরে তলিয়ে যাবে এবং বাস্তুহারা হবে ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ। এ ছাড়া নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন–হঠাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা এবং নদীতীর বা মোহনায় ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় **জলবায়ু অভিবাসীর অর্ধেকই হবে বাংলাদেশ থেকে**। জরুরী উদ্যোগ এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে বন্যা ও ফসলের উৎপাদন নষ্ট হয়ে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশর প্রায় দুই কোটি মানুষ অভিবাসী হওয়ার ঝুঁকিতে যাবে।

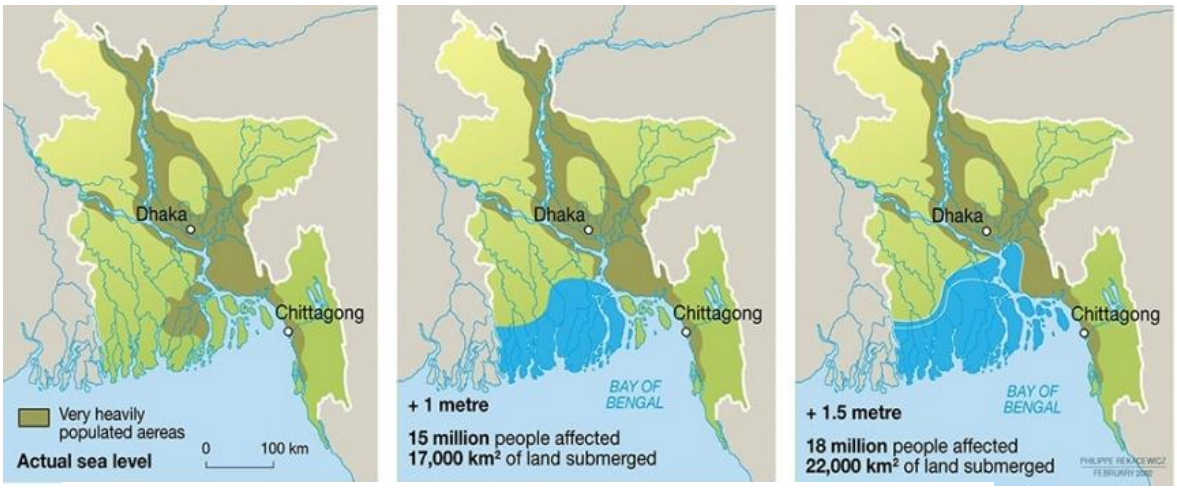

চিত্র ৮.১ ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাপেক্ষে প্লাবিত অঞ্চল

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী তিন দশকে প্রায় ৩ কোটি মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল জীবিকায়ন এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে জলবায়ু সৃষ্ট অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সক্রিয় অঞ্চল হিসেবে পরিণত হতে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এখানকার দেশগুলো দ্রুত পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এখানে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বর্তমান সময়ের চেয়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। বেশ আশঙ্কার বিষয় হলো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বৃহৎ নগরকেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির আশঙ্কায় থাকা উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। আর এ কারণে এসব এলাকায় অভিবাসীদের আগমনের হার বাড়তেই থাকবে। তাই সম্ভাব্য জলবায়ু অভিবাসীদের বিষয় টিকে মাথায় রেখে অবিলম্বে নীতিনির্ধারকদের উচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৯ সালের অর্ধ-বার্ষিকী প্রতিবেদনের হিসাব মতে, দেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রায় ১৭ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। যার বেশির ভাগই ঘটেছে বিভিন্ন উপকূলীয় জেলাগুলোতে। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ৩

কোটি ৩০ লাখ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এই দুর্যোগকে আরও বাড়িয়ে দিবে। ২০৮০ সালের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭ % ভূমি।

সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির অনুমেয় সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব হলো চাষযোগ্য জমি, মাটি এবং পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং তার পরিণতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব। এটিই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বাস্তুচ্যুতির অন্যতম বড় কারণ।

মূল ভূখন্ড এলাকায় বাস্তুচ্যুতির প্রধান কারণ নদী ভাঙন ও বন্যা। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এলাকায় নিয়মিত খরাও মানুষের বাস্তুচ্যুতির আরেকটি কারণ। ভূতাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি সক্রিয় ভূ-চ্যুতির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। এ কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি প্রবণ উচ্চ মাত্রার তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম।

ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং সবুজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের হার ৮০ % পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

৮.৩ প্রেক্ষিত আড়াইহাজার

আড়াইহাজার পৌরসভার ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া উচিত। সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন ঝুঁকি-জোন সাপেক্ষে আড়াইহাজারের অবস্থান নিরুপন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে করে আমরা জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারি। প্রথমত, অবস্থান বিশ্লেষন করলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

৮.৩.১ ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বসঃ

বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝূঁকি সংক্রান্ত জোনিং ম্যাপে (সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী) চারটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে ।

জোন ১ ঃ ন্যুনতম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ২ ঃ কম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৩ ঃ মধ্যম ঝূঁকিপূর্ণ
জোন ৪ ঃ অধিক ঝূঁকিপূর্ণ

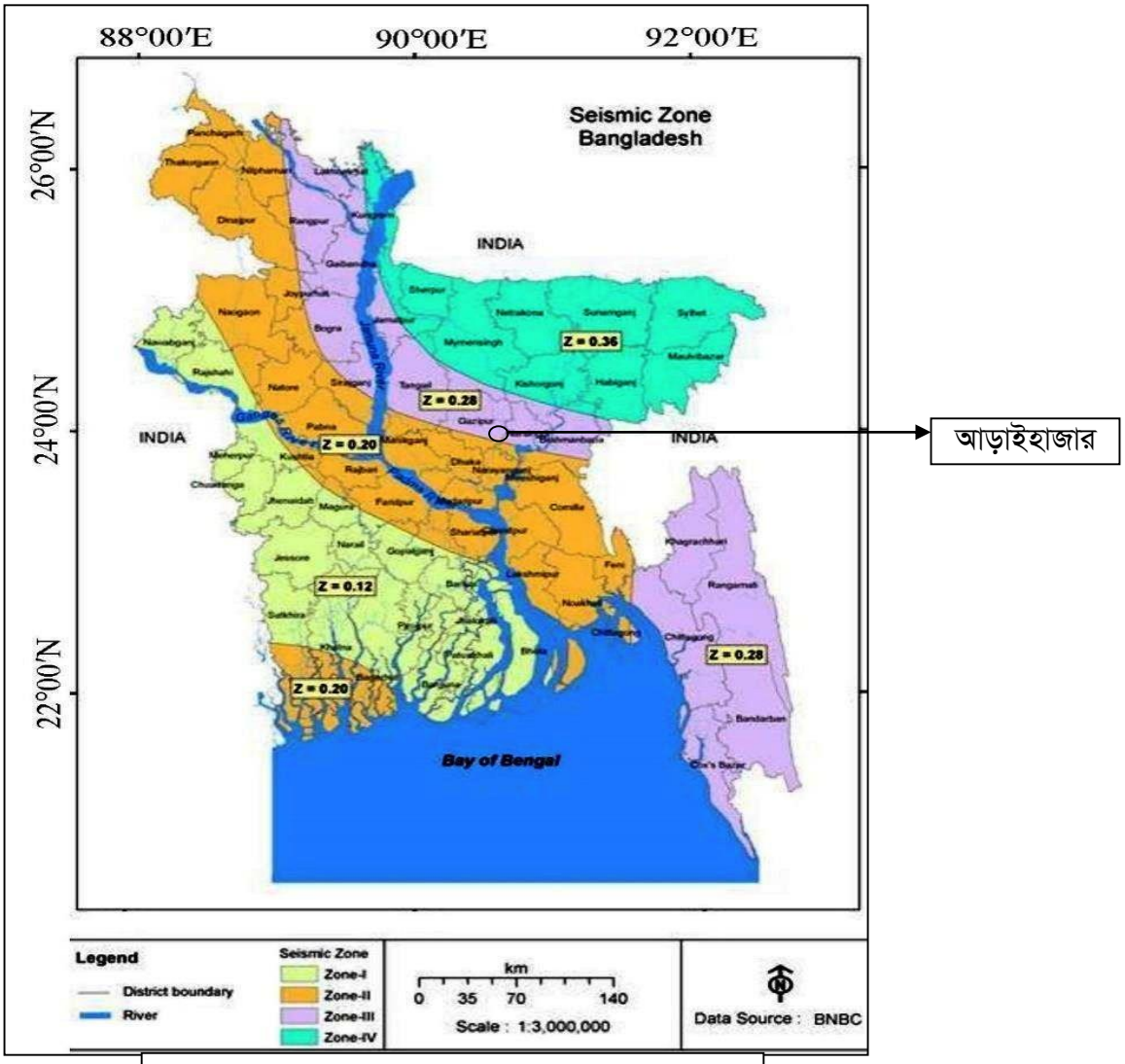

চিত্র ৮.২ ঃ ভুমিকম্প জোনিং ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **আড়াইহাজার পৌরসভা "জোন ২ঃ কম ঝুঁকিপূর্ণ"** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ে গুটিকতক বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব। সামান্য মাত্রার ভূমিকম্প (রিকটার স্কেল এ ৫.০ বা সমমাত্রার, যদিও এটাকে আরও পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে স্থানভিত্তিক আরও নির্দিষ্ট করা সম্ভব, সেজন্য একটি ভিন্ন সমীক্ষা প্রয়োজন) সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

৮.৩.২ বন্যা অঞ্চল

নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়, বাংলদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই নদীর অববাহিকা বা তদসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশের বেশীরভাগ নদীর নব্যতা কম, এ কারনে সাধারন অতিবৃষ্টিই বন্যায় রুপ নেয়। তাছাড়া যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থান ভাটির দিকে এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশ ভারতে বয়ে চলা পানির নির্গমন পথ হলো বাংলাদেশ, তাই বর্ষাকলে বন্যা আমাদের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন সহ একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা (Comprehensive Plan).

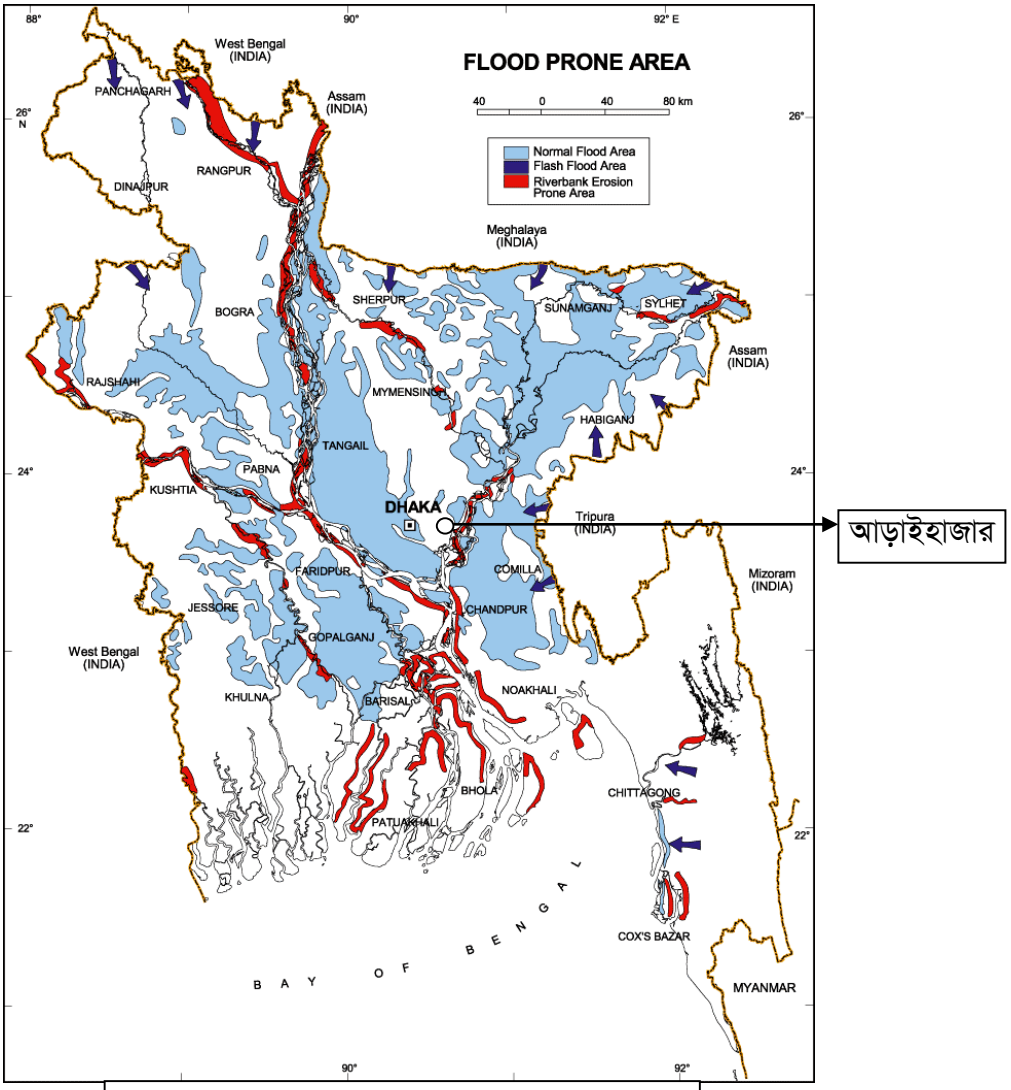

চিত্র ৮.৩ঃ বন্যা জোনিং ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **আড়াইহাজার পৌরসভা** এলাকা **মূলতঃ বন্যামুক্ত,** তবে নদী পার্শ্ববর্তী এলাকা **স্বাভাবিক বন্যা** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ এ এলাকায় বণ্যার প্রবণতা কম এবং নদীতে বাঁধ থাকলে এই এলাকাটি বন্যামুক্ত থাকবে বলে ধরে নেয়া যায় এবং সে কারনে উন্নয়ন কার্যক্রমের উপরে বন্যার তেমন কোন প্রভাব থাকবেনা।

৮.৩.৩ নদী-ভাঙন অঞ্চল

উপরোল্লিখিত কারনে বন্যা প্রকট হয় এবং নদী ভাঙনের কারন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত নদী-শাসন। বর্তমানে অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত নদী-শাসনের ফলস্বরুপ আমাদের অনেক এলাকাই ভাঙনের শিকার। ম্যাপে প্রদর্শিত লাল অঞ্চলগুলোতে উচ্চমাত্রার ভাঙন দেখা যায়।

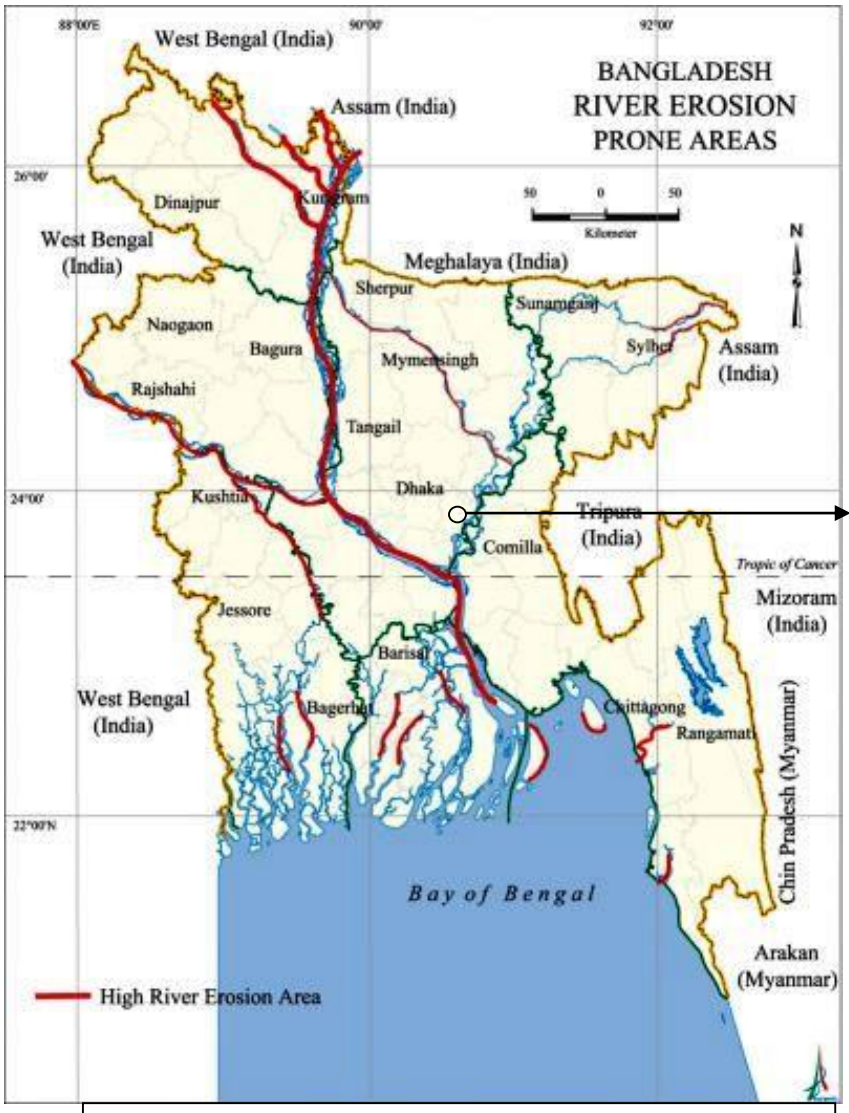

চিত্র **৮.৪** ঃ বাংলাদেশের নদী-ভাঙন ঝুঁকি ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

আড়াইহাজার পৌরসভা নদী-ভাঙনের কবল থেকে মুক্ত তবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত নদীর বাঁধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন বিবেচ্য। এ এলাকায় উন্নয়নের জন্য জল-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ সহ কিছু প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহন করতে হবে।

৮.৩.৪ খরা অঞ্চল

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ শীত, গ্রীষ্ম, বন্যা সবই বিদ্যমান। বর্তমানে গুরুতর না হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই ভয়ঙ্কর সময়ে খরাকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

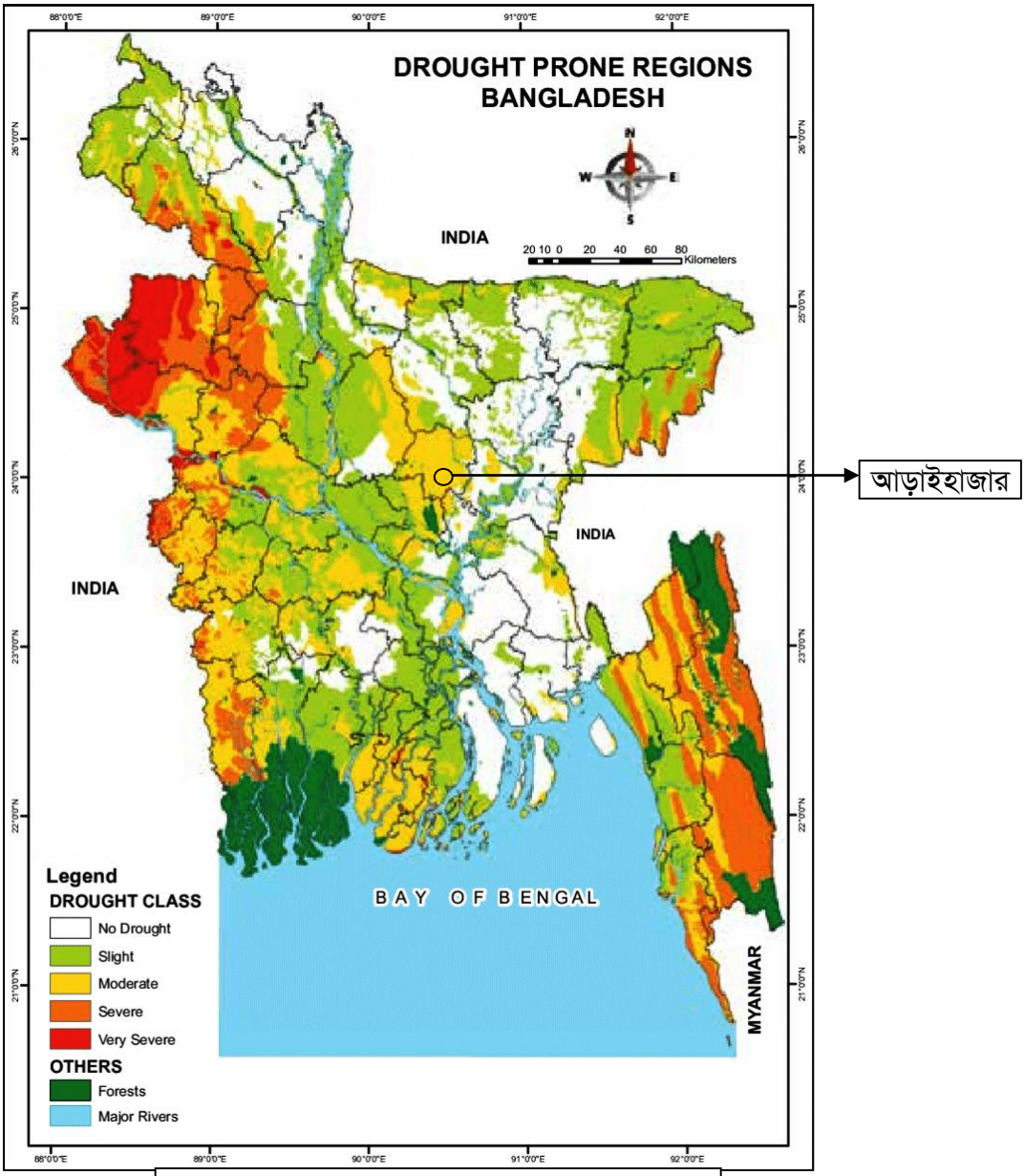

চিত্র **৮.৫**ঃ খরা জোনিং ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে অবস্থান অনুযায়ী, **আড়াইহাজার পৌরসভা "জোন ১ঃ No Drought "** অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ খরা সংক্রান্ত বিষয়ে আড়াইহাজার পৌরসভা কোন **ঝুঁকিতে নেই**।

৮.৩.৫ আর্সেনিক ঝুঁকিঃ

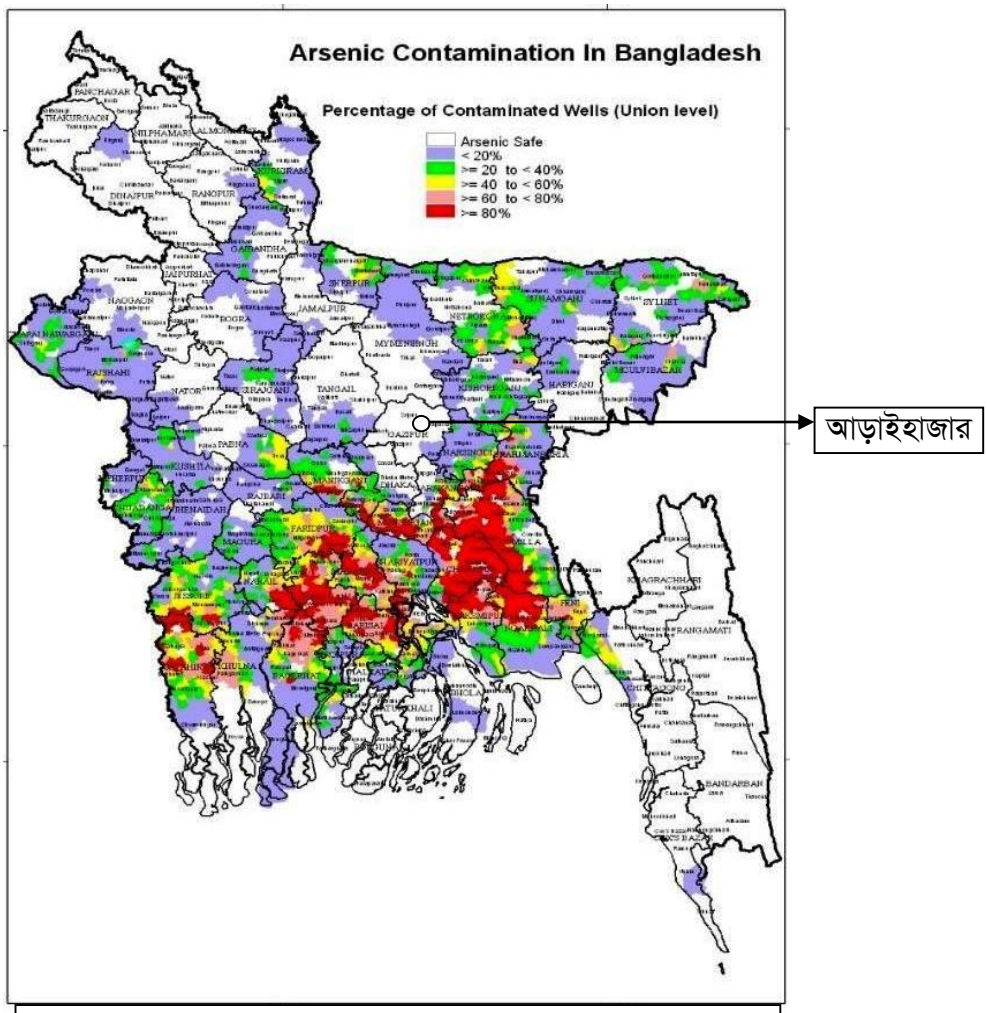

চিত্র **৮.৬**ঃ আর্সেনিক কন্টামিনেশান জোনিং ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

ম্যাপে প্রদর্শিত অবস্থান অনুযায়ী, **আড়াইহাজার পৌরসভা** অঞ্চলে **আর্সেনিক ঝুঁকি অনেক কম**। তবে স্থানীয়ক্ষেত্রে কতিপয় অগভীর নলকূপ স্থাপনের সময় আর্সেনিক উপস্থিতির নিদর্শণ পাওয়া গেছে। এই বিবেচনায় এবং পানি আমাদের জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অনুসঙ্গ হওয়ায়, গভীর/অগভীর নলকূপ এবং উত্তোলন পাম্প স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টেস্ট সম্পন্ন করেই সেটা করা উচিত হবে।

৮.৩.৬ সাইক্লোন ঝুঁকিঃ

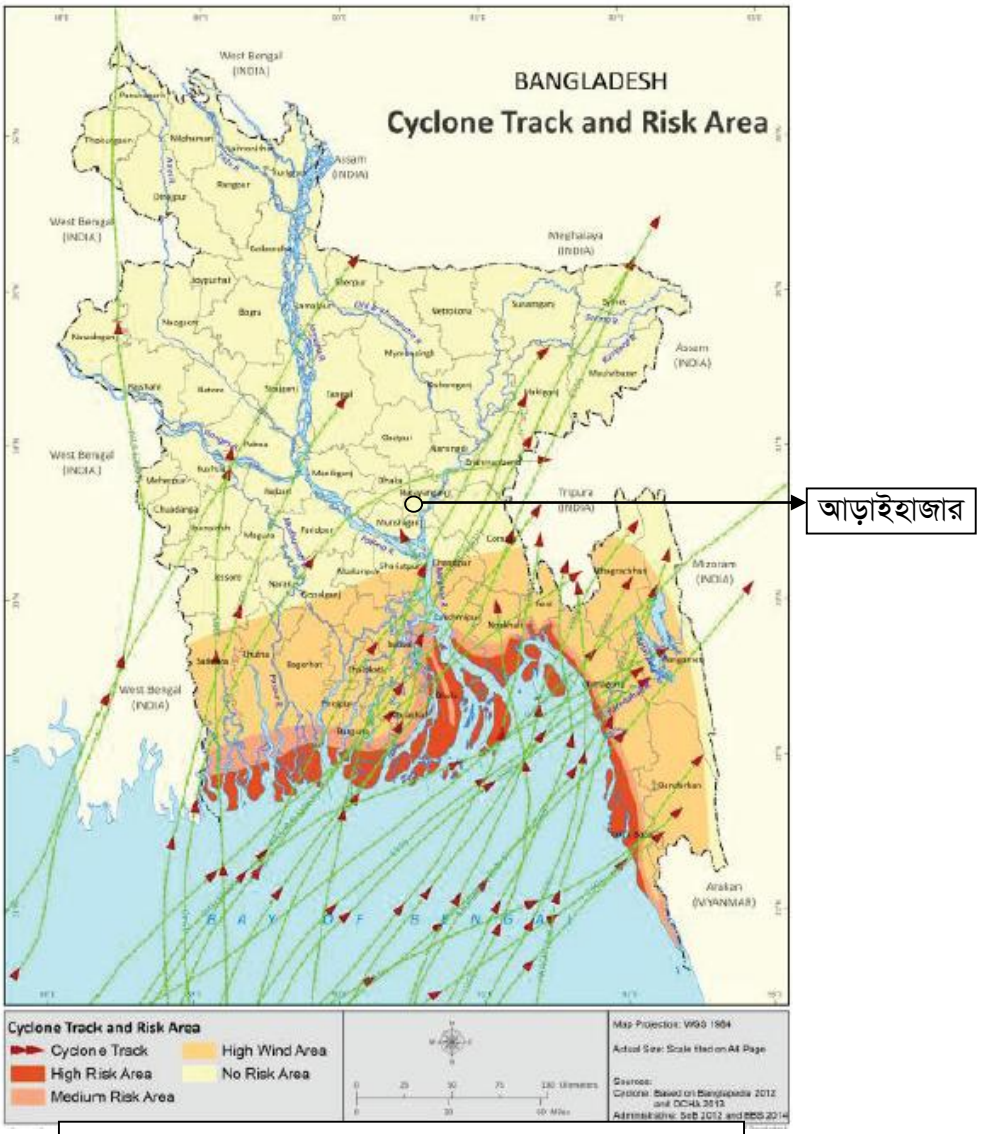

চিত্র **৮.৭**ঃ সাইক্লোন ট্র্যাকিং ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার অবস্থান

অবস্থান অনুযায়ী, **আড়াইহাজার** পৌরসভার কোন অংশই **" উচ্চ বায়ুপ্রবাহ জোন (High Wind Flow Zone)"** এবং এর অবস্থান **"No Risk Area"** তে হওয়ায় সাইক্লোন এ অঞ্চলের উন্নয়নে বেশী প্রভাব রাখবেনা।

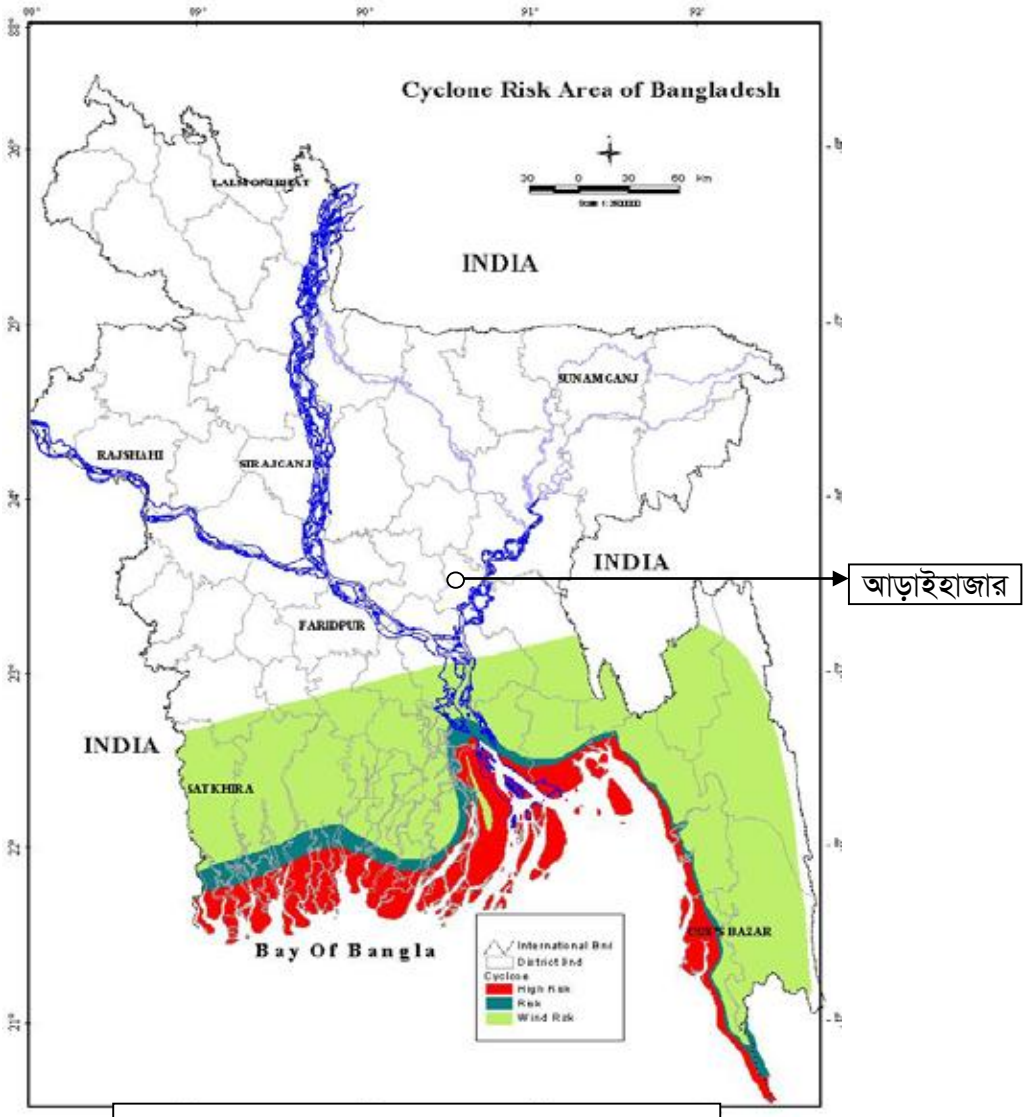

চিত্র **৮.৮**ঃ সাইক্লোন-রিস্ক ম্যাপে আড়াইহাজার পৌরসভার

উপরোক্ত চিত্র অনুযায়ী আড়াইহাজার পৌরসভা কোনো রিস্ক জোনের মধ্যেই পড়ে নাই এবং এটা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, সাইক্লোন সংক্রান্ত কোনো ধরনের ঝুঁকির (জলোচ্ছাস, ঝড়) মধ্যেই আড়াইহাজার পৌরসভা এবং এ অঞ্চলের উন্নয়নে এ সংক্রান্ত কোনো বিশেষ পূর্ব-সতর্কতা (Precaution) এর প্রয়োজন নেই।

৮. ৪ উপসংহার

বিভিন্ন ঝুঁকি জোনিং ম্যাপে পৌরসভার অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যাপারে আড়াইহাজার তুলনামূলক নিরাপদে রয়েছে। তবে মানবসৃস্ট দুর্যোগ (বিল্ডিং ধ্বস, বন উজারের কারনে ভূমিক্ষয়, পরিবেশের অবক্ষয়জনিত অবাসযোগ্য শহর ইত্যাদি) সম্পর্কে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে খুব সামান্য পদক্ষেপ যেমন অবকাঠামো উন্নয়নের পূর্বে ভূমিকম্প-সহনীয় (মধ্যম মাত্রার) কাঠামো নির্মাণ, জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় জল-নিরোধক/জল-সহিষ্ণু কাঠামো নির্মাণ, পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমেই ঝুঁকিমুক্ত টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব। সে লক্ষ্যেই, আড়াইহাজার পৌরসভা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালন নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর।

উপসংহার

Conclusion

৯.১ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা (Review of Pourashava Development Plan)

পৌরসভায় প্রতিনিয়ত ভৌত অবকাঠামো, উন্নয়নের অগ্রাধিকার, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়। এই কারনে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়মিত পর্যালোচনা করা দরকার যাতে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে। এই বিবেচনায়, নবিদেপ প্রকল্পের ইউজিআপের দ্বিতীয় ধাপে প্রতি বছর পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মূল বিষয়বস্তু ও পর্যালোচনার পদ্ধতি নিম্নে বর্ননা করা হল-

৯.২ বিষয়বস্তু পর্যালোচনা (Subjective Review)

আবর্তক পরিকল্পনার আলোকে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা, দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী, জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী ও অন্যন্যে বিষয় সমূহ আলোচিত হয়। দ্বিতীয় ধাপে যে বিষয়বস্তুসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে তা নিম্নে প্রদান করা হল-

- বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা যা পৌরসভার প্রকৌশল শাখা এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে হবে।
- দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করে তা সন্নিবেশিত করা।
- জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করে তা সন্নিবেশিত করা।
- এছাড়াও অপারেশন এন্ড মেইনটেইনএন্স পরিকল্পনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবেশগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্নবিবেচনা করা।

৯.২.১ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার তালিকা পূর্নবিবেচনা করা

বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রতি বছর অবশ্যই পর্যালোচনা করা উচিত যা পৌরসভার পরিবর্তিত অবস্থার সাথে বিবেচনা করা হয়। এটা পৌরসভার বর্তমান অবস্থাকে চিহ্নিত করে এবং জনগনের চাহিদাকে তুলে ধরে। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনা করা হয়-

- মৌলিক অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা নিরুপণ যা দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার কারনে হয় এবং যা সময়ের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়।
- মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন যা নতুন আবাসন, বাজার এবং বানিজ্যিক ভবনের কারনে হয়।
- জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ, রেল সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প যার কারনে চারপাশের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে।

- মানুষের চাহিদার পরিবর্তন যা পরামর্শক সভা, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও অন্যান্য উপায়ে নিরুপিত হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে যা ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে চিহ্নিত হবে।

৯.২.২ দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা

মৌলিক নীতি, পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রধান কার্যাবলী এবং পৌরসভায় দারিদ্র হ্রাসকরণে বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্দেশ করে পৌরসভা একটি দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে, পৌরসভা একটি দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করবে, যেখানে লক্ষ্যভুক্ত বস্তিতে বিস্তারিত উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা ও এ সম্পর্কিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখ থাকবে। যদিও UGIAP অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা ২য় পর্যায়ের কাজ, তথাপি পৌরসভা যতদ্রুত সম্ভব দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। (সংযুক্ত-১)

৯.২.৩ জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা

মৌলিক নীতি, পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদিতব্য প্রধান কার্যাবলী এবং জেন্ডার ইস্যু মোকাবেলায় বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্দেশ করে পৌরসভা একটি জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তাবয়ন করবে। দ্বিতীয় পর্বে, পৌরসভাসমূহ জেন্ডার কৌশলের আলোকে জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা (GAP) প্রণয়ন করবে যেখানে, জেন্ডার সমতা আনয়নে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। যদিও UGIAP অনুযায়ী জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা ২য় পর্যায়ের কাজ, তথাপি পৌরসভা যতদ্রুত সম্ভব জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে। (সংযুক্ত-২)

৯.২.৪ অপারেশন এন্ড মেইনটেইনএন্স

মৌলিক অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয়সমূহের অবস্থা বিবেচনা করে পৌরসভা প্রতিবছর ও এন্ড এম (O&M) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। O&M পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা প্রতিবছর বরাদ্দ রাখবে। পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ নিয়মিতভাবে অবকাঠামোর অবস্থা পর্যালোচনা করবে এবং O&M পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিদর্শনের ফলাফল প্রদর্শিত হবে।

৯.৩ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (Review Process)

এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। পৌরসভা নিম্নোক্ত উপায়ে অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে পারে-

- এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির সভার আলোচনার উপর নির্ভর করে। পর্যালোচনা করে যে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হবে তা অবশ্যই শহর সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও শহর সমন্বয় কমিটির সভা ছাড়াও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পৌরসভা পর্যায়ে, ওয়ার্ড পর্যায়ে ও কমিউনিটি পর্যায়ে সভার আয়োজন করা হবে।

৯.৪ 'পর্যালোচনায় গুরুত্ব প্রদান (Emphasize on Review)

পৌরসভা প্রতি বছর পিডিপি পর্যালোচনা করবে যার মাধ্যমে জনগনের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে। পিডিপি প্রস্তুতকরণে যে বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নে প্রদান করা হল-

- সরকারী পরিকল্পনা ও নীতি পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জড়িত;
- উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর সরকার ও অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস হতে বাজেট বরাদ্দের পরিমান;
- পৌরসভার উন্নয়নের ধরন;
- পৌরসভার উন্নয়নের জন্য সুযোগ তৈরী করা এবং
- পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা।

৯.৫ উপসংহার (Concluding Remarks)

আবর্তক পরিকল্পনা ব্যবস্থা পৌরসভাসমূহকে পুনরায় পরিকল্পনার সুযোগ তৈরী করে দেয় যেটা চাহিদার উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। এর মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের একটি বাস্তব সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অর্থের যোগানের বিষয়েও এ পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। আবর্তক পরিকল্পনা প্রতি বছর করার ফলে তথ্য উপাত্ত আধুনিকরন হয় যেটা আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত জনগনের চাহিদার বিশ্লেষণ করবে এবং প্রকল্পের ফলাফলও এর মাধ্যমে বিশ্লেষিত করা সম্ভব হবে।

জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান, ২০২১-২০২৬

Gender Action Plan (GAP), 2021-2026

পৌরসভা ঃ আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।

এই এ্যাকশন প্ল্যানের নিম্নলিখিত ক্রমিক নং এবং করণীয়সমূহ পৌরসভার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্থন করে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হবে। প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বিস্তারিতভাবে প্রস্তুত করা হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
১	নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন	চলমান	১. একজন নারী কাউন্সিলরকে প্রধান করে কমপক্ষে ৬০% নারী সদস্যসহ নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন ২ সকল নারী কাউন্সিলরকে কমিটির অন্তর্ভূক্ত করা ৩. কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব একজন পৌর স্টাফের উপর অর্পণ ৪. প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী অন্যান্যদের কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরন ৫. নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী ৬. প্রজ্ঞাপন ও কমিটির তালিকা পৌর পরিষদে বিতরণ ৭. প্রজ্ঞাপন ও কমিটির তালিকা PMO তে প্রেরণ	প্রতিবার কমিটি গঠন ও পুন:র্গঠনের সময়; চলমান	পৌর পরিষদ	প্রযোজ্য নয়
২	নির্ধারিত কার্য পরিধি অনুযায়ী নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পরিচালনা	চলমান	১. কমিটির সভাপতি সভা আহবান করে মাসিক মিটিং করবেন ২. প্রতি মাসে সভার ৭ দিন আগে সভার নোটিশ তৈরী ও বিলিকরণ ৩. কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠান ৪. সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা ৫.সভার রেজুলেশনে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত যথাযথভাবে উল্লেখ ৬. সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রেজুলেশন প্রকাশ করা/ সদস্যদের মধ্যে বন্টন ৭. নির্ধারিত কর্মপরিধি অনুযায়ী কমিটির যাবতীয় কাজ সম্পাদন	প্রতি মাসের যে কোন একটি কর্মদিবসে; চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারী	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩	জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১. জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা প্রণয়ন ২. বিস্তারিত জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন	জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা প্রণয়ন করে TLCC -এর অনুমোদন সাপেক্ষে পিডিপিতে উপস্থাপ	মার্চ,২০২০	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, সহায়ক	প্রযোজ্য নয়

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
			১. জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা ২. পর্যালোচনার মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে বাজেট, সময়সীমা ও দায়িত্ব বন্টনসহ GAP প্রণয়ন করা ৩. GAP বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা ৪. GAP প্রস্তুত করে TLCC সভায় এর বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনাসহ অনুমোদন	ডিসেম্বর,২০২২	কর্মকর্তা/কর্মচারী	-
		৩. GAP বাস্তবায়ন	১. পৌর রাজস্ব বাজেট হতে প্রতি বছর ২-৩% অর্থ বরাদ্দ (বরাদ্দের পরিমান প্রতি বছর পূর্ববর্তী বরাদ্দের উপর ১০% হারে বৃদ্ধি) ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ২. GAP বাস্তবায়নে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পিএমও-তে প্রেরণ ৩. TLCC সভায় GAP বাস্তবায়নের বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ	জুলাই ২০২২ থেকে চলমান	পৌরসভা, সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, টিএলসিসি	-
৪	স্থায়ী কমিটি সমূহে, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং অন্যান্য সকল কমিটিতে নারী সদস্যের নির্ধারিত হার নিশ্চিতকরণ	চলমান	১. কমপক্ষে ৬০% নারী সদস্যসহ নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা ২. অন্যান্য সকল স্থায়ী কমিটি এবং দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটিতে ৪০% নারী সদস্য নিশ্চিত করা ৩. নারী কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে 'নারী ও শিশু বিষয়ক' এবং 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক' স্থায়ী কমিটি গঠন ৪. WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ১ জন নারী সদস্য এবং ৪০% নারী সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করন ৫. TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ২ জন নারী সদস্যসহ ১/৩ নারী সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করন	প্রতি অর্থ বছরের জুন মাস	পৌর পরিষদ, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
৫	কমিটিসমূহে নারী সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ	চলমান	১. নারী সদস্যদের আসন সামনের দিকে নির্ধারণ করা ২. নারীদের মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ রাখা (যেমন: TLCC সভায় কমপক্ষে ১৫ মিনিট) ৩. রেজুলেশনে নারী সদস্যদের মতামত নাম ও পদবীসহ উল্লেখ করা এবং সিদ্ধান্তসমূহে নারীর মতামতের প্রতিফলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা ৪. অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নারী সদস্যদেরকে কমিটির কার্যাবলীতে সক্রিয় রাখা ৫. পৌরসভা নিশ্চিত করবে যে TLCC এবং অন্যান্য কমিটি'র নারী সদস্যরা তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্ম্পকে অবগত করা।		পৌরপরিষদ, সকল স্থায়ী কমিটি, WC, TLCC	প্রযোজ্য নয়

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
৬.	নারী প্যানেল মেয়র নির্বাচন	চলমান	১. পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের/ নারী কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে একজন দক্ষ নারী কাউন্সিলরকে প্যানেল মেয়র হিসেবে নির্বাচন		পৌর পরিষদ	প্রযোজ্য নয়
৭.	দিবস উদযাপন	চলমান	পৌর এলাকার নারীদেরকে নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং পৌরসভা ভিত্তিক র‍্যালী আয়োজন করা র‍্যালী শেষে পৌরসভায় কেন্দ্রীয়ভাবে সভা অনুষ্ঠান	চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৮.	সচেতনতামূলক কার্যত্রম উদ্বুদ্ধ করার জন্য উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান	চলমান	১. নারী কাউন্সিলরদের নের্তৃত্বে উঠান বৈঠক করা, ২. এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নানা সামাজিক বিষয়ের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে বিষয় নির্বাচন ৩. উঠান বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে অংশগ্রহনকারীদের জানানো ৪. যথযথভাবে উঠান বৈঠক সম্পন্নকরন ৫. রেজুলেশন প্রস্তুতপূর্বক অংশগ্রহনকারীর স্বাক্ষর/ টিপসইসহ তালিকা ও ছবিসহ পিএমও-তে প্রেরণ	চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
৯	নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	১. কম্পিউটার প্রশিক্ষন	১. ১০০ জন(পর্যায়ক্রমে) ইচ্ছুক নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৪. প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরনের ব্যবস্থা করা ৫. শিক্ষানবিসকাল ৯০ কর্ম দিবস	জুলাই,২০২৩ চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		২. বাঁশ ও বেতের উপর প্রশিক্ষণ	১.১০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৪. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৫. শিক্ষানবিসকাল ১০ কর্মদিবস ৬. ব্যবসার সময় পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে	জুলাই,২০২৩ চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
		৩. নারীদের আর্থিক সাহায্য চিকিৎসা সেবা ও ঘর মেরামত বাবদ	১. বছরে ১০০ জন অভাবী নারীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যাবলী তদারকী করা	২০২১-২০২৬	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৪. বিউটি পার্লারের উপর প্রশিক্ষণ	১.১০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী সক্ষম নারীকে উক্ত প্রশিক্ষনের জন্য চিহ্নিত করন ২.প্রশিক্ষনের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য শর্তাবলী প্রস্ত ৩.বিউটি পার্লারের সাথে চুক্তি ৪.নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষনের কার্যাবলী তদারকী করা। ৫.শিক্ষানবিসকাল ৯০ কর্মদিবস ৬.প্রশিক্ষন চলা কালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা দিন ভাতার ব্যবস্থা করা।	২০২১-২০২৬	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৫.প্যাকেট/ ঠোঙা বানানোর প্রশিক্ষণ	১. ১০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও/ কারিগর-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৫. শিক্ষানবিসকাল ২০ কর্মদিবস ৬. ব্যবসা শুরু করার জন্য পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা হবে।	২০২১-২০২৬	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৬. দর্জীর কাজ সহ বিভিন্ন সেলাই প্রশিক্ষণ	১.৩০০ জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও- এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৫. শিক্ষানবিসকাল ৯০ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৭. প্রশিক্ষনে যারা ভারো করবে তাদের মেশিন প্রদান এবং স্বল্প পুজির ব্যবস্থা করা।	২০২১-২০২৬	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৭. বেদে পল্লীতে রাস্তা নির্মান	১. বছরে ১০০ জন অভাবী নারীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যাবলী তদারকী করা	২০২১-২০২৬	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
১০.	*পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড/ কর্মসূচীতে নারী কর্মী নিয়োগ *পৌর পুকুর লেক ইত্যাদি নারীদের নামে বরাদ্দ	১. পৌরসভার তত্বাবধানে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মান ১.পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত পুকুর/লেক/ শহরের হাজা মজা পুকুর গুলি নারীদের নামে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।	১. নারীদের কর্মসংস্থান এবং চাকুরী জীবি মায়েদের সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিবেচনা করে একটি ডে কেয়ার সেন্টার নির্মান। ২. সেন্টারটি পরিচালনার জন্য নারী কর্মি নিয়োগ ৩. প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা *বরাদ্দকৃত পুকুর গুলোতে মাছ চাষের মাধ্যমে আয় করা সম্ভব *পৌরসভা থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে	চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
১১.	জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের জন্য জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ	১. স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ২. অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সাধারণ প্রশিক্ষণ	২০২১-২০২৬ অর্থবছরে কমপক্ষে একবার, এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
১২.	দরপত্র আহ্বানের দলিলে মূল শ্রমমান সম্বন্ধীয় একটি ধারা অন্ড়র্ভুক্ত করা। -ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানের সময় কন্ট্রাক্টরদের ধারা বাস্ড়বায়নের উপর পরিচিত করা। ধারার মধ্যে জেন্ডার এবং মূল শ্রমমান অন্তর্ভুক্ত রাখা।	১. অবকাঠামো নির্মাণে অন্ততঃ ২০% নারী শ্রমিক নিয়োগ	১. বিড ডকুমেন্টে জেন্ডার বিষয়ক কোর লেবার স্ট্যান্ডার্ড সংযুক্তকরণ ২. অবকাঠামো নির্মাণের বিড ডকুমেন্টে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ জুড়ে দেওয়া: (ক) অবকাঠামো নির্মাণে কমপক্ষে ২০% নারী শ্রমিক রাখতে হবে (খ) স্বাক্ষর/টিপসহি সহ নাম, লিঙ্গ, বয়স এবং দৈনিক মজুরীর তথ্য সমৃদ্ধ শ্রমিকদের হাজিরা তালিকা তৈরী ও পৌরসভার নিকট হস্তান্তর অবশ্যই করতে হবে (গ) কন্ট্রাক্টরদেরকে নারীদের জন্য টয়লেট ও পানির সু-ব্যবস্থা করতে হবে (ঘ) সম কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরী নিশ্চিত করতে হবে (ঙ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী সুপারভাউজার নিয়োগ (চ) পেশাগত নিরাপত্তা ও নারী শ্রমিকদের প্রদানকৃত সুবিধাদি সম্পর্কে নারীসহ সকল নির্মাণ শ্রমিককে অবহিত করতে হবে এবং এর প্রমাণস্বরূপ এরূপ অবহিতকরণের ব্যানারসহ ছবি তুলে/ভিডিও করে সফট কপি/হার্ড কপি পৌরসভার নিকট জমা দিতে হবে ৩. সকল কন্ট্রাক্টরদের এ সকল বিষয়ে অবহিতকরণ ৪. জেন্ডার কমিটি কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন এবং প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	অবকাঠামো নির্মাণের সময়	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ঐ
১৩.	নারীদের অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ		১. SIC নারী সদস্যদের অবকাঠামো O&M- এ প্রশিক্ষণ প্রদান ২. SIC নারীদের অবকাঠামো O&M-এ নিয়োজিত করা	পৌর পরিষদ সিদ্ধান্ত গৃহীত (২০২১-২০২৬)	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ঐ

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
১৪.	নারী বান্ধব অবকাঠামো	১. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে নারীদের অংশগ্রহণ	অবকাঠামোর পরিকল্পণা ও স্থান নির্বাচনে অন্তত ৩০% নারীর মতামত নেয়া	জুলাই ২০২৩ থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		২. নারী কাউন্সিলর ও নারী স্টাফদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা;	পৌরসভার নারী স্টাফ ও কাউন্সিলরদের জন্য যথাযথ স্থানে নারী টয়লেট বরাদ্দ করন ও এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরন	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৩. পৌরসভায় সেবা নিতে আগত নারীদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী সেকশন স্থাপন	১.পৌরসভায় সেবা নিতে আগত নারীদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী সেকশন স্থাপন ২. নারী সেকশনে নারী স্টাফ নিয়োজিতকরন ৩. রেজিস্টার পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথভাবে সেবা প্রদান	চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
		৪. বাস টার্মিনালে নারী যাত্রী ছাউনি ও বসার স্থান নির্মাণ	১. নারীদের অংশগ্রহণে ডিজাইন তৈরী ও প্রাক্কলন করা ২. ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন ৩. এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করন	২০২৩-২০২৪	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৫. পৌর মার্কেটে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ	১. পৌর মার্কেটে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ ২. নারী কেয়ার টেকার নিয়োগ ৩. টয়লেটের ব্যবহারোপযোগীতা নিশ্চিতকরন	মার্কেটের নক্শা প্রণয়নের সময় থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
		৬. নারী বান্ধব পৌর পার্ক	১. পৌর পার্কে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা ২. পৌর পার্কে নারীদের জন্য নিরাপদ বসার স্থানের ব্যবস্থা ৩. নারীদের নিরাপত্তার জন্য পৌর পার্কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা	পৌর পার্ক নির্মাণ/ মেরামতের সময় থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
১৫.	নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ	নারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় উৎসাহিত করার জন্যে পৌর মার্কেটে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ	১. পৌর মার্কেট নির্মাণের পর নারী ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ রাখা এবং অন্য মার্কেট গুলিতে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য পৌরসভা হতে সহযোগিতা করা। ২. নারীদের জন্য জামানতের পরিমাণ শিথিল করা ৩. ব্যাবসার পরিবেশ তৈরী করা।	পৌর মার্কেটে দোকান বরাদ্দের সময় হতে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	
১৬.	কাঁচা বাজারে নারী বিক্রেতাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা/ বউ বাজার সৃষ্টি	চলমান	১.দরিদ্র নারী বিক্রেতা (ফেরীওয়ালা) চিহ্নিত করা ২.পৌর কাঁচা বাজারে কিংবা সুবিধাজনক স্থানে নারী বিক্রেতাদের ব্যবসার স্থান দেয়া	চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ঐ
১৭.	বস্তি উন্নয়নের নিমিত্তে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়নে কমপক্ষে ৭৫% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	প্রকল্পের অনুমোদিত বস্তি সমূহে বস্তি উন্নয়নের কাজে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়নে কমপক্ষে ৭৫% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	নারীদের অংশগ্রহনে: ১. অবকাঠামোর চাহিদা নিরূপণ ২. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন ৩. CAP আলোচনা, প্রণয়নের পরিকল্পনা ও প্রস্তুত	বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠনের অব্যবহিত পর	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
১৮.	নারী বান্ধব বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিচালনা	১. নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন ২. SIC সমূহের যথাযথ পরিচালনা	৮০% নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন SIC দ্বারা বস্তি উন্নয়নের যাবতীয় কাজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা	সার্চ ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক এবং দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
১৯.	দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নারীদের প্রাধান্য নিশ্চিতকরণ	দারিদ্র্য হ্রাসকরণের যাবতীয় কাজ নারী বান্ধব করণে নারীদের প্রাধান্য নিশ্চিতকরণ	১. দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে ঘর মেরামতের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ২. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কর্মসংস্থান তৈরীতে ঋণ প্রদানের কর্মসূচীতে GAP এর আওতায় আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	জুলাই ২০২২ থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
২০.	সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ	১. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন ২. সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ	১. নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যসহ দায়িত্বরত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ২. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	পৌরপরিষদ	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২-৩% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
২১.	নারী নির্যাতনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, রেকর্ডকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১. পৌর এলাকায় নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্র ও রেকর্ডকরন ২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন ৩. তথ্যাবলী PMO তে প্রেরণ	১. পৌর সালিশ বোর্ড পৌরসভায় আনীত অভিযোগ এবং নারী নির্যাতন বিষয়ে আইনী সহায়তা কেন্দ্র ও NGO থেকে তথ্য সংগ্রহ, রেকর্ডকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ ২. এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রির্পোট তৈরী করা।	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র,পৌর সালিশ বোর্ড, নারী ও শিশু বিষয়ক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভার সচিব	
২২.	অসহায় ও দুঃস্থ নারীদের জন্য আইনী পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন অসহায় ও দুস্থ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান	১. সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য সার্বিক ভাবে আইনি পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন ২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন। ৩. অসহায় ও দুস্থ নারীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন ।	১. সামাজিক ভাবে নির্যাতিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের সহায়তায় জনবহুল এলাকাগুলিতে মহিলা পুলিশ দিয়ে নারীদের নিরাপত্তার জন্য সহযোগীতা করা। ২. জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সহায়তার জন্য যোগাযোগে সহযোগিতা করা ৩. পৌরসভার নারী কাউন্সিলর দের সমন্বয়ে একটি প্রতিরোধ সেল গঠন যা নির্যাতিত নারীদের প্রাথমিক ভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে। ৪. পৌরসভার কর্তব্যরত ডাক্তার দ্বারা সপ্তাহে একদিন দুসাথ মহিলা ও শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। ৫.	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র,, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌর স্বাস্থ্য শাখা এবং পৌরসভা।	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
২৩.	প্রশিক্ষণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান ও গুরুত্ব	১. পৌরসভার নারী স্টাফসহ TLCC, WC নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া	১. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পৌরসভার নারী স্টাফসহ TLCC, WC নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া ২. সকল নারী স্টাফের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা ৩. এর মনিটরিং	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
২৪.	পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় নারীদের অগ্রাধিকার	১. পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	১.স্টাফ নিয়োগের সময় পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিজ্ঞাপন দেয়া যাতে নারীরা আবেদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান ২.স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান ৩.এর মনিটরিং	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র, পৌর পরিষদ, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	-
২৫.	GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং	১. GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ফরমেট পুরণ ও পিএমও-তে রিপোর্টিং	১. GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রকল্প নির্ধারিত মনিটরিং ফরমেট সঠিকভাবে পুরণ ২.প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরণকৃত মনিটরিং ফরমেট এবং GAP বাস্তবায়ন বিষয়ক গণগত রিপোর্ট পিএমও-তে প্রেরণ	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	-

সচিব
আড়াইহাজার পৌরসভা

মেয়র
আড়াইহাজার পৌরসভা

দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১-২০২৬

Poverty Reduction Action Plan (PRAP), 2021-2026

পৌরসভা ঃ আড়াইহাজার

এই এ্যাকশন প্ল্যানের নিম্নলিখিত কর্মতৎপরতা এবং করণীয়সমূহ আপনার পৌরসভার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫ % বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে মোট বাজেট বরাদ্দ করা হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক দারিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে প্রস্তুত করা হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
১.	দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন।	চলমান	১. একজন কাউন্সিলরকে (সাধারণ/সংরক্ষিত আসন) প্রধান করে কমপক্ষে ৪০% নারী সদস্যসহ দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন ২. এই কমিটির নথি-পত্র ব্যবস্থাপনা সহ যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা/দায়িত্ব প্রাপ্ত বস্তি উন্নয়ন কর্মকতার উপর অর্পণ। ৩. প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যঃ মেয়র, পদাধিকার বলে সদস্য, ২ জন কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন) সদস্য, একজন কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন/সাধারন আসন) কে কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরন । ৪. এই কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কমিটির প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য পৌরসভার প্রকৌশল শাখা প্রধান এবং কমপক্ষে ১ জন নারী সহ ২ জন দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিকে মেয়র কর্তৃক মনোনয়ন এবং অন্তর্ভূক্তকরন। ৫. দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারী ৬. প্রজ্ঞাপন ও কমিটির তালিকা পৌর পরিষদে বিতরণ এবং PMU তে প্রেরণ	প্রতিবার কমিটি গঠন ও পুন:গঠনের সময়; চলমান।	পৌর পরিষদ মেয়র	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
২.	নির্ধারিত কার্য পরিধি অনুযায়ী দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন	চলমান।	১. কমিটির সভাপতি সভা আহবান করে মাসিক মিটিং করবেন ২. প্রতি মাসে সভার ৭ দিন আগে সভার নোটিশ তৈরী ও বিলিকরণ এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিকট নোটিশ পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।	প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের যে কোন একটি কর্মদিবসে;	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
	বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি পরিচালনা		৩. কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠান ৪. সভার কার্যবিবরণী তৈরী করা ৫.সভার কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত যথাযথভাবে উল্লেখ ৬. সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কার্যবিবরণী প্রকাশ করা/ সদস্যদের মধ্যে বন্টন (বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিকট বন্টনের বিষয়টি নিশ্চিতকরন) ৭. প্রকল্প নির্ধারিত কর্মপরিধি অনুযায়ী কমিটির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়।	চলমান		
৩.	টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং অন্যান্য সকল কমিটিতে দরিদ্র সদস্যের নির্ধারিত হার নিশ্চিতকরণ	চলমান।	১. WC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ২ (১জন নারী ও ১ জন পুরুষ) জন দরিদ্র সদস্যের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে। ২. TLCC তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ৭ জন দরিদ্র সদস্যের(২ জন নারী সহ) অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে।	চলমান	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়
৪.	দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (**PR**AP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১. দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান। ২. দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখার আলেকে বিস্তারিত দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	১.দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করে TLCC -এর অনুমোদন সাপেক্ষে পিডিপিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২. দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। ৩. পর্যালোচনার মাধ্যমে চাহিদার ভিত্তিতে বাজেট, সময়সীমা ও দায়িত্ব বন্টনসহ **PR**AP প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪. **PRAP** বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ৫. **PR**AP প্রস্তুত করে TLCC সভায় এর বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনাসহ অনুমোদন নেয়া হয়েছে।	মার্চ ২০২১ থেকে চলমান	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়
		PRAP বাস্তবায়ন	১. পৌর রাজস্ব বাজেট হতে প্রতি বছর ৫% অর্থ বরাদ্দ (বরাদ্দের পরিমান প্রতি বছর পূর্ববর্তী বরাদ্দের উপর ১০% হারে বৃদ্ধি) ও এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম চলমান। ২. **PR**AP বাস্তবায়নে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পিএমইউ-তে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান।	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে চলমান	পৌরসভা, সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি,	প্রযোজ্য নয়

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
			৩. TLCC সভায় **PR**AP বাস্তবায়নের বরাদ্দ, ব্যয়, পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ ৪. **PR**AP বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী **PRAP** বাস্তবায়ন		টিএলসিসি	
৫.	দারিদ্র অবস্থা নিরুপণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক বস্তির তালিকা করণ	প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী পৌরসভার সীমানার মধ্যে বস্তি চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	১. পৌরসভার বস্তি সমুহ চিহ্নিত করে তালিকাকরন করা হয়েছে। ২.চিহ্নিত বস্তি সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করা হবে। ৩.অগ্রাধিকার ভিত্তিক বস্তির তালিকা টিএলসিসি'তে অনুমোদন ৪.অনুমোদিত তালিকার কপি পি এম ও তে প্রেরণ	২০২১-২৬	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়
৬.	পৌরসভার মাঠ পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী ও CAP প্রস্তত	প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী পৌরসভার সীমানার মধ্যে প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে দারিদ্র হ্রাসকরনের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো নির্নয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	১. প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী দরিদ্রদের নিয়ে প্রাথমিক দল গঠন করা হবে। ২. প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) গঠন করা হবে। ৩. প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক দল , বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) এবং বস্তির জনগনের অংশগ্রহনে CAP প্রস্তত করা হবে।		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	
৭.	প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামো	প্রকল্প অনুমোদিত বস্তিতে অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	১. ১০০% দরিদ্র'র মতামতের ভিত্তিতে রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথ, স্ট্রীট লাইট, নলকূপ, টয়লেট, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদীর জন্য অবকাঠামোর পরিকল্পণা ও স্থান নির্বাচন করা।		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রকল্প কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী
৮.	বস্তির অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগনের অংশগ্রহণ	প্রকল্পের অনুমোদিত বস্তি সমূহে বস্তি উন্নয়নের কাজে কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে ১০০% দরিদ্র জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।।	দরিদ্র নারী পুরুষের (PG,SIC) অংশগ্রহনে: ১. অবকাঠামোর চাহিদা নিরূপণ ২. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন ৩. Community Action Plan (CAP) আলোচনা, প্রণয়নের পরিকল্পনা ও প্রস্তুত ৪. Community Action Plan (CAP) বাস্তবায়ন।		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
৯.	নারী বান্ধব বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন ও পরিচালনা	১. নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন করা হবে। ২. SIC সমূহের যথাযথ পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	৮০% নারী সদস্যের অংশগ্রহণে SIC গঠন SIC দ্বারা বস্তি উন্নয়নের যাবতীয় কাজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়
১০.	বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র এলাকা চিহ্নিত করণ	পৌরসভার সিমানার মধ্যে বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টার ও দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করণ কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।	১. জরিপের মাধ্যমে বস্তি বহির্ভূত এলাকায় দরিদ্র পরিবার এবং দরিদ্র ক্লাস্টার চিহ্নিত করণ। ২. বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টার ও পরিবারের চাহিদা নিরূপন। ৩. চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/ কর্মসূচী দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তকরণ ৪. এ সকল কার্যক্রম/ কর্মসূচীর সময়মত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়
১১.	কমিটিসমূহে দরিদ্র সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ	TLCC, WC সহ অন্যান্য কমিটিসমূহে দরিদ্র সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশ ও সহযোগী কৌশল তৈরীকরন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	১. দরিদ্র সদস্যদের আসন সামনের দিকে নির্ধারণ করা ২. দরিদ্রদের মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ রাখা (যেমন: TLCC সভায় কমপক্ষে ১৫ মিনিট) ৩. কার্যবিবরনীতে দরিদ্র সদস্যদের মতামত নাম ও পদবীসহ উল্লেখ করা এবং সিদ্ধান্তসমূহে দরিদ্র নারী পুরুষের মতামতের প্রতিফলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা ৪. অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দরিদ্র সদস্যদেরকে কমিটির কার্যাবলীতে সক্রিয় রাখা ৫. পৌরসভা নিশ্চিত করবে যে TLCC এবং অন্যান্য কমিটি'র দরিদ্র সদস্যরা তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্ম্পকে যথারীতি অবগত আছে ৬. সভার কার্যবিবরনী সকলের কাছে বিতরন এবং দরিদ্র সদস্যদের কাছে পৌছানো নিশ্চিত করণে বিশেষ নজর প্রদান।	সভা অনুষ্ঠানের সময়	মেয়র, পৌরপরিষদ, WC, TLCC	প্রযোজ্য নয়
১২	দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	৫০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) হোটেল ব্যবসার উপর প্রশিক্ষণ। (০৬ জনকে রান্না, ০৬ জনকে হোটেল ব্যবস্থাপনা, --জনকে ক্যাটারিং এবং -- জনকে	১. ৫০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৪. প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিসকাল ১৫ কর্মদিবস ৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন	২০২১-২৬	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ৫% বরাদ্দ রেখে

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
	দারিদ্রতা হ্রাসে অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	ফাস্টফুড তৈরী ও হোম ডেলিভারীর উপর)	ভাতার ব্যবস্থা করা ৬. ব্যবসা শুরু করার জন্য পৌরসভা হতে দোকান (যা হোটেল হিসেবে ব্যবহার হবে) বরাদ্দ অথবা খালি জায়গা বরাদ্দ দিয়ে এবং স্বল্প পূঁজি প্রদান করে সহায়তা করা হবে।			তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
		দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য, চিকিৎসা বাবদ,দরিদ্র ছাত্রদের বই ক্রয় এর জন্য সাহায্য	১. বছরে ১৫০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত সাহায্যের জন্য চিহ্নিত করা ২. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যাবলী তদারকী করা ৩. ব্যবসার সময় পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে	২০২১-২৬	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	
		৫০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) দর্জীর কাজ সহ বিভিন্ন সেলাই প্রশিক্ষণ	১. ১৫০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা (প্রতি বছর ১৫০জন করে)। ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও- এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৫.শিক্ষানবিসকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৭. প্রশিক্ষনে যারা ভালো করবে তাদের মেশিন প্রদান	২০২১-২৬	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	
		১০জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) বাড়ীর আঙিনায় কৃষি/সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	১. ১০০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা (এখানে প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে) ৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৫. শিক্ষানবিসকাল ১০ কর্মদিবস শিক্ষাসফর/ ব্যবহারিক ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২১-২৬		ঐ

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
		২০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে প্রশিক্ষণ	১. ২০০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ এনজিও/কারিগর-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী ৫. শিক্ষানবিসকাল ১০ কর্মদিবস ৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৬. পৌরসভা হতে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা।	২০২১-২৬	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	ঐ
		২০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	১. ২০০ জন ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যক্তিকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা (প্রতি বছর ২০ জন করে)। ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলী প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে ড্রাইভিং প্রতিষ্ঠান/যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের- এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলীর আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলী তদারকী করা ৫. শিক্ষানবিসকাল ৬০ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২১-২৬	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	ঐ
		দরিদ্র ব্যক্তিদের (নারী/পুরুষ) প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য যে কোন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ	অন্তর্বর্তীকালীন পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন এবং বাজেটে অর্থের প্রাপ্ততা সাপেক্ষে দরিদ্রদের জন্য যে কোন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	ঐ
১৩.	পরিচ্ছন্নতা অভিয়ান সপ্তাহ উদযাপন	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে বছরে কমপক্ষে ১ টি পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদযাপন।	১. পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ঘোষনা। ২. সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচি প্রস্তুত। ৩. পরিচ্ছন্নতা অভিযানের স্থান নির্ধারণ। ৪.পৌর পরিষদে অনুমোদন। ৫.পৌরসভার বস্তি এলাকায় এবং দরিদ্র ক্লাষ্টারে এলাকাবাসীদের নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা অভিযান সপ্তাহ পালন করা।	চলমান	মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
১৪.	সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান	প্রতি তিন মাসে চিহ্নিত প্রতিটি বস্তি / দরিদ্র ক্লাস্টারে ইউজিআপ, স্বাস্থ্য/ শিক্ষা/ স্যানিটেশন/ টিকা / পৌরসেবা বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে/ নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতনতার জন্য কমপক্ষে ১ টি করে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান	১. নারী কাউন্সিলরদের নের্তৃত্বে চিহ্নিত বস্তি, দরিদ্র ক্লাস্টার এ উঠান বৈঠক করা, ২. এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে ইউজিআপ/ স্বাস্থ্য/ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা/ স্বাস্থ্যসম্মত আচরন/ শিক্ষা/ স্যানিটেশন/ টিকা / পৌরসেবা বিষয়ক তথ্য সম্পর্কে/ নিরাপদ পানির ব্যবহার/স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ নানা সামাজিক বিষয়ের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে বিষয় নির্বাচন । ৩. নির্বাচিত বিষয় এর উপর উঠান বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে অংশগ্রহনকারীদের জানানো ৪. যথযথভাবে উঠান বৈঠক সম্পন্নকরন ৫. রেজুলেশন প্রস্তুতপূর্বক অংশগ্রহনকারীর স্বাক্ষর/ টিপসইসহ তালিকা ও ছবিসহ পিএমইউ-তে প্রেরণ		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি	
১৫.	স্যাটালাইট স্কুল পরিচালনা	১.পৌরসভার বস্তি এবং বস্তি বহির্ভূত দরিদ্র ক্লাস্টারে উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা স্কুল (Non Formal Primery Education School) খোলা এবং পরিচালনা। ২. এ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত এনজিও-কে সম্পৃক্তকরন	১.পৌরসভার বস্তির /দরিদ্র ক্লাস্টারের ঝরে পড়া (Dropout children)/কর্মজিবী শিশু/কিশোর কিশোরীর তালিকা করা ২.৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি স্কুল খোলা এবং একজন শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া। ৩.প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বই, খাতা, পেন্সিল এবং বসার ব্যবস্থা করা। ৪.চক,ডাস্টার, ব্লাকবোর্ডের ব্যবস্থা করা। ৫. উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদান করা। ৬.কারিকুলাম শেষে শিক্ষার্থীদের হাই স্কুলে ভর্তীর ব্যবস্থা করা। ৭. পৌর এলাকায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা/ ঝরে পড়া শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন এনজিও-র সাহায়তায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে চলমান	দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা, পৌরসভা।	ঐ
১৬.	পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড/ কর্মসূচীতে দরিদ্র	পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামো নির্মান কাজে পৌরসভার দরিদ্র ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) শ্রমিক নিয়োগ।	১.অবকাঠামো উন্নয়ন (Construction work) কাজের বিষয়ে উঠান বৈঠকে দরিদ্রদের অবহিত করা। ২.দরিদ্রদের মধ্য থেকে শ্রমিকের তালিকা করন। ৩. শ্রমিকের তালিকাটি প্রকৌশল শাখা প্রধানের মাধ্যমে ঠিকাদারের কাছে পাঠানো।	পৌর পরিষদের আলোচনা সাপেক্ষে যত দ্রুত সম্ভর কার্যকরী করা	দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, আই আই এস শাখা, পৌরসভা	ঐ

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
	ব্যক্তিকে (নারী/পুরুষ) কর্মী নিয়োগ		৪. অবকাঠামো উন্নয়ন (Construction work) কাজে নারী পুরুষ শ্রমিকের জন্য সম কাজে সম মুজুরীর বিষয়টি দরিদ্রদের অবহিতকরণ। ৫. অবকাঠামো উন্নয়ন (Construction work) কাজে "নির্দিষ্ট শতাংশ নারী শ্রমিক" নিয়োগের বিষয়টি দরিদ্রদের অবহিত করা।	হবে।		
১৭.	**PR**AP বিষয়ক প্রশিক্ষণ	পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের জন্য **PR**AP বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ	১. স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ২. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ ৩. অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সদস্যদের **PR**AP সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সাধারণ প্রশিক্ষণ ৪.বস্তি উন্নয়ন কমিটিকে বস্তি উন্নয়ন কার্যাবলী পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান।	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কমপক্ষে একবার, এরপর প্রয়োজনানুসারে	দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি, পৌর পরিষদ	ঐ
১৮.	দরিদ্র নারীদের অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ	প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি সমুহে অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজে SIC 'র নারী সদস্যদের নিয়োগ নিশ্চিত করা।	১. প্রকল্প নির্দেশনা অনুযায়ী SIC'র সদস্য কর্তৃক Community Action Plan (CAP) –এর সামগ্রিক কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়ন । ২. CAP বাস্তবায়নাধীন এলাকায় শ্রমিক থাকলে (বিশেষ করে নারী) তাদেরকে প্রচলিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োজিত করা। ৩.SIC নারী সদস্যদের অবকাঠামো পরিচালনা, ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ (O&M) এ প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪. SIC নারীদের অবকাঠামো O&M-এ নিয়োজিত করা		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি,	ঐ
১৯.	দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামো	প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি ব্যাতীত অন্য বস্তিতে এবং বস্তির বাইরে দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ	১. দরিদ্রদের জন্য অবকাঠামোর পরিকল্পণা ও স্থান নির্বাচনে যেমনঃ রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাথ, স্ট্রীট লাইট, নলকূপ, টয়লেট, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদীর জন্য ১০০% দরিদ্র মতামত নেয়া।		প্রকৌশল বিভাগ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি	ঐ
		অবকাঠামো বাস্তবায়ন	১. প্রকল্প অনুমোদিত বস্তি সহ অন্য বস্তিতে এবং বস্তির বাইরে দরিদ্র এলাকায় রাস্তা/ ড্রেন/ ফুটপাথ/ স্ট্রীট লাইট/নলকূপ/ টয়লেট/সুইপার কলোনি/ কমিউনিটি সেন্টার নির্মান।		প্রকৌশল বিভাগ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি	ঐ

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
২০.	দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য হকার্স মার্কেট নির্মান ও দোকান বরাদ্দ	দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দারিদ্রতা হ্রাসের জন্যে হকার্স মার্কেটে সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ	১. হকার্স মার্কেট নির্মাণের পর দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান বরাদ্দ রাখা এবং অন্য মার্কেট গুলিতে দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য পৌরসভা হতে সহযোগিতা করা। ২. দরিদ্র হকার/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য জামানতের পরিমাণ শিথিল করা		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত এবং বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ঐ
২১.	দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	দারিদ্র্য হ্রাসকরণের যাবতীয় কাজ নারী বান্ধব করণে নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ	১. দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানের ভিত্তিতে ঘর মেরামতের জন্য অনুদান/সুদমুক্ত ঋণ/ স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান । ২. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কর্মসংস্থান তৈরীতে ঋণ প্রদানের কর্মসূচীতে PRAPএর আওতায় আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি,	ঐ
২২.	সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম	দারিদ্র হ্রাস করণে প্রাথমিক দল ও বস্তি উন্নয়ন কমিটিতে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।	১.১০৫ টি প্রাথমিক দল ও ৭টি বস্তিউন্নয়ন কমিটিতে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। ২. সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সঞ্চয় বই ও পাশ বই সরবরাহ করা।		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি,	ঐ
২৩.	সরাসরি দান ও অনুদান	দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দরিদ্রদের স্বাস্থ্য/শিক্ষা/সমাজিক/ কর্মসংস্থান ক্ষাতে সরাসরি দান ও অনুদান	১.১২০ জন দরিদ্র ব্যাক্তি কে বিনামূল্যে ভ্যান/রিকশা/ঠেলাগাড়ী প্রদান ২.১২০ জন দরিদ্র ব্যাক্তি কে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা (ঔষধ সহ) প্রদান ৩.১২০ জন দরিদ্র ছাত্র ছাত্রী কে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ৪. ১২০ জন দরিদ্র ব্যাক্তি কে কন্যা বিবাহের জন্য অনুদান। ৫. ১২০ জন দরিদ্র প্রসূতি মা কে চিকিৎসা ও পথ্য সহায়তা প্রদান ৬. ১২০ টি পরিবারকে স্যানিটারি ল্যাট্রিন/রিং-স্লাব প্রদান।		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি,	ঐ
২৪.	সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ	১. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন ২. সকল সিটিজেন চার্টারে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখকরণ	১. দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যসহ দায়িত্বরত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ২. শহরের দর্শনযোগ্য স্থানে, পৌর কার্যালয়ে ও পৌর চত্বরে সিটিজেন চার্টার স্থাপন		পৌরপরিষদ	ঐ

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	করণীয়	করণীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কমিটি/ প্রতিষ্ঠান	বাজেট (টাকা)
২৫.	প্রশিক্ষণে দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	১. পৌরসভার দরিদ্র নারী স্টাফসহ TLCC, WC দরিদ্র নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া	১. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে TLCC, WC দরিদ্র নারী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া ২. এর মনিটরিং		পৌর পরিষদ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
২৬.	দারিদ্র হ্রাসকরন সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের সাথে পৌরসভার দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।	পৌর এলাকার দারিদ্র হ্রাসকরন সম্পর্কিত সরকারী, বেসরকারী, এনজিও এবং ব্যাক্তিগত পর্যায়ে যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহন।	১. পৌর এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরনে কাজ করে এমন সরকারী, বেসরকারী, এন জি ও এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ। ২.পৌরসভার দরিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচীর সাথে পৌর এলাকায় দারিদ্র হ্রাসকরনে কাজ করে এমন সরকারী, বেসরকারী, এন জি ও এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।		দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
২৭.	পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় দরিদ্র কোটা নির্ধারন।	পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত কোটায় নিয়োগ প্রদান	১.স্টাফ নিয়োগের সময় পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিজ্ঞাপন দেয়া যাতে দরিদ্র নারীরা আবেদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান ২.স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে দরিদ্র দের নির্ধারিত কোটা প্রদান ও মনিটরিং		পৌর পরিষদ, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
২৮.	PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ও রিপোর্টিং	PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক মনিটরিং ফরমেট পুরণ ও পিএমইউ-তে রিপোর্টিং	১.PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রকল্প নির্ধারিত মনিটরিং ফরমেট সঠিকভাবে পুরণ ২.প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরণকৃত মনিটরিং ফরমেট এবং PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক গণগত রিপোর্ট পিএমইউ-তে প্রেরণ		মেয়র, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সহায়ক কর্মকর্তা	প্রযোজ্য নয়

সচিব
আড়াইহাজার পৌরসভা

মেয়র
আড়াইহাজার পৌরসভা

আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।

নগর সমন্বয় কমিটির (TLCC) সভার (বিশেষ) কার্যবিবরণী

স্মারক নংঃ- আড়াইঃপৌরঃপ্রশাঃ/২০২২/৯৪২২ তারিখঃ ৩১.০৩.২০২২খ্রিঃ

সভার তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২
সভার সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থানঃ আড়াইহাজার পৌরসভা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
সভার সভাপতিঃ আলহাজ্ব মোঃ সুন্দর আলী, মেয়র, আড়াইহাজার পৌরসভা।
সভার উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট "ক"

শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন অত্র পৌরসভার নিন্মমাণ সহকারী/ কম্পিউটার অপারেটর। আড়াইহাজার পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা হালনাগাদ করে প্রস্তুত করায় সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হয়।

ক্রঃ নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১.	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) হালনাগাদ অনুমোদনের সুপারিশ প্রসঙ্গে।	সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে প্রথমে আড়াইহাজার পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাফায়েত সাদী হালনাগাদ PDP'র আউট লাইন এবং পরে এবং বলেন, আড়াইহাজার পৌরসভায় উন্নয়ন পরিকল্পনা হালনাগাদ করে ৩৪৯৭৫.২৮ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। উক্ত হালনাগাদ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার (Climate Change) জলবায়ু পরিবর্তন পৃথক অধ্যায় (Chapter) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সভায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার খাত অনুসারে ব্যয়ের বিবরনী উপস্থাপন করা হয়। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা'র প্রস্তুতকৃত বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুসারে আগামী ০৫ বছর পৌরসভার উন্নয়ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উপস্থিত সকল কাউন্সিলরগণ পৌরসভার জন্য এ ধরনের বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরার জন্য সহকারী প্রকৌশলী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। হালনাগাদ PDP বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, হালনাগাদ PDP-তে অত্র পৌরসভার টিএলসিসি, ওয়ার্ড কমিটি এবং সাধারন জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই সভায় সম্মতিক্রমে প্রনীত হালনাগাদ PDP অনুমোদনে সুপারিশ করা হয়। সুপারিশকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট এবং অবকাঠামোর বিষয়ে উপস্থাপন করেন সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাফায়েত সাদী।	সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে প্রনীত হালনাগাদ অনুমোদনে সুপারিশ করা হয়।

রাস্তা সমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	সাব রেজিষ্ট্রি অফিস হতে লাসারদী গোয়লপাড়া পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ৬৫০.০০ মি.)
২	শিবপুর মোড় হতে নাগরাপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত বিসি রাস্তা সংস্কার করণ(ওযার্ড-০৮,৮৫০মি.)
৩	আড়াইহাজার বাজার মসজিদ হতে আব্দুল্লাহপুর খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করণ (ওয়ার্ড নং-০৭, ১৪৯০.০০ মি.)
৪	নাগরাপাড়া ব্রিজ হতে নাগরাপাড়া পৌরসভা শেষ সিমানা পর্যন্ত রাস্তা করণ(ওয়ার্ড নং-০৮, ৭৯০.০০ মি.)
৫	সরকারী সফর আলী কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ১৩০.০০ মি.)
৬	আড়াইহাজার বাজারের ভিতরের রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ২৭০.০০ মি.)
৭	আড়াইহাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দক্ষিণে টিএন্ডটির অফিস সংলগ্ন উপজেলা সড়ক হতে চৌধুরীপাড়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(ওয়ার্ড নং-০৮, ২০০.০০ মি.)
৮	মৌজ্জাকান্দা বাজার হতে চামুরকান্দি সরকার বাড়ি ভায়া কামরীনরচর বৈলার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।(ওয়ার্ড নং-০২,০৩), ২২৩৪.০০ মি.)
৯	ঝাউগড়া ঈদগাহ হতে মৌজ্জাকান্দা বাজার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (ওয়ার্ড নং-০৪,০২, ১১৮১.০০ মি.)
১০	গাজীপুরা ফিশারিজ হতে উত্তর পাড়া ঈদগাহ রাস্তা সংস্কার(ওয়ার্ড নং-০৬, ৪০০.০০ মি.)
১১	গাজীপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে গাজীপুরা মধ্যবাড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৬, ২৭৫.০০ মি.)
১২	মাঝেরচর খোদাবক্স মাজার হতে সিরাজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(ওয়ার্ড নং-০১, ১৬৫০.০০ মি.)
১৩	বাঘানগর খাল হতে চৌঘরিয়া পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৯, ৮৯৫.০০ মি.)
১৪	ইশান পল্লী এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৯, ১০০০ মিটার।
১৫	পায়রা চত্বর হতে বউ বাজার হয়ে আড়াইহাজার লিংক রোড পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৮, ৫৯০মি
১৬	শিবপুর ব্রিজ পুনঃ নির্মণ,ওয়ার্ড নং-০৮ ।
১৭	বাঘানগর সাদেক সাহেবের বাড়ির পার্শ্বে ব্রিজ নির্মাণ,ওয়ার্ড নং-০৯
১৮	গাজীপুরা উত্তর পাড়া ঈদগাহ সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে নারায়ণের বাড়ীর সংলগ্ন মেইন রোড পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ, ওয়ার্ড নং-০৬, দৈর্ঘ ৩০০ মিটার
১৯	গাজীপুরা পাকা রাস্তা হইতে কবরস্থানের পাকা রাস্তা পর্যন্ত ভায়া গাজীপুরা কুড়িবাড়ি মৌজাকান্দা পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও পাকা করণ, ওয়ার্ড নং-০৬, ৫৪০মিটার
২০	মুকুন্দী আঃ রাজ্জাক মাষ্টারের বাড়ী হইতে পান্নাবাড়েপাড়া জান্নাতুল বাকী জামে মসজিদ সংলগ্ন পাকা রাস্তা পযৃন্ত মাটি ভরাট ও পাকা করণ। ওয়ার্ড ০২,ও ০৬, ৫০০ মিটার
২১	মুকুন্দী মাসুদের বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে রিপনের বাড়ী হয়ে জুলহাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কাচা ও পাকা, ওয়ার্ড নং-০৬,৬০০মিঃ
২২	ইয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে পূর্বপাড়া ইব্রাহিম এর বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ ভায়া রোস্তমের বাড়ী পর্যন্ত। ৫০০মিটার। ওয়ার্ড নং-০৯
২৩	হাজী হাসান এর মিলের পাকা রাস্তা হইতে বড়বাড়ীর হাজী আফজলের বাড়ী হইতে উত্তর বাড়ীর পাকা রাস্তা

	পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থ ও নির্মাণ ও ড্রেন। ওয়ার্ড -০৯, দৈর্ঘ: ৪৪০মি
২৪	হাজী মোঃ হাসান মাষ্টারের বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে খাল পার হইয়া উত্তর পাড়ার মোঃ হাবিব মিয়ার রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট ওপাকা করণ,১০০০মি, ওয়ার্ড নং-০৬
২৫	লাখুপুরা মেইন রোড হইতে বৈলারকান্দী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও ড্রেন নির্মাণ।১২০০মি, ওয়ার্ড নং-০৪
২৬	দাসপাড়া স্কুল হইতে কামরানীরচর মাদ্রাসা হইয়া ঝাউগড়া পর্যন্ত মাটি ভরাট ও আর সিসি করণ।১৫০০মি, ওয়ার্ড নং-০৩
২৭	কামরানীরচর মেহেদির বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে সাহজুদ্দিনের বাড়ি হয়ে ছানা মেম্বারের হয়ে কবরস্থানের পাকা রাস্তা পর্যন্ত প্রশস্থ করণ, ড্রেন ও ফুটপাথ।৪০০মি, ওয়ার্ড নং-০১
২৮	মুকুন্দী গাজীপুরা মাছের খামার মসজিদ সংলগ্ন পাকা সড়ক হইতে উল্টরপাড়া পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটি মাটি ভরাট ও পাকা করণ ভায়া নুরুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা।৫০০মিটার, ওয়ার্ড নং-০৬ ।
২৯ ৩০	পুরাতন রেল লাইন হতে আমানের বাড়ি রাস্তা নির্মাণ কাজ।৩৬৫মি, ওয়ার্ড নং-০৯
৩১	নোয়াপাড়া মেইন রোড হতে সবুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ।২৩৭মিঃ, ওয়ার্ড নং-০৭
৩২	আব্দুল্লাহপুর জযনালের বাড়ি হতে সবুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।২১০মি, ওয়ার্ড নং-০৭
৩৩	সুন্দর আলরি বাড়ি হতে জুলহাসের বাড়ি। ওয়ার্ড নং-০২,২৮০মি।
৩৪	বাঘানগর রেল লাইন হতে গার্লস হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ, ওয়ার্ড নং-০৯,২০০ মিটার।
৩৫	কামরানীরচর চৌরাবাড়ী হইতে কাচাঁরী বাগ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ,১২০০মি, ওয়ার্ড নং-০১।

আরসিসি ড্রেন সমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	সাব রেজিষ্ট্রি অফিস হতে লাসারদী গোয়লপাড়া পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৬, ৬৫০.০০ মি.)
২	শিবপুর মোড় হতে নাগরাপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ (ওয়ার্ড-০৮,৮৫০মি.)
৩	আড়াইহাজার বাজার মসজিদ হতে আব্দুল্লাহপুর খাল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৭, ১৪৯০.০০ মি.)
৪	নাগরাপাড়া ব্রিজ হতে নাগরাপাড়া পৌরসভা শেষ সিমানা পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ কাজ । (ওয়ার্ড নং-০৮, ৭৯০.০০ মি.)
৫	আড়াইহাজার বাজারের ভিতরের ড্রেণ নির্মাণ (ওয়ার্ড নং-০৮, ২৭০.০০ মি.)
৬	আড়াইহাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দক্ষিণে টিএন্ডটি অফিস সংলগ্ন উপজেলা সড়ক হতে চৌধুরীপাড়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ(ওয়ার্ড নং-০৮, ২০০.০০ মি.)
৭	মৌজ্জাকান্দা বাজার হতে চামুরকান্দি সরকার বাড়ি ভায়া কামরীনরচর বৈলার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ।(ওয়ার্ড নং-০২,০৩), ২২৩৪.০০ মি.।
৮	বাঘানগর খাল হতে চৌঘরিয়া পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ(ওয়ার্ড নং-০৯, ৮৯৫.০০ মি.)
৯	মাঝেরচর খোদাবক্স মাজার হতে সিরাজের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ(ওয়ার্ড নং-০১, ১৬৫০.০০ মি.)
১০	পায়রা চত্তর হতে বউ বাজার হয়ে আড়াইহাজার লিংক রোড পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৫, ৫৯০মি।
১১	কুয়্নপুরা হতে কামরানীরচর নদী পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ,২২৫০মি, ওয়ার্ড নং-৫,৬,২,৩,১ ।

১২	দিঘিরপাড় হতে হাবিবুর সাহেবে বাড়ি পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ।৪০০মি, ওয়ার্ড নং-০৬
১৩	ঝাউগড়া ঈদগাহ হতে মৌজ্জাকান্দা বাজার পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ কাজ(ওয়ার্ড নং-০৪,০২, ১১৮১.০০ মি.)
১৪	পুরাতন রেল লাইন হতে হাতেম সাহেবের বাড়ি হয়ে তিন রাস্তা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।৪৫০মিঃ, ওয়ার্ড নং-০৭
১৫	ফুলকুড়ি স্কুল হতে এটুজেড হাসপাতাল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৯,৩০০মি।
১৬	ইশান পল্লী এলাকায় ড্রেণ নির্মাণ- ১০০০ মিটার, ওয়ার্ড নং-০৯।
১৭	ফকির বাড়ি হতে কামরানীরচর বাজার হয়ে খাল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ। ১৫০০মি, ওয়ার্ড নং-০১
১৮	কাউন্সিলর রীনা বেগমের বড়ির পশ্চিম হতে নাগেরচর সড়কে ড্রেন নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৫,১১০০মি.
১৯	পুরাতন রেল ষ্টেশন হতে গাজীপুরা স্কুল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৯,০৬ ,১২০০মিঃ
২০	সিনামা হল হতে পল্লী বিদ্যুত অফিস পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ। ৬০০মি, ওয়ার্ড নং-০৫,০৬।
২১	পশু হাসপাতালের পিছনে ড্রেন নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৮,৪০০মিঃ।
২২	জনস্বাস্থ্য অফিস হতে ষ্টেডিয়াম হয়ে খাল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৮,৭২০মি
২৩	সোনামিয়ার বাড়ী হয়ে খন্দকারের পাকা রস্তা পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০২, ৬৮০মি
২৪	হাজী হাসান এর মিলের পাকা রাস্তা হইতে বড় বাড়ীর হাজী আফজলের বাড়ী হইতে উত্তর বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থ সহ ড্রেন নির্মাণ, ওয়ার্ড নং-০৯,৪৪০মি।
২৫	চৌরাবাড়ি হতে চিতাশাল খাল পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ। ৪৫০মি, ওয়ার্ড নং-০১

পানি সরবরাহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	গভীর উৎপাদক নলকূপ স্থাপন। ০৬ (ছয়) টি
২	সারফেস ও আয়রন রিমোভাল প্লান্ট ডুয়েল সিস্টেম ১.০০ টি ।
৩	আড়াইহাজার পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ পাইপ স্থাপন। ৫০ কিমি.

স্যানিটেশন

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	আড়াইহাজার পৌরসভায় ডাম্পিং এলাকা নির্মাণ এবং সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজম্যান্ট (১০০ .০০ শতাংশ জমি অধিগ্রহনের মাধ্যমে)। ৪০৪৮.৩২ বর্গ মি.
২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। ৯ টি
৩	ডাষ্টবিন নির্মাণ । ২৭ টি

সড়ক বাতি

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	আড়াইহাজার পৌরসভার প্রধান সড়ক। বাতি(এলইডি) ৩৩.কি.মি.
২	আড়াইহাজার পৌরসভার কবরস্থান সংস্কার ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ।৯টি
৩	আড়াইহাজার পৌরসভার শ্মাশাণ সংস্কার ও সীমানা দেয়াল নির্মাণ। ৩টি

স্থায়ী সম্পদ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম
১	আড়াইহাজার বাজারে ০৮ তলা বিশিষ্ট পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ ১০০০.০০ বর্গমিটার

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>২</td><td>পৌর ভবনের পূর্ব পার্শ্বে ০৮ তলা বিশিষ্ট পৌর অফিস ভবন সংলগ্ন পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ। ৮৯০.৬০ বর্গমিটার.</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>আড়াইহাজার বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মণ। ২একর</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শিশু পার্ক নির্মান (১০০ শতাংশ জমি অধিগ্রহনের মাধ্যমে)</td></tr>
</table>
জলবায়ু
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>প্রকল্পের নাম</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ব্রক্ষপুত্র নদের পার্শ্বে সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ।২৫০০.০ মি.</td></tr>
<tr><td>২</td><td>দাসপাড়া খালে সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ১৩০০.০ .মি.</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>মুকুন্দি বিল হতে আড়াইহাজার উত্তর পর্যন্ত সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ২৩০০.০ .মি.</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>দক্ষিণপাড়া খাল এলাকায় সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ৮০০.০ .মি.</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>কামরানীরচর খালসবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ। ৯০০.০ .মি.</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>বিনাইয়েরচর-লাখপুরা খাল সবুজ বেষ্টনীসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ।১৮০০মি</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিযোজন ।</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০২.</td>
<td>হালনাগাদ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) তে বস্তি উন্নয়ন কমিটি অন্তভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।</td>
<td>সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে প্রথমে আড়াইহাজার পৌরসভার সচিব জনাব তাসলিমা আক্তার বলেন, অত্র পৌরসভায় ০৫টি বস্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত বস্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। বস্তিগুলো হলো ঃ- ১ নং ওয়ার্ডের মাঝেরচর মহল্লার বস্তি। ৩ নং ওয়ার্ডের দাসপাড়া মহল্লার বস্তি। ৫ নং ওয়ার্ডের কৃষ্ণপুরা মহল্লার বস্তি। ৬ নং ওয়ার্ডের মুকুন্দী ও গাজীপুরা মহল্লার বস্তি। ৮ নং ওয়ার্ডের শিবপুর মহল্লার বস্তি। উক্ত বস্তিগুলোর হালনাগাদ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) তে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়।</td>
<td>সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রনীত হালনাগাদ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) তে অনুমোদনে সুপারিশ করা হয়।</td>
</tr>
</table>

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৩১/৩/২০২২

(আলহাজ্ব মোঃ সুন্দর আলী)
মেয়র
ও সভাপতি,
শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC)
আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।

স্মারক নংঃ- আড়াইঃপৌরঃপ্রশাঃ/২০২২/

তারিখঃ ৩১.০৩.২০২২খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কায্যার্থে ঃ-

১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালক আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, লেভেল-৭, আরডিইসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. প্রকল্প পরিচালক, UGIIP-III, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
৪. জনাব/জনাবা...সদস্য,টিএলসিসি, আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ ।
৫. জনাব .... আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।
৬. অফিস কপি।

৩১/৩/২০২২

(আলহাজ্ব মোঃ সুন্দর আলী)
মেয়র
আড়াইহাজার পৌরসভা, নারায়ণগঞ্জ।